মুক্তির আলো

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

কৃষ্ণনগর
গণেশ অপেরায় অভিনীত

রচয়িতা :—

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)

যাত্রার দলের অভিনীত নাটকাবলী

দাতাকর্ণ—যশস্বী নাট্যকার অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের অমর অবদান। (ষষ্ঠী অপেরায় অভিনীত) অভিনয়ে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

রাবণ বধ—অঘোর বাবুর কৃত। ইহাতে অশোক বনে রামগতপ্রাণা সীতার নির্য্যাতন, রামপদে বিভীষণের আত্মবিসর্জ্জন, সীতার প্রতি সরমার উপদেশ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বেহুলা বা মনসা-মঙ্গল বা ভাসান যাত্রা—উক্ত অঘোরবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি। সতী বেহুলার ধর্ম্মের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা, করুণ রসের শ্রেষ্ঠ নাটক। অতি অল্প লোকের দ্বারা অভিনয় করিবার মত এমন নাটক আর একটিও নাই। মূল্য ৸০ বারো আনা।

ন'দের নিমাই—উক্ত অঘোর বাবুর রচিত। ইহাতে নিমাইয়ের বাল্যলীলা, ত্যাগ, সন্ন্যাস, জগাই মাধাই উদ্ধার ইত্যাদি সবই আছে। আরও দেখিবেন শচীদেবীর মর্ম্মস্তুদ বিলাপ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

শ্রীবৃন্দাবন—উক্ত অঘোর বাবুর রচিত। (ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, কালীয় দমন, কংস বধ, বসুদেব ও দেবকীর কারাগৃহে নির্য্যাতন ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আছে। মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী কৃত। (শশী হাজরার দলের বিজয় বৈজয়ন্তী) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার মধুর ভাবলীলা, মহাদেবের সহিত বলভদ্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্ববধ, অভিনয়ে সর্ব্বরসের সমন্বয়। মূল্য ১৷৶০ এক টাকা দশ আনা।

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

নীলমাধব (নারায়ণ) ধর্ম্ম ও পাপ

ইন্দ্রদ্যুম্ন	....	অবন্তীপতি
সুমঙ্গল	....	ঐ পুত্র
কেতনলাল	....	ঐ সেনাপতি
বীরেন্দ্র	....	ঐ সহকারী
বিদ্যাপতি	....	ঐ গুরু
মাধব	....	জনৈক ব্রাহ্মণ পরে কন্দর্প নামে পরিচিত
কৃশীরাম	....	ঐ পুত্র
প্রসাদ	....	সাধক
বিশ্বাবসু	....	শবররাজ
মেঘা	....	ঐ পুত্র

সৈন্যগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মণিমালা	....	অবন্তী-ঈশ্বরী
নীলিমা	....	কেতনলালের স্ত্রী
বিমলা	....	মাধবের স্ত্রী
ললিতা	....	বিশ্বাবসুর পালিত কন্যা
হরিদাসী	....	জনৈক কুলটা

নর্ত্তকীগণ, সেবাদাসীগণ, ইত্যাদি

যাত্রার দলের অভিনীত নাটকাবলী

কংসবধ—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কৃত। (শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরায় অভিনীত) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, কংস কর্ত্তৃক দেবকীর সপ্তপুত্র নাশ, কংসের ভীষণ অত্যাচার, শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ ইত্যাদি সকলই আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ধর্ম্মবল বা বিজয়িনী—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত। ইহাতে বিরাধনের কূটনীতি ও ভয়ঙ্কর চরিত্র, তাহার কন্যা সুজাতার কমনীয় চরিত্র, অপূর্ব্ব মহত্ত্ব, নায়কের নিঃস্বার্থ মহানুভবতা, বিরাঙের ঝড়ের মত উদ্যম, শ্যামলীর কোমল চরিত্র, শিবায়নের বীরদীপ্ত চরিত্র ইত্যাদি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইবেন। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শাপমুক্তি—উক্ত সৌরীন্দ্রবাবুর রচিত। (ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত) ইহাতে রাজা দণ্ডীর চরিত্রসৃষ্টি লেখকের অভিনব কৃতিত্ব। উর্ব্বশীর চরিত্রে মনোবিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটিত। রাণী বিনতার পতিপ্রেম সীতা সাবিত্রীর মতই অনুকরণীয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আত্মাহুতি—উক্ত সৌরীন্দ্রবাবুর রচিত। (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত) ইহাতে সমাজ সংস্করণের বীর্য্যবান অগ্রদূত সত্যব্রত, নিপীড়িত অন্তরের অন্তর্বেদনার অগ্নুদ্গার চণ্ডাল-সর্দ্দার বিরাধ, পিতৃভক্তির মুক্তবেণী ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রীলেখা ও জনদেব একটি বিস্ময়ের আধার এবং মকরন্দকে দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিবেন না, দেবপ্রিয়কে দেখিয়া সহানুভূতিতে গলিয়া যাইবেন। ইহার প্রত্যেক চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

মুক্তির আলো

—:::—
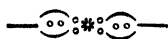
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাপ-পুরী

সিংহাসনে পাপ আসীন ; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ। গীত

আজি তোমারে করিব প্রিয়, অমিয় দান।
রেখেছি যতনে যাহা সঞ্চিত করিয়া
ধর ধর ধর সখা করহে পান ॥
গেঁথেছি বকুল মালা চৈতি রাতে,
চাঁদের জোছনাটুকু মাখায়ে তাতে,
স্বপ্নপুরী হ'তে, তোমারে শোনাতে
কণ্ঠে এনেছি প্রিয় ললিত গান ॥

(প্রস্থান)

পাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধরা হ'তে
কে রোধিবে পাপের প্রভাব ?

কার সাধ্য পাপের রাজত্ব মাঝে
তুলিবে বিপ্লব ? হেন শক্তি
নাহি কারো ত্রিভুবন মাঝে।
যুগে যুগে সমভাবে চলিতেছে
রাজত্ব আমার। কেবা সেই শক্তিধর
দাঁড়াইবে শক্তিমান্ পাপের সম্মুখে ?

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। **গীত**

সে যে ভগবান্—সে যে ভগবান্ !
ধরণীর ব্যথা বিমোচনকারী
মহান্ শক্তিমান্ ॥
যখনি ধরায় পাপের প্রভাব
দেখায় ক্ষমতা তার,
তখনি তাহার টলে যে আসন,
তখনি তাহার অবতার,
তোমারি দম্ভ করিতে চূর্ণ
নবরূপে হবে অধিষ্ঠান ॥

(প্রস্থান)

পাপ। কি ? কি কহিলি রে ধর্ম্ম,
ভগবান্ দাঁড়াইবে পাপের বিরুদ্ধে ?
পাপের প্রভাব খর্ব্ব করিবার তরে
হবে তার নব অবতার ?

অলীক কল্পনা। যাবত রহিবে সৃষ্টি,
তাবত পাপের রাজ্য রহিবে তথায়।
দেখি এবে—
ভগবান্ কোনরূপে অবতরি
ধরাবক্ষে বাড়াইবে ধর্ম্মের গৌরব।
তাই যদি হয়, ভগবান্ হয় যদি
বিরোধী আমার—
তাহ'লে জ্বালিব প্রলয়-অনল
অবনীর বুকে। উৎপীড়ন অত্যাচারে
বীভৎস লীলায় রাজত্ব রক্ষিতে মোর
দাঁড়াইব ধ্বংসদণ্ড করে।

(অভিবাদন করতঃ দূত আসিয়া দাঁড়াইল)

কহ দূত, কি সংবাদ আনিয়াছ এবে?

দূত। শুনহে রাজন্!
আজ্ঞা তব করিতে পালন
ঘুরিলাম সমগ্র ধরণী।

পাপ। চলিতেছে সমভাবে রাজত্ব আমার?
ঘটে নাই কোন বিশৃঙ্খলা?

দূত। না মহারাজ! তবে—

পাপ। তবে?

দূত। কহিতেছি সবিশেষ, করহ শ্রবণ।
শুনিলাম ধরা পর্য্যটনে—
ধরণীর ব্যথা বিমোচনে
ভগবান্ অবতীর্ণ হইবে তথায়।

পাপ। বটে! কহ দূত! কোথায় সে ভগবান্
কিবা রূপে হইবে প্রকাশ?

দূত। ভারতের পুণ্যক্ষেত্র পুরুষোত্তমে
শ্রীনীলমাধবরূপে।
কিন্তু এবে সেই স্থান অদৃশ্যে সবায়।
কালে তাহা হইবে প্রকাশ,
মুক্তিতীর্থ হবে জগতের।

পাপ। বটে! বটে! তারপর
আর কিছু শুনিয়াছ দূত?

দূত। শুনিলাম মহারাজ,
ভারতের দক্ষিণ কূলেতে
সিন্ধু যথা ভারতের ধৌত করে
চরণ-যুগল, স্থান তথা
শঙ্খাকার—নাম নীলাচল,
দক্ষিণে তাহার আছে কল্পবট,
তাহারি উত্তর ভাগে শ্রীনীলমাধব রূপে
ভগবান হবে প্রকাশিত।

পাপ। জানিয়াছ কবে ভগবান্
অবতীর্ণ হইবে তথায়?

দূত। আগত সময় তার।
ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধকাল
অবসিত প্রায়।
এই অর্দ্ধকালে গোপন-বিহার তার।
শেষ অর্দ্ধে দারুব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্কাম
জগন্নাথ রূপ ধ'রে

ঘুচাইবে ধরা হ'তে
পাপের প্রভাব।

পাপ। শুনিয়াছ কেবা হ'তে
জগন্নাথ মূর্ত্তি তার হইবে প্রকাশ ?

দূত। শুনিলাম রবিস্থত
দেবভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তী-ভূপাল,
তাহারি সাধনা মন্ত্রে
জগন্নাথ মূর্ত্তি তার হইবে প্রতিষ্ঠা।

পাপ। আচ্ছা, যাও, লভগে বিশ্রাম।

(দূতের প্রস্থান)

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !
বৃথা—বৃথা তব আয়োজন
হবে ভগবান্! পাপ-দম্ভ
বিচূর্ণ করিতে নাহি শক্তি তব।
উত্তম! উত্তম! দেখাও জগতে তুমি
ধর্ম্মের মহিমা—পুণ্যের গরিমা,
আর আমি দাঁড়াইব বিরুদ্ধে তোমার
রক্ষিতে অটুট মোর রাজত্ব তথায়।
দেখি জয় হয় কার ? তোমার না আমার ?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাধব শর্ম্মার বাটীর সান্নিধ্য

হাতে একটী ঘটী, কাঁধে একখানি কম্বল লইয়া মাধব শর্ম্মার প্রবেশ

মাধব। এইবার লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি বাবা! বড় ধিক্কার এসেছে বাবা, সংসারের উপর। আর ভাল লাগে না। কথায় বলে কিনা অসার সংসার। দুত্তোর সংসার—হুঁ বাবা, লোটাকম্বল সার। আর সংসারে থাকৃছি না। সংসারের উপর ভারী ঘেন্না এসেছে। সবাই আমায় বলে কিনা বেরিয়ে যাও। ছেলে বলে বেরিয়ে যাও—মেয়ে বলে বেরিয়ে যাও—গিন্নী বলে বেরিয়ে যাও। সবাইকার এক সুর। কেন বাবা, তাহ'লে কি আমি কেউ নই? তাহ'লে ওই জমিজমা বাড়ীঘর ওসব আমার নয়? আমি খেটে খুটে এই সব কর্‌লাম, আর আমায় বলে কিনা বেরিয়ে যাও। বেরিয়েই যাচ্ছি বাবা, দেখি ওদের কি ক'রে চলে। বেরিয়ে যাও বলা বার ক'রে দিচ্ছি।

বিমলার প্রবেশ

বিমলা। হ্যাঁগা, তোমার কি ছিরি হয়েছে গা? এ সব আবার কি কাণ্ড? আমি রেঁধে-বেড়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি, এই আস্‌ছে—এই আস্‌ছে ভাব্‌ছি, আর তুমি কোথায় এক গা ছাই মেখে লোটাকম্বল নিয়ে এসে এতক্ষণে হাজির! বুড়ো মিন্সের আবার একি ধাঁচা হয়েছে? কুশো দেখ্‌লে তোমার কি রাখ্‌বে! এ আবার কি কাণ্ড দুপুর বেলায়? বলি, তোমার হ'লো কি?

মাধব। **গীত**

আমি রহিব না আর অসার সংসারে
হইব এবার সন্ন্যাসী।
তাই লোটাকম্বল করিয়াছি সার,
বোম্-বোম্ বুলি বচন আমার,
(আমি চ'লে যাবো,)
(সাধু-সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাবো,)
(ছাই ভস্ম মেখে চ'লে যাবো,)
(আমি মাথায় রাখিব জটা,)
(আমি চ'লে যাবো)
আর সহিব না জ্বালা দিবানিশি ॥

বিমলা। কি, বাড়ী থেকে চ'লে যাবে? যাও না দেখি! দেখ দুপুর বেলায় আর একটা কাণ্ড বাধিও না। ক্ষিদেয় নাড়ী চোঁ-চোঁ কর্‌ছে, একে আমি মাথা-গরম লোক—জান তো, সেবার মাথা গরম হ'য়ে তোমার পায়ে কি রকম বঁটীর কোপ মেরেছিলাম? আর একটু হ'লে ডান পা-খানা দুখানা হ'য়ে যেতো। তবে? শীগ্‌গির ওসব ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে ভাত খাবে এস।

মাধব। **গীত**

আমি রহিব না আর অসার সংসারে
হইব এবার সন্ন্যাসী।
সহিব না আর কুকথা তোমার,
নিদারুণ সেই ঝাঁটার প্রহার,
কর মোরে সদা ভালবাসি ॥

বিমলা। বটে! সেই জন্যে তুমি সংসার ছেড়ে সন্ন্যিসী হ'য়ে চ'লে যাবে? ভয় দেখানো হ'চ্ছে। বিম্‌লী বাম্‌নী ওই ভয়ে তো ম'রেই গেল। গতর ভাল থাক্, তার আবার খাবার অভাব! যাও—যাও, চ'লেই যাও। দেখি আমাদের সংসার চলে কি না। উঃ! চ'লে যাবো—চ'লে যাবো, কেবলি শাসানো। যাও না চ'লে, কে তোমায় ধ'রে রেখেছে!

(প্রস্থান)

মাধব। কি! আমার এই সন্ন্যাসী-বেশ দেখেও তোমার একটু মায়া হ'লো না? তাই তো। মাগীর কি বুকের পাটা। একটু ভয় হ'লো না? কেমন বল্‌লে—চ'লে যাও, কে তোমায় ধ'রে রেখেছে। এখন তা বল্‌বেই তো! কষ্টে-ছিষ্টে সব ঠিক্-ঠাক্ ক'রে দিলাম, এখন বল্‌বেই তো! না বাবা, সংসারটার উপর ভারী ঘেন্না হ'চ্ছে। যা মনে ক'রে এমন হ'য়ে এলাম, তার তো কিছুই হ'লো না। আমি সত্যি সত্যি চ'লে যাচ্ছি মনে ক'রে গিন্নী কোথায় আমার হাত ধ'রে—"ওগো তুমি যেও না গো", ব'লে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌বে, না তা নয়, বীরাঙ্গণার মত ব'লে চ'লে গেল—"তুমি চ'লে যাও, কে তোমায় ধ'রে রেখেছে।" বটে—গেলেই হ'লো! তোমাদের ভারী মজা হবে। বেশ মজা ক'রে খাবে আর ঘুমুবে। আমায় পথে বসাবে আর কি!

প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ। কি গো দাদা, তুমি সাধু হ'লে কবে? ব্যাপার কি বল তো!

মাধব। আর ব'লো না ভায়া! সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না ধ'রে গেছে। কেবল মারামারি, কাটাকাটি, জাল-জোচ্চুরি, দাঙ্গাবাজি। বল তো ভায়া, এসব কি রোজ রোজ ভাল লাগে?

গীত

তাই লোটাকম্বল করিয়াছি সার ভায়া হে !
আমি অসার ছেড়েছি,
আমি সারটী ধরেছি,
আমি হেথায় আর থাকিব না হে ॥

প্রসাদ। তাইতো দাদা! সত্যিই তুমি সাধু হ'লে! সাধু হবে কি দুঃখে। তবে আমি হয়েছি কেন, সেটা তুমি বলতে পার। তবে তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ। আমি বে-থা করিনি—ছেলেপিলেও হয়নি। আমি সন্ন্যাসী হ'তে পারি। তোমার হওয়া কি উচিৎ? ছিঃ-ছিঃ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি দাদা, বৌদি বোধ হয় তোমায় কিছু বলেছে, সেই দুঃখেই বোধ হয় সাধু হয়েছ। (হাত ধরিয়া) এস, বৌদির কাছে নিয়ে যাই।

মাধব। না—না, ছেড়ে দাও ভাই, ছেড়ে দাও। সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসে গেছে। আমি কিছুতেই থাক্‌ছিনে। আজ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও আমায় রাখ্‌তে পারবে না। আজ মন-ভৃঙ্গ আমার বড়ই উতল হয়েছে।

প্রসাদ।

গীত

দাদা! সংসারটা এই রকমের।
হেথায় আছে কত রকম ফের ॥
মুখে বলে হরি বুলি,
হাতে আছে নামের ঝুলি,
আবার ভাব-তরঙ্গে পড়ে ঢলি
এমন মানুষ আছে ঢের ॥

মহামায়ার এম্নি মায়ার ঘোর,
ভুলে থাকে জীবন ভোর,
তবু তাদের ঘোর কাটে না
যায় না ছুটোছুটীর জের ॥

মাধব। সত্যি সত্যি ভায়া! খাঁটী সাধু বাবা! বম্! বম্! বম্! জয় শিব শম্ভু! জয় শিব শম্ভু! (প্রস্থানোদ্যত)

প্রসাদ। তা কি হয় দাদা! এই দুপুরে কেউ কি সাধু হ'য়ে যায়?

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। যাক্ না ঠাকুরপো, যাক্ না। ছেড়ে দাও, কিছু ব'লো না। মিন্সে চ'লেই যাক্।

মাধব। শুন্ছো—শুন্ছো ভায়া! এতেও তুমি আমায় থাক্তে বল্ছো! এ রকমে মানুষ থাকে? তুমি ছেড়ে দাও—আমি কিছুতেই বাড়ীতে থাক্বো না। মনে ভারী ঘেন্না এসে গেছে।

বিমলা। ওমা! ঘেন্নার মুখে আগুন! যাও না,—ঠাকুরপো তো তোমায় ধ'রে রাখেনি। মিন্সের সবেতেই ধাষ্টপনা! আজ দুপুর বেলায় একটা তুলক্রাম হবে দেখ্ছি।

মাধব। শুন্ছো—শুন্ছো ভায়া, এখনো তুমি আমায় থাক্তে বল্ছো? না, আমি আর কিছুতেই থাক্বো না।

গীত

শ্রীহরি বলিয়া দুহাত তুলিয়া
কোথায় চলিয়া যাইব।
এ অসার সংসারে থাকি মোহঘোরে
কেন নয়ন-সলিলে ভাসিব ॥

প্রসাদ। বৌদি, তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা কর। দাদাকে না হয় একটু ভাল ক'রেই বল ছাই!

বিমলা। বল্‌বার জন্যে আমি ম'রে যাচ্ছি। যাক্ না, একটু কিছু বল্‌লেই বলে বাড়ী থেকে চ'লে যাবো। কেন মাণিক চ'লে যাবে—বিয়ে করেছিলে কেন? মনে নেই, বিয়ে হ'লে ছেলে-পুলে হবে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হবে।

মাধব। শুন্‌ছো ভায়া, আমায় কি রকম বল্‌ছে! এতেও কি তুমি আমায় থাক্‌তে বল? না, কিছুতেই আমি থাক্‌বো না। সংসারের উপর আমার ভারী ঘেন্না এসে গেছে। সবই অসার। কেউ কারু নয়। জয় শিব শম্ভু!

প্রসাদ। দাদা! তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো নাকি, তাই বৌদির কথায় রাগ ক'রে চ'লে যাবে? বুড়ো বয়েসেও তোমার পাগলামিটে গেল না?

বিমলা। পাগলামি যাবে কি ক'রে ঠাকুরপো! মিন্সে কুটের রাজা—রাজা—রাজা! সকাল বেলা আট্‌টার সময় উঠ্‌বে তারপর গুচ্ছের খাবে আর তেঁতুল তলায়-না ব'সে রাজারুজি মার্‌বে। কাজকর্ম্মের দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই। তার জন্যে কিছু বল্‌লেই কর্ত্তার অভিমান রাখ্‌বার জায়গা থাকে না। যাক্—যাক্, ওর জন্যে আমাদের কিছু আট্‌কাবে না।

মাধব। শুন্‌ছো ভায়া?

বিমলা। শুন্‌বে আর কি! তুমি এখ্‌খুনি বাড়ী থেকে চ'লে যাও।

প্রসাদ। তোমরা যা হয় কর বৌদি! আমার এখন অনেক কাজ আছে।　　(প্রস্থান)

মাধব। জয় শিব শম্ভু! জয় শিব শম্ভু! (প্রস্থানোদ্যত) তাহ'লে আমি ঠিক্ চল্লুম। মজা দেখ্‌বে এখন। গরু বাছুর নিয়ে ছেলে পুলে নিয়ে টেরটি পাবে মাণিক!

বিমলা। তার জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তুমি আগে চ'লে যাও তো দেখি !

মাধব। এরপর কিন্তু ডাকাডাকি কর্‌লে আমি কিছুতেই আস্‌বো না ব'লে দিচ্ছি।

বিমলা। তোমায় আস্‌তে হবে না। আর আমরা তোমায় ডাকা-ডাকি কর্‌তে যাবো না। যে চুলোয় হয়, তুমি চ'লে যাও। ইস্‌! আবার ভয় দেখানো হ'চ্ছে।

কুশীরামের প্রবেশ।

কুশী। ওরে বাবারে,—বাবার আবার একি সাজ হয়েছে রে! হ্যাঁ মা, বাবা এরকম সাধুবাবা হয়েছে কেন ?

বিমলা। জিজ্ঞেস কর্ না।

(প্রস্থান)

কুশী। হ্যাঁ বাবা, তুমি এ রকম সেজেছ কেন ?

মাধব। ওরে—ওরে মোর কুশী,
ওরে মোর ষষ্ঠীর নমুনা,
আর আমি রহিব না সংসার মাঝারে।
ওরে বাপ্‌—ফাজিলের-রাজা !
ভারী ঘেন্না এসেছে আমার
সংসারের প্রতি।
বিকটা জননী তব, দিবারাত্র
করে মোরে বাপস্ত-পিপস্ত,
মাঝে মাঝে ঝাঁটার আলাপ,
আর তুমি অখণ্ড গোমূর্খ
বল মোরে "বাবা শালা—"

মাঝে মাঝে বংশদণ্ড ল'য়ে
ছুটে এস সম্মুখে আমার।
তাই বাপ্ বড় ঘেন্না এসেছে আমার।

কুশী। তাই নাকি বাবা, তাই নাকি। আহা, তাহ'লে তোমার ভারী দুঃখ্যু। যাক বাবা, তুমি কিছু মনে ক'রো না। এইবার তোমায় বাবা ব'লে খুব খাতির কর্‌বো। মাকেও ব'লে দেবো বাবার খুব খাতির কর্‌তে।

মাধব। ঠিক তো? দেখিস্ বাপ্,
আর যেন নাহি হয়
কথায় খেলাপ। তাহ'লে
নিশ্চয় চলিয়া যাবো বোম্ বোম্ রবে।

কুশী। না—না, আর তোমায় আমরা কিছু বল্‌বো না। এস—এস—আহা, বাবা আমার বেশ ইয়ারকি কর্‌তে জানে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

কেতনলাল ও চন্দ্রহংস স্বামীর প্রবেশ

কেতন। আপনি ঠিক বল্‌ছেন স্বামিজি, ভবিষ্যতে অবন্তীরাজ্য আমার হবে?

চন্দ্র। বৎস! আমি বলিনি, বল্‌ছেন আমার প্রভু! তিনি সব সময় মুরলীধ্বনি ক'রে আমায় বল্‌ছেন—কেতনলাল অবন্তীর সিংহাসনে

উপবেশন কর্‌বেই। আমার কথা নয়, স্বয়ং প্রভুর কথা। মিথ্যা হবার নয়।

কেতন। সে সৌভাগ্য হবে কি আমার ?
হইবে কি অবন্তীর সিংহাসন
আসন আমার! দিনে দিনে
দিন চ'লে যায়! তবু হায়
নাহি হয় আশার পূরণ।
কহ দেব, কত দিনে
আমার সে অন্তরের আশাতরু
ফলে ফুলে হবে সুশোভিত!

চন্দ্র। শীঘ্র তব আশাতরু
ফলে ফুলে হবে সুশোভিত!
হেরিতেছি ভবিষ্যৎ
আশার দর্পণে—
প্রত্যক্ষ নয়নে, অবন্তীর
সিংহাসন হইবে তোমার।
নাহি চিন্তা কর বৎস!
যদ্যপি দুঃসাধ্য হয়
লভিবারে অবন্তীর রাজসিংহাসন,
জানিবে তখন, গুরুদেব তব
শিষ্যের মঙ্গলে, যোগবলে
অবন্তীর সিংহাসনে
অভিষেক করিবে তোমার!
রাজছত্র শিরে ধরি
দেখাইবে যোগশক্তি সাধনা-প্রভাব

কেতন। সত্যই হবে কি দেব, সে আশা পূরণ ?
যতই আশার স্বপ্নে হই আত্মহারা,
ভুলে যাই জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম গরিষ্ঠ সাধনা ;
তত যেন কে এক মঙ্গলময়
অচেনা পুরুষ, অলক্ষ্যে থাকিয়া মোর
কহে বারবার—সাবধান—
সাবধান উদ্‌ভ্রান্ত পথিক !
ব্যর্থ হবে জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব তোমার।
তাই করি যবে আশার কল্পনা,
শিহরি ওঠে যে প্রাণ—
অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয় যে নয়নে।

চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !
মিথ্যা—মিথ্যা, সব মিথ্যা।
যোগশক্তি বলে সুস্পষ্ট মেহারি
অবন্তীর সিংহাসন হইবে তোমার।
কেন কর ভয় ? ইহাই কি নয়
জীবনের বাঞ্ছনীয় তব ?
চাহ না কি জীবনের সার্থক উন্নতি ?
এইভাবে হেয় হীন হ'য়ে
অমূল্য মনুষ্যজন্ম রেখে দিতে
চাহ বৎস, দুর্ভাগ্য-আঁধারে !
ভয় নাই ! দৃঢ় হও !
শক্তিমান্ গুরু তব রয়েছে অলক্ষ্যে।
কার সাধ্য অন্তরায় হইবে তোমার।
হয় যদি কোন অন্তরায়,

নিমেষে হইবে দূর
আশিসে আমার।

কেতন। তবু যেন গুরু,
অন্তর নিভৃতে বাজে নিরাশার
সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা!
ধীরে ধীরে নিভে যায়
আশার প্রদীপ, ক্ষণে ক্ষণে
জেগে ওঠে ভীতির স্পন্দন,
মনে হয় কোন্ দুরান্তের
আঁধার সাগরে ভেসে যাই আমি।

চন্দ্র। চিত্তের দৌর্ব্বল্য মাত্র।
নহে ইহা সত্য কভু জানিও ধীমান্!
সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা হেতু ধর নববল।
অলীক স্বপন হেরি হইয়া বিহ্বল
সৌভাগ্যের সিংহদ্বার
শত চূর্ণ করি
চিরদিন অশ্রুজলে
কেন বা ভাসিবে?

কেতন। তবু—তবু যেন কহে কেবা
পরিণাম হইবে ভীষণ।
গুরু! গুরু! কাজ নেই
অবন্তীর সিংহাসনে,
কাজ নেই সৌভাগ্যে আমার;
কাজে নেই উন্নতির সিংহাসন
করিতে গ্রহণ।

গীতকণ্ঠে প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ।　　　গীত

তবে এস ভাই আমার সাথে
ওই আলোকমালায়।
ওই অন্ধকারের ও পারেতে
পারিজাতের স্নিগ্ধ তলায় ॥
বিষধরের কথায় ভুলে,
কেন অশ্রুঢালা নেবে তুলে,
মানুষ তুমি নাও না চিনে,
কোন্‌টা আসল আছে ধরায় ॥

(প্রস্থান)

কেতন।　প্রসাদ! প্রসাদ!

চন্দ্র।　স্থির হও! স্থির হও বৎস!
হ'য়ো না চঞ্চল।
মোর কথা করহ বিশ্বাস,
আশা পূর্ণ হইবে তোমার।

কেতন।　কিন্তু দেব! তুচ্ছ সেই
রাজসিংহাসন তরে
হারাইতে হবে মোর অমূল্য সম্পদ?
শিশু হ'তে যার অন্ন
আজও পর্য্যন্ত তুলিতেছি মুখে,
যার অনুগ্রহে দরিদ্রসন্তান হ'তে

আমি সেনাপতি,
যেবা মোরে বসায়েছে
সম্মানের উচ্চাসনে—
আর যেবা মোর প্রতি
অনন্ত বিশ্বাস রাখি
নিশ্চিন্ত পরাণে মগ্ন আছে
ঈশ্বর চিন্তায়, আজি হায়—
চমৎকার কৃতজ্ঞতা দেখাবো তাহার!
ঊর্দ্ধ হ'তে বজ্রপাত হবে মোর শিরে।
ভূগর্ভ চৌচির হ'য়ে
হবে মোর সমাধি রচনা।
পলকে অস্তিত্ব মোর ডুবে যাবে
বিস্মৃতি-সাগরে।

চন্দ্র। কেতন! দেখি তুমি কত শক্তিমান্।
তোমারে নায়ক করি
অবন্তীর বক্ষে আমি জ্বালিব অনল।
ধ্বংস—ধ্বংস হবে
অবন্তী-সাম্রাজ্য।
কই—কই তুই?
শীঘ্র আর উন্মাদনা,
কেতনের অন্তরে জাগাতে।

(প্রস্থান)

কেতন। গুরু! গুরু! কোথা যাও
রুষ্ট হ'য়ে অধমের প্রতি!

(গমনোদ্যত)

স্বরাপাত্রহস্তে লালসার প্রবেশ।

লালসা।　　**গীত**

সাগর ছেঁচিয়া এনেছি প্রিয়—
অমিয় সুন্দর কর হে কর পান,
প্রতিদান দিও বা না দিও ॥
রবে না ব্যথা আর, জাগাবে অনিবার,
কত সে আশা—-কত সে পিপাসা,
তোমারে নিয়ে যাবে চাঁদেরি আলোকে
তুমি দেখিয়া নিও ॥

(স্বরাপাত্র দিয়া প্রস্থান)

কেতন।　　একি! কে তুমি লো রূপসীপ্রধানা,
অকস্মাৎ হ'য়ে আবির্ভূতা
দিয়ে গেলে মোরে
অযাচিতে একি উপহার!
কেবা তুমি? মরি মরি
কি সুন্দর অমিয় তোমার,
পান করি ধন্য হই আজি।
(পান করিতে উদ্যত)
য়্যাঁ! একি! একি! একি শিহরণ!
একি রে কম্পন!
এতো—এতো নহে স্বর্গের অমিয়,
মনে হয় তীব্র হলাহল।
না—না, কি সুন্দর মূরতি ইহার।

কি সুগন্ধ হতেছে নির্গত।
করি পান তবে। (পান করিয়া)
আঃ! একি, কোথা আমি আজ?
কোন্ রাজ্যে করি বিচরণ?
ওই যে—ওই যে সম্মুখে মোর
সৌভাগ্যের অনন্ত পশরা ল'য়ে
ভাগ্যলক্ষ্মী ধীরে ধীরে হয় অগ্রসর।
ওই যে—ওই যে অবন্তীর সিংহাসন
ইঙ্গিতে জানায়, এস—এস—
এস মোর পাশে—আমি যে তোমার।
তবে মোর কেন দুর্ব্বলতা!
পরিণাম কেন চিন্তা মোর?
ধরি নব বল,
সৌভাগ্যের করিব প্রতিষ্ঠা।
ভেসে যাক্ ধর্ম্ম পুণ্য
বিবেক মহত্ব। হ'য়ে যাক্
মানবত্বের বলিদান অধর্ম্মের
যূপকাষ্ঠ তলে। তবু—তবু চাই
সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠা।

নীলিমার প্রবেশ।

নীলিমা। সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠা মনুষ্যত্বহারা হ'য়ে
পিশাচ সাজিয়া? কাজ কি গো
সে সৌভাগ্যের হইয়া প্রয়াসী?

কেতন। নীলিমা! শুন প্রিয়তমে!
দেখেছি সৌভাগ্য-স্বপ্ন
গভীর নিশায়। আমি যেন
হইয়াছি অবন্তী-ঈশ্বর।

নীলিমা। মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছ প্রাণেশ!
কেন তুমি হও আত্মহারা?
কি অভাব সংসারে তোমার?
তবে কেন ভুলে গিয়ে
ধর্ম্মের মূরতি, অধর্ম্মের
হতেছ সাধক?

কেতন। অধর্ম্ম? কি অধর্ম্ম দেখিলে আমার?

নীলিমা। কেন তুমি তার কথা শুনে
অবন্তীর সিংহাসন তরে
জ্বালিবে কালের বহ্নি
তাহার বুকেতে?
কেবা সেই গুরুদেব তব,
জান কি তাহার সত্য পরিচয়?
মনে হয় মোর, সে নহে সাধক,
ভণ্ডযোগী অথবা মায়াবী কোন
এসেছে হেথায়
অবন্তীর সুখ-শান্তি করিতে হরণ।

কেতন। সাবধান! গুরুনিন্দা করিও না আর:
চেন না তাহারে।
সে যে হয় বৈষ্ণবপ্রধান,
ত্যাগী—নিস্পৃহ সাধক।

নিন্দা তার করিলে প্রেয়সী,
মহাপাপে হইবে পতিত।

নীলিমা। কি—তুমি তার কথা শুনে
জগতের অভিশাপ
তুলে নিতে চাও? কেন—
কেন ওগো হতেছ চঞ্চল?
কেন ভুলে যাও কৃতজ্ঞতা?
ভুলে যাও মনুষ্যত্ব তব?

কেতন। চ'লে যাও—চ'লে যাও,
ছুটেছে কল্লোলে মোর
উদ্দামের অনন্ত জলধি।
সম্মুখের বাধা বিঘ্ন শত চূর্ণ করি
ভাসাইয়া নিয়ে যাবে
কল্পনার পারে। চাই ওই
অবন্তীর সিংহাসন—

নীলিমা। অবন্তীর সিংহাসন লাভ হেতু
পালকের সর্ব্বনাশে
বদ্ধপরিকর? বাঃ—বাঃ!
ওগো, কেন তুমি কাঁদাবে আমায়?
পরের অহিত চিন্তা করে যেইজন,
সুখ তার হয় কি জীবনে?
চিরদিন কান্না তার হয় যে সম্বল।
তুমি স্বামী মোর!
তোমার সে ভয়াবহ কুকর্ম্মের
হেরি পরিণাম, আমার যে

কাঁপিছে অন্তর। তাই শতবার
করি নিবারণ—
পাপপথে যেও না ছুটিয়া।

কেতন। বটে—বটে! পাপপথ ইহা!
হোক্—হোক্ পাপপথ;
তবু মোর ওই পথে
হবে অভিযান।

(প্রস্থান)

নীলিমা। ভগবান্! আচম্বিতে
একি বজ্র হানিলে বুকেতে!
নীলিমার সব আশা করিলে বিচূর্ণ?
ওগো, কোথা যাই আমি?
কার কাছে যাই? কার কাছে গেলে
ফিরে পাবো স্বামীর সুমতি?
স্বামি! স্বামি! যেও না কুপথে আজি,
আশা পূর্ণ হবে না তোমার।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ

বিদ্যাপতি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন

ইন্দ্র। দিন চ'লে যায় গুরু!
সন্ধ্যা ওই আবরে ধরায়।
নাহি হ'লো জীবনের সার্থকতা কোন।
জনম বিফলে যায়,
না হেরিনু শ্রীহরি চরণ।
না শুনিনু ললিত বাঁশরীতান
জীবন-নিকুঞ্জে!
আর কতদিন কামনার অর্ঘ্যডালা
দানিব চরণে তাঁর।
আর কতদিন দিবস সন্ধ্যায়
অবিশ্রান্ত ঢালি অশ্রুজল
ধৌত তাঁর করিব চরণ।
কবে সেই মাধবীমোহন
মাধবীর সাথে বনমালা গলে
নুপুর-নিক্কনে, দেখা দেবে মোরে!
দিন চ'লে যায়, মনে হয়—
বিদায়বেলায় অপূর্ণ বাসনা শত
রহিবে পড়িয়া।

বিদ্যা। হে রাজন্, নাহি হও উচাটন।

পূর্ণ হবে কামনা তোমার
শ্রীহরি-প্রসাদে। ভক্তাধীন নাম তাঁর।
ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ
অভিনব লীলা তাঁর—
অভিনব অবতার জানিও রাজন্!
দিব্য চক্ষে হেরিতেছি আমি
তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার তরে
অদূরে দাঁড়ায়ে ওই শ্রীরাধারঞ্জন।

ইন্দ্র। সত্য? সত্য দেব! দেখা দিতে মোরে
অদূরে দাঁড়ায়ে সেই শ্রীরাধারঞ্জন?
কই—কই শুনি বাঁশরীর তান,
নুপুরের সুমধুর ধ্বনি!
কই তাঁর চরণ পরশে ফুটে ওঠে
স্নিগ্ধ শতদল অবন্তীর বুকে?

গীতকণ্ঠে সুমঙ্গলের প্রবেশ

সুমঙ্গল। গীত

ওই যে তাহার বাঁশী বাজে,
নুপুর ধ্বনি ওই যে তাহার হয়।
ওই বুঝি সে আসে আমার
প্রাণের প্রিয় প্রেমময়॥
আজ কে আমার উতল পরাণ
আজকে জাগে শিহরণ,

আজ বুঝি মোর হিয়ার রথে
বস্‌বে আমার কালোবরণ,
আমি আপন হারাই কোথায় যে যাই
নাইকো আমার কোন ভয় ॥

ইন্দ্র। সুন্দর—সুন্দর—অতীব সুন্দর
সঙ্গীত তোমার ওরে সুমঙ্গল!
আশীর্ব্বাদ করি বৎস,
এইভাবে চিরদিন থাকে যেন
শ্রীহরি চরণে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

বিদ্যা। ধন্য—ধন্য তুমি মহারাজ!
ধন্য পুত্র সুমঙ্গল তব।
আশীর্ব্বাদ করি প্রাণ খুলে
শীঘ্র হবে কামনা পূরণ।
শ্রীহরির লভিবে দর্শন।

ইন্দ্র। তাই যেন হয় গুরু!
অনন্ত পিপাসা জাগে
প্রেমময়ে করিতে দর্শন।
মনে হয়, দূরে ফেলি
বৈভব সম্পদ, ছিন্ন করি
মমতা বন্ধন, সার করি
শ্রীহরি চরণ—এ মায়া
প্রপঞ্চময় সংসার মাঝারে।

সুমঙ্গল। বাবা! কবে তুমি শ্রীহরির
লভিবে দর্শন?

কবে তুমি দেখাইবে মোরে মাধবীমোহনে ?
কবে তাঁর সুললিত বাঁশরীর তানে
মাতাইবে অবন্তীর আকাশ বাতাস ?

বিদ্যা। কুমার! আগত সময় তার।
আসিবেন দয়াল শ্রীহরি
ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ।
হের ভক্ত! তাই আজ প্রকৃতির বুকে
নব শিহরণ—কাকলী আলাপ—
নূতনত্বের পূর্ণ আবির্ভাব!
যাও রাজা, নাহি চিন্তা,
আশা পূর্ণ হইবে তোমার। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। হয় যেন আশাপূর্ণ
গুরুর আশিসে। যাও বৎস,
জানাও কামনা তব দেবের চরণে।
অন্তরের ঐকান্তিক ভক্তি-পুষ্প দানে।

সুমঙ্গল। **গীত**

যেন তোমার দেখা পাই।
মনোরঞ্জন হরি শ্রীমধুসূদন
দিও রাতুল চরণে ঠাঁই ॥
যেন তোমারি বাঁশীটী বাজে,
মম চিত্ত-বিপিন মাঝে
সারাটী সকাল সাঁঝে,
আমি যেন সব ভুলে যাই ॥

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। ধন্যরে বালক, ধন্য তোর
ভক্তি ভগবানে। মনে হয়
তোরি হেতু হবে মোর
শ্রীহরি দর্শন।

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। মহারাজ!

ইন্দ্র। বীরেন্দ্র! কি চাও?

বীরেন্দ্র। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

ইন্দ্র। সে কি বীরেন্দ্র, আমার মঙ্গলময় শ্রীহরির রাজত্বে সর্ব্বনাশ! তুমি বল্‌ছো কি! আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে বীরেন্দ্র!

বীরেন্দ্র। বুঝ্‌তে পার্‌বেন না মহারাজ! আপনি যাকে অগাধ বিশ্বাসে রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, আজ সে তার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম কৃতজ্ঞতা ভুলে গিয়ে বিষধর সর্পের মত আপনাকে দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। আপনি এখনো সাবধান হোন্ মহারাজ! নতুবা আপনার এই অগাধ বিশ্বাসদানের পথে প্রবল কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠ্‌বে। অবন্তীর শান্তিময় প্রাসাদে অশান্তির অগ্ন্যুদ্গীরণ হবে। সব যাবে মহারাজ, সব যাবে।

ইন্দ্র। স্পষ্ট ক'রে বল বীরেন্দ্র, কে সেই বিষধর সর্প—আমায় দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে? কে আমার শান্তিময় অবন্তীর বুকে অশান্তির ঝড় তুলে দিতে চায়? শীঘ্র বল, এখনি তার উদ্যত ফণা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি! বল, কে সে?

বীরেন্দ্র। সেনাপতি কেতনলাল—আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

ইন্দ্র। কেতনলাল! না—না, বীরেন্দ্র! তুমি—তুমি ভুল বল্‌ছো।

কেতনলালের প্রবৃত্তি কখনো এতখানি নীচ হ'তে পারে না, সে আমার অনিষ্টসাধনের জন্য এক পাও অগ্রসর হবে না। তুমি ভুল বল্‌ছো। যদি কিছু শুনে থাক, তাও মিথ্যা। আমার অতবড় বিশ্বাসের মূলে সে কুঠারাঘাত কর্‌বে? না—না, আমার তা বিশ্বাস হয় না।

বীরেন্দ্র। ওগো সরলচেতা উদার নররায়! সত্যই সে অবন্তীর সিংহাসনের জন্য উন্মাদ—বিকৃত-মস্তিষ্ক! আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তার হিংসানলে ইন্ধন যুগিয়ে দিচ্ছে একজন ভণ্ড যোগী। এখনি যদি সেই বিষাঙ্কুরকে সমূলে উৎপাটন না করেন, তাহ'লে যে দেশ ও দশের সর্ব্বনাশ হবে মহারাজ!

ইন্দ্র। কেতন যে তোমার সহোদর বীরেন্দ্র! আমার মনে হয়—

বীরেন্দ্র। মহারাজ আজ আমি স্বার্থের জন্য—ভায়ের সর্ব্বনাশ কর্‌তে মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি, এসেছি আমার জন্মভূমির কল্যাণসাধনে আর স্বদেশবাসীর মঙ্গল কামনায়। আমার পূজনীয় অগ্রজ হ'লেও, এই অবন্তীর মাটিতে আমার কি জন্ম হয়নি? আমার কি কর্ত্তব্য নয় আপনার স্বার্থেসুখে বলিদান দিয়ে এই রাজ্যের মঙ্গল কামনা করা?

ইন্দ্র। সত্য বল্‌ছো বীরেন্দ্র, তুচ্ছ রাজসিংহাসনের জন্য কেতনলাল এতখানি উন্মাদ হ'য়ে পড়েছে? এমন কি তার মনুষ্যত্বটুকুও হারাতে বসেছে? তাই যদি হয়, সত্যই যদি তার অবন্তীর সিংহাসনলাভের আকুল পিপাসা জেগে থাকে, তাকে ডেকে আন, আমি সানন্দে তার হাতে রাজ্যভার তুলে দিচ্ছি.

বীরেন্দ্র। না মহারাজ, অমন কাজ কর্‌বেন না। একজন অবিবেকী—জ্ঞানহীন স্বার্থপরের হাতে অবন্তীর নরনারীর শুভাশুভটুকু তুলে দেবেন না। তার নির্ম্মমতার অত্যাচারে—উৎপীড়নের কশাঘাতে অবন্তীর প্রকৃতিপুঞ্জ আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদবে। আপনি রাজা, আপনার প্রিয়তম প্রজাদের রক্ষা কর্‌তে শাসনদণ্ড তুলে ধরুন। রাজ্যের কাল ধূমকেতুকে শাস্তি দিন।

মণিমালার প্রবেশ

মণি। শান্তি দিন মহারাজ,
শান্তি দিন দুর্ম্মতি পামরে া
নতুবা যে রাজ্য তব
যাবে ছারখারে। প্রজার সে
আর্ত্তনাদে ভ'রে যাবে
অবন্তীর আকাশ বাতাস ;
কলঙ্ক ঘোষিবে তব অসীম সংসার।

ইন্দ্র। রাণি! রাণি! কহিতেছ কিবা ?
সত্যই কি কেতন আমার
রাজ্য হেতু সেজেছে পিশাচ ?
না—না, এখনো যে হয় না বিশ্বাস।
যাহারে বুকের স্নেহ
আশৈশব দিয়াছি বিলায়ে,
যাহারে দিয়াছি রাণি সৈন্যাপত্য পদ,
যাহার করেতে দিয়ে
রাজ্যের শাসন দণ্ড
নিশ্চিন্তে কাটাই কাল,
আজি হায়, একি শুনি
ঘৃণ্য আচরণ তার!
ওগো দয়াময়! একি তব
বিচার মহিমা। এ জীবনে
তব পাশে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে
করি নাই কোন অপরাধ।

তবে কেন হে দয়াল,
আমার শান্তির দুর্গ করিতে বিচূর্ণ
কেন তব এত আয়োজন ?
অকিঞ্চন অভাজন আমি—
তোমারি চরণতলে প্রতিদিন
পুষ্পাঞ্জলি দানি' মাগি তব
করুণা অভয়। তবে কেন আজি
অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিছ আমায় ?

মণি। দাও রাজা, দণ্ড দাও তারে।
স্নেহেতে কাতর হ'য়ে
সর্ব্বনাশ ক'রো না রাজ্যের।
এখনো সময় আছে, নতুবা যে
পাবে না সময়।
তোমার নন্দনবনে
উঠিবে তুমুল ঝড়,
স্বর্ণময় মায়ের মন্দিরে
মরণের বাজিবে দুন্দুভি,
ব'য়ে যাবে শোণিত-সাগর,
রোদনের উঠিবে ঝঙ্কার।

ইন্দ্র। যাও বীরেন্দ্র ! ডেকে আন ত্বরা
কেতনলালেরে হেথা।

সশস্ত্র কেতনলালের প্রবেশ

কেতন। ডাকিবার নাহি প্রয়োজন,
স্ব-ইচ্ছায় এসেছে কেতন ;

কহ রাজা, কিবা আজ্ঞা
অধমের প্রতি ?

ইন্দ্র। একি ! একি হেরি আজ ?
দারুণ সংশয় প্রাণে জাগে
অনিবার। কেতন ! কেতন !

কেতন। মহারাজ ! মহারাজ !

ইন্দ্র। রাণি ! বীরেন্দ্র ! ভুলবশে
সুনিশ্চয় অভিযোগ আনিয়াছ
তোমরা দুজনে। ছিঃ-ছিঃ !
করিয়াছ কি ? কেতন !
শুনিলাম তুমি নাকি
অবন্তীর সিংহাসন করিতে গ্রহণ
করেছ মনন ? তাই যদি সত্য হয়,
ধর তবে সুবর্ণ-মুকুট
ব'সো সেই সিংহাসনে।
অম্লানবদনে আমি করিব প্রদান।

কেতন। মহারাজ ! একি তব জেগেছে সন্দেহ
মোর প্রতি ? আমি তব দাস,
তব অন্নে তব স্নেহে হয়েছি পালিত,
তুমিই দিয়েছ মোরে উচ্চাসন
অনন্ত বিশ্বাসে গুণমুগ্ধ হ'য়ে।
আর আমি আজি
তুচ্ছ সিংহাসন হেতু
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন
সাজিব পিশাচ ! ধিক—ধিক মোর

সেই সিংহাসনে ! এই তব স্পর্শিয়া চরণ
কহি বারবার, অন্তরে আমার
জাগে নাই কোন দিন
রাজ্যের পিপাসা।
মোর প্রতি হয় যদি সন্দেহ তোমার,
দাও হে বিদায় মোরে—
চ'লে যাই ছাড়িয়া অবন্তী
জনমের মত।

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কেতন! কেতন! বুকে এস মোর।
কে বলেরে রাজ্যলোভী তুমি।
তুমি মোর শক্তি বল সহায় সম্পদ
অবন্তী-রক্ষক। আশীর্ব্বাদ
কার প্রিয়তম! এই ভাবে
চিরদিন থাকে যেন মহত্ত্ব তোমার।
এই ভাবে হয় যেন
চরিত্র বিকাশ তব।
দশ ও দেশের কল্যাণে
কর্ম্ম যেন চিরদিন থাকে সঞ্জীবিত।
শোন রাণি! শোনরে বীরেন্দ্র
পুনরায় নাহি যেন শুনি
এইরূপ গর্হিত বচন।
মিথ্যা অপবাদ দানিও না
দেবতার নামে।

(প্রস্থান)

মণি। মহারাজ! নহে মিথ্যা,
একদিন পাইবে প্রমাণ তার।

(প্রস্থান)

কেতন। দাঁড়াও বীরেন্দ্র! কহ সত্য,
কিবা অভিযোগ আনিয়াছ
মোর প্রতি রাজার সকাশে?

বীরেন্দ্র। সত্য অভিযোগ করিয়াছি
নৃপতি সকাশে দাদা!

কেতন। কিবা সত্য অভিযোগ
কহরে দুর্ম্মতি!

বীরেন্দ্র। রাজার অনিষ্ট তরে
করিতেছ আয়োজন তুমি।
তাই আজি সেই কথা
জানায়েছি মহারাজে আজ।

কেতন। বটে! স্নেহের অনুজ হ'য়ে
চাহ তুমি জ্যেষ্ঠের অনিষ্ট?
শোন্—শোন্ মূর্খ!
চাহ যদি জীবন তোমার,
চাহ যদি সৌভাগ্য তোমার,
নীরবে আমার সহ কর যোগদান;
নতুবা—

বীরেন্দ্র। নতুবা কি দাদা?

কেতন। নতুবা তোমার পরিণাম
হবে অতীব ভীষণ।
মনে রেখো, আমি জ্যেষ্ঠ তব,

কর যদি মোর আজ্ঞা হেলা,
কঠিন—কঠিন শাস্তি দানিব তোমারে।

বীরেন্দ্র। ধর্ম্মহীন আদেশ তোমার
চিরদিন পালিতে অক্ষম
অনুজ বীরেন্দ্র। হায় দাদা!
এ কি তব প্রবৃত্তি-বিকাশ?
অনন্ত বিশ্বাস-পথে
স্বার্থের কণ্টকে পূর্ণ করিবারে সাধ?
ছলনার দেখাইয়া অভিনয়
সরল রাজারে, সর্ব্বনাশ
করিবে তাহার? ইহাই কি
যোগ্য প্রতিদান?

কেতন। স্তব্ধ হও! স্তব্ধ হও!
করহ স্বীকার মোর আজ্ঞামত
হইবে চালিত তুমি?

বীরেন্দ্র। জীবন থাকিতে নয়। পূজনীয়
জ্যেষ্ঠ তুমি, তব আজ্ঞা
পালিবার কর্ত্তব্য আমায়।
তবু কহি বারবার—
যে আজ্ঞা অন্যায়—অধর্ম্ম,
সে আজ্ঞা পালিবে না বীরেন্দ্র কখনো।
হয় যদি প্রয়োজন
দাঁড়াইতে বিরুদ্ধে তাহার,
সদর্পে দাঁড়াবো আমি।
তবু অগ্রজ ভাবিয়া—

কর্ত্তব্য ভাবিয়া—
পিশাচের মনোবৃত্তি করিয়া আশ্রয়
মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন কভু নাহি দিব।

(প্রস্থান)

কেতন। উত্তম! উত্তম! দেখিব কেমন তুমি
হও শক্তিমান্। পলকে বিচূর্ণ করি
অহঙ্কার তব, দেখাইব
কত শক্তি বাহুতে আমার।
মহারাণি! তোমারও নাহিক নিস্তার।
মনে রেখো, একদিন
কেতনের রুদ্র রোষানলে
ভস্মীভূত হবে তব নন্দন-কানন।
চাই—চাই মোর অবন্তীর সিংহাসন—
প্রতিজ্ঞা আমার।

(প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম

চন্দ্রহংস উপবিষ্ট; সেবাদাসীগণ গাহিতেছিল।

সেবাদাসীগণ। **গীত**

তুমি আমাদের ভজন-সাধন,
তুমি আমাদের কর্ণধার।
আমরা তোমার সেবাদাসী,
তোমায় বড় ভালবাসি,
আমাদের প্রেম দিও হে প্রেমের ঠাকুর,
ভাবনা কিবা আর ॥
তোমার তরে আমরা পাগলিনী,
তাই সারা রজনী
তোমার সনে কতই খেলি রংবাহার ॥

চন্দ্র। ওহো-হো-হো! মানময়ী প্রেমময়ীগণ! আমি তোমাদের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা এখন বিশ্রাম করগে। নিশা সমাগমে স্ব-স্ব নিকুঞ্জে প্রেমময়ের দর্শন লাভ ঘটবে।

১ম সেবাদাসী। দেখ্‌বেন প্রেমময়, আমাদের যেন রাত জাগা সার হয় না।

(সকলের প্রস্থান)

চন্দ্র। ওহো-হো-হোঃ! ভক্তিমন্ত্রীগণ, তোমাদের অভিলাষ আমি নিশ্চয় পূর্ণ কর্‌বো। কন্দর্প! কন্দর্প!

সুরাপাত্রহস্তে কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। আজ্ঞে, যাই গুরুদেব! (স্বগতঃ) আহা-হা, কি গুরুদেব পেয়েছি আমি! একবারে আমার নামটা পাল্‌টে গেল। ভাগ্যি বাড়ী থেকে রাগ ক'রে এসেছিলাম। বেশ আছি বাবা, ভাবনা নেই, চিন্তে নেই। মুহুর্মুহুঃ আহার—ইচ্ছামত বিহার—ইচ্ছামত নিদ্রা। আর দুটী বেলা গুরুদেবের প্রসাদ মেটে চচ্চড়ি—দু এক পাত্র ইনি। আহা-হা-হা, গুরুদেব আমার সাক্ষাৎ পরমহংস!

চন্দ্র। কি ভাব্‌ছো কন্দর্প? সুধা দাও বৎস!

কন্দর্প। এই নিন, ধরুন—ধরুন। (সুরা প্রদান করিল, চন্দ্রহংস পান করিল।) আজ্ঞে ও কিছুই ভাবিনি। ভাব্‌ছি কেবল, আমার হ'লো কি! আমি কি ছিলাম আর কি হ'লাম। প্রভু! প্রভু! অধমের কি সত্য সত্যই স্বর্গবাস হবে না ভাগাড়ে প'ড়ে শেয়াল কুকুরের পেট ভরাবে?

চন্দ্র। ভয় নাই ভক্ত! আমি তোমায় সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। তবে এই ভাবে প্রতিদিন আমার সেবা কর্‌বে। আচ্ছা, বল্‌তে পার কন্দর্প, মহারাজ আমায় কি সন্দেহের চক্ষে দেখেন?

কন্দর্প। রাধেশ্যাম! মহারাজ আপনাকে বড় ভক্তি করেন প্রভু! আহা, আপনার নাম শুনে বড়ই উতলা হ'য়ে পড়েছেন। শীগ্‌গীর আপনার চরণদর্শন কর্‌তে আস্‌বেন।

চন্দ্র। সাবধান কন্দর্প! মহারাজের সামনে যেন সুরার পাত্র বার ক'রে ফেল না।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে! আচ্ছা কাজ পেয়েছি বাবা! আর

ঘরে যাচ্ছিনে। দেখি না তারা জব্দ হয় কি না! কেবলই বলে বেরিয়ে যাও।

চন্দ্র। কে তোমায় বেরিয়ে যেতে বলে ভক্ত?

কন্দর্প। আজ্ঞে প্রভু, সে দুঃখের কথা আর বল্‌বেন না। ঘরে আমার স্ত্রী বলে বেরিয়ে যাও—ছেলে বলে বেরিয়ে যাও—মেয়ে বলে বেরিয়ে যাও। বলুন তো, সব সময় ওই রকম বল্‌লে মানুষ কতক্ষণ ঘরে থাক্‌তে পারে! তাই ঘর ছেড়ে সটাং আপনার কাছে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি! সংসারটার ওপর আমার ঘেন্না এসেছে গুরুদেব! ইচ্ছে হ'চ্ছে মিছিমিছি একবার ম'রে যাই।

চন্দ্র। যাক্, তার জন্যে তুমি দুঃখিত হ'য়ো না বৎস! প্রভুর কৃপায় সব দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে। প্রভু তোমায় অতুল ঐশ্বর্য্য দান কর্‌বেন!

কন্দর্প। য়্যাঁ, বলেন কি প্রভু! দিন—দিন বেশী ক'রে আমায় পায়ের ধূলো দিন। ওহো-হো-হো! প্রভু আমার সাক্ষাৎ অবতার।

চন্দ্র। ওরে ভক্ত, সংসারে মূঢ়গণ আমায় চিন্‌তে পারে না। প্রভু নিত্যানন্দ যে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। সর্ব্বদাই আমায় বাঁশরী শোনান। যাক্ এখন একটু আনন্দ কর ভক্ত!

কন্দর্প। বলুন কি ক'রে আনন্দ কর্‌তে হবে? সেবাদাসীগণকে কি আবার ডাক্‌বো!

চন্দ্র। না বৎস, তারা আমায় আনন্দ দান ক'রে বিশ্রাম কর্‌তে গেছে।

কন্দর্প। তবে? আর একটু দেবো?

চন্দ্র। দেবে? দাও। (কন্দর্প সুরা দিল; চন্দ্রহংস পান করিল।) আঃ! দেখ বৎস, প্রেমময়ী হরিদাসীকে একবার ডেকে দিতে পার? অহো, সত্যই সে সুরসিকা।

কন্দর্প। আজ্ঞে, তা যা বলেছেন। আচ্ছা, একটু বসুন, আমি

সুন্দরীকে ডেকে আন্‌ছি। বেশ আছি বাবা—বেড়ে কাজ মিলেছে। গুরুদেবের কৃপায় আহার ওষুধ বেশ হ'চ্ছে।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। ইন্দ্রদ্যুম্ন হ'তে মর্ত্ত্যধামে
ভগবান্ দারুব্রহ্ম জগন্নাথ নামে
হইবে প্রকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কিন্তু তাহা হবে না কখনো।

কেতনের প্রবেশ

কেতন। প্রণাম চরণে গুরু!

চন্দ্র। এস—এস সেনাপতি!
কুশল তো সব?
মোর কথা মত
করিয়াছ আয়োজন?

কেতন। সকলেই মোর সহ চাহে
যোগ দিতে। কিন্তু দেব,
কনিষ্ঠ আমার নাহি চায়
মোর সনে মিলিতে গোপনে।
বহুবার বুঝাইনু তারে,
দেখাইনু ভয়, তবু তার
না হ'লো চৈতন্য।

চন্দ্র। বটে! আচ্ছা, একটী কৌশলে
দম্ভ চূর্ণ হইবে তাহার।
তাহ'লে বিলম্ব না করি আর
বন্দী কর ইন্দ্রদ্যুম্নে পত্নীপুত্রসহ।

কেতন। তারপর অবন্তীর সিংহাসন
হইবে আমার ?

চন্দ্র। সুনিশ্চয়। ভয় নাই!
আছে অনন্ত শকতি,
প্রয়োজন হ'লে পরিচয়
পাইবে তাহার। হাঁ, মহারাজ
করেছে কি সন্দেহ তোমায় ?

কেতন। হয়েছিল ক্ষণিক সন্দেহ,
কিন্তু মিথ্যা অভিনয়ে ভুলায়েছি তারে।
আশীর্ব্বাদ কর গুরু,
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম।

চন্দ্র। পূর্ণ তব হবে মনস্কাম।

গীতকণ্ঠে প্রসাদের প্রবেশ।

প্রসাদ। গীত

তরী ডুব্‌বে অগাধ জলে।
পরের মন্দ করে যারা কুফল তাদের ফলে॥
পাপ কখনো হয় না জয়ী, চতুর্যুগের সত্য বাণী,
ধর্ম্মরাজার জয় চিরকাল মিথ্যা এসব হানাহানি,
তুমি এই বেলা ভাই স'রে পড়,
সত্য যাহা আঁকড়ে ধর,
পার হবে ওই অসীম সাগর ধর্ম্মরাজার বলে॥

(প্রস্থান)

কেতন। প্রসাদ ! এখানেও তুমি ?
ফিরাইতে উন্মত্ত লালসা মোর
ছায়াসম ঘুরিছ পশ্চাতে !
কিন্তু কে শুনিবে উপদেশ তব ?
কে পালিবে আদেশ তোমার ?

চন্দ্র। মিথ্যা ওই বিকৃতের প্রলাপ উচ্ছ্বাসে
আশাভঙ্গ ক'রো না সুধীর !
স্থিরভাবে মোর আজ্ঞামত
কর কর্ম্ম, ফলিবে সুফল।

হরিদাসী সহ কন্দর্পের প্রবেশ।

কন্দর্প। আজ্ঞে, সে কথা আর বল্‌তে ? আপনার আজ্ঞামত চল্‌লে সুফল—শ্রীফল—মোক্ষফল, সব ফলই লাভ হবে। হে-হে-হে, সেনাপতি মশায়ও এসে পড়েছেন। আর শ্রীমতী অত্যন্ত ভক্তিশীলা সুরসিকা—সুবদনিকা—সুগায়িকা—সুনাচনিকা হরিদাসীর আবির্ভাব। গুরুদেব ! তাহ'লে হড়্‌ হড়্‌ ক'রে ঢালি ? ধরুন—ধরুন ! (সকলকে মদ্য দান) চল্‌বে নাকি সুন্দরী ? এর কাছে গুরু-শিষ্য নেই—বাপ-বেটা নেই—দাদা-ভাই নেই। এক সঙ্গে এর উপাসনা কর্‌তে হয়। চল্‌বে নাকি ?

চন্দ্র। দাও—দাও, আদর্শ প্রেমময়ীকে প্রচুরভাবে দাও। ওহো-হো-হো ! হরিদাসি ! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

কন্দর্প। আর বল্‌বেন না গুরুদেব ! হরিদাসীর কুটীর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, শ্রীমতী দরোজা বন্ধ ক'রে ভয়ানক নাসিকা-গর্জ্জনসহ নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম—বোধ হয় কোন সিংহ-ব্যাঘ্র গর্জ্জন কর্‌ছে। তারপর অনেকক্ষণ চিন্তার পর বুঝ্‌লাম শ্রীমতীর নাসিকাগর্জ্জন। বাপ্‌ ! অনেক ডাকাডাকির পর কে গা ব'লে

শ্রীমতী দরোজা খুল্‌লেন। তারপর শ্রীমতীকে কোলে ক'রে না নিয়েই ভোঁ-দৌড়! আশ্রমের দরোজায় এসে তবে নামিয়েছি।

চন্দ্র। ওহো-হো, কন্দর্প! শ্রীমতীর প্রতি তোমারও অসীম ভক্তি! শীঘ্রই তুমি শ্রীমতীর করুণা লাভ কর্‌বে।

কন্দর্প। প্রভু, যথেষ্ট হয়েছে! শ্রীমতীর করুণা লাভ ক'রে আর কাজ নেই। এক শ্রীমতীর করুণায় বুড়ো বয়েসে ঘর ছেড়ে আস্‌তে হয়েছে, আবার শ্রীমতীর করুণায় কি বনবাসে যাবো?

চন্দ্র। যাক্, শ্রীমতি! এইবার একটু দুশ্চিন্তানাশিনী শক্তিরসসিন্ধু পান ক'রে—

কন্দর্প। বেশ ক'রে ধূলো উড়িয়ে দাও—আমরা সব কানা হ'য়ে যাই!

হরিদাসী। দেখুন ঠাকুর! আমার কি আর সেদিন আছে? এখন ওসব খেলে অম্বল হয়—গলাও প'ড়ে গেছে—বাতেও ধরেছে। আমি কি এখন সে হরিদাসী আছি ঠাকুর! বয়েস-কালে সবই ছিল।

হরিদাসী।　　　গীত

আমার বয়েস-কালে সবই ছিল,
এখন কিছুই নাই।
ছিল আমার রূপ কি তখন,
এমনি ধারা মাজার দোলন,
ওরে আমার প্রাণ কানাই॥
তখন নয়না হেনে প্রেমিক জনে
খাইয়ে দিতাম সাত সাগরের জল—

পড়্‌তো আমার ফাঁদে যেজন
থাক্‌তো কাছে সর্ব্বদাই।
ভাব্‌লে সে সব প্রাণ ফেটে যায়
সেদিন এখন কোথায় পাই ॥

চন্দ্র। ভয় নেই—ভয় নেই সুন্দরি! আমি যোগশক্তির বলে তোমায় চির নবযৌবনসম্পন্না ক'রে ফেল্‌বো। তবে তুমি প্রতিদিন প্রভুর মন্দিরে আস্‌বে, প্রভুকে নৃত্যগীত শোনাবে।

কন্দর্প। আর কদম্ববনে গিয়ে প্রভুর সঙ্গে কদম্বকেলি কর্‌বে।

চন্দ্র। চুপ কর ভক্ত!

কেতন। (স্বগত) একি! ইহাই কি সাধুর আশ্রম!
একি ঘৃণ্য আচরণ হেরি হেথাকার!
গুরু বলি যারে করিনু স্বীকার,
একি তার ব্যবহার!
তবে কেবা ওই মুর্ত্তিমান্
মানব আকারে? না—না।
একি স্বপ্ন না সত্য?

চন্দ্র। কন্দর্প! তুমি এখন হরিদাসীকে আমার বিশ্রামাগারে রেখে এস। শ্রীমতী ক্ষণকাল সেখানে বিশ্রাম করুক্।

কন্দর্প। প্রভু! আমিও তাহ'লে ক্ষণকাল সেইখানে বিশ্রাম করিগে?

চন্দ্র। না, তুমি সেখানে থাক্‌বে না। তাহ'লে শ্রীমতীর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘট্‌বে। তুমি এখনি চ'লে আস্‌বে।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে, বুঝ্‌তে পেরেছি। চল—চল সুন্দরি! তুমি নাক ডাকাবে চল, আমিও মশা তাড়িয়ে মরিগে।

হরিদাসী। এস ঠাকুর !

(হরিদাসী সহ কন্দর্পের প্রস্থান)

চন্দ্র। শোন শিষ্য, যে কোন কৌশলে
মহারাজে ল'য়ে এস হেথা,
বন্দী আমি করিব তাহারে।
তারপর রাজপুরী অবরুদ্ধ করি
বন্দী কর রাণী ও রাজার তনয়ে।
হ্যাঁ, তার পূর্ব্বে চাই তব
অনুজের ছিন্ন শির।

কেতন। গুরুদেব !

চন্দ্র। আমার আদেশ। নতুবা যে
আশা পূর্ণ হবে না তোমার।
ওই হের অদূরে সৌভাগ্যলক্ষ্মী
রয়েছে দাঁড়ায়ে।

(প্রস্থান)

কেতন। বাঃ! বাঃ! সত্যই তো!
ওই যে সৌভাগ্যদেবী
আসিতেছে দিতে মোরে
সৌভাগ্যের অনন্ত সম্ভার।
দাও—দাও, আমি যে প্রয়াসী—

(প্রস্থানোদ্যত)

নীলিমার প্রবেশ

নীলিমা। স্বামি! (পদধারণ)

কেতন। একি! নীলিমা তুমি এখানে? কেন—কি জন্য এখানে এসেছ?

নীলিমা। এসেছি আমার বিপথগামী স্বামীকে ফেরাতে! এসেছি আমার জীবনের সুখ-শান্তিকে চির অচল রাখ্‌তে! ওগো, আমার কথা শোন! মানুষ তুমি—পশুবৃত্তি ত্যাগ কর। ক্ষণিক স্বার্থের উন্মাদনায় মানবজীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত সম্পদকে নরকজ্বালায় জ্বালিয়ে তুলো না।

কেতন। ছেড়ে দাও—পা ছেড়ে দাও নীলিমা! এখনো তুমি আমার সঙ্গে বিদ্রোহিতা কর্‌তে চাও? জান, আমি তোমার স্বামী?

নীলিমা। তা জানি ব'লেই তো যথার্থ জীবনসঙ্গিনীর অধিকার নিয়ে তোমার বিবেকহীন জীবন-পথে জ্ঞানের আলোক তুলে ধর্‌তে এসেছি! তুমি ফিরে এস—ধর্ম্মের জয় যে চিরকাল।

কেতন। আরে আরে স্বামী-বিদ্রোহিনি!
ধর্—ধর্ তবে উপযুক্ত পুরস্কার।

(পদাঘাত করতঃ প্রস্থান)

নীলিমা। (পতিত হইয়া) উঃ! স্বামী—

চন্দ্রহংস ও অনুচরের প্রবেশ

চন্দ্র। ওর চোখ মুখ বেঁধে আশ্রমের ভেতরে নিয়ে আয়।

(প্রস্থান)

(মূর্চ্ছিতা নীলিমার চোখ মুখ বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া অনুচরের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

মণিমালার হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে
সুমঙ্গলের প্রবেশ

সুমঙ্গল। গীত

মাগো, কবে আমি পাবো দেখা তাঁর।
উতল হয়েছে পরাণ আমার
কবে সে আসিবে প্রেমাধার ॥
মন্দিরে বসি নিত্য যে ডাকি, তবু তাঁর সাড়া নাই,
বাজে না মুরলী সুরভি ছড়ায়ে ফিরি মা কাঁদিয়া তাই ;
আশার প্রদীপ নিভে যায় মাগো
আসে যে নিবিড় অন্ধকার ॥

মণি। শীঘ্রই তিনি আস্‌বেন। শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবে সুমঙ্গল! তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা কখনো অপূর্ণ রাখেন না। তোমার প্রতিদিনের কামনাটুকু তাঁকে জানিও, তাহ'লেই তাঁর দর্শন পাবে।

সুমঙ্গল। আচ্ছা মা!

(প্রস্থান)

মণি। কেউ কি এত শীঘ্র ভগবানকে দেখ্‌তে পায়? বহু পুণ্যের সঞ্চার না হ'লে—প্রকৃত ত্যাগের পথে না এলে কেউ কখনো তাঁর ষড়ৈশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। চেয়ে দেখ্‌ অবোধ! তাঁকে দেখ্‌বার জন্য কোটীকল্প ধ'রে কত যোগী ঋষি কি কঠোর সাধনায় প্রকৃতির

অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য কর্‌ছে! তবু কি তারা সহজে ভগবানকে দেখ্‌তে পাচ্ছে!

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্র। রাণি! রাণি!

মণি। কেন রাজা, এত ব্যস্ত কেন?

ইন্দ্র। দেখেছি স্বপন এক গভীর নিশায়।
দয়াল শ্রীহরি দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর
কহিলেন—"ইন্দ্রদ্যুম্ন! ইন্দ্রদ্যুম্ন!
প্রিয় ভক্ত মোর! আশা তব
হইবে পূরণ। তব হেতু ধরাধামে
হবে মোর নব অবতার।"
রাণি! সত্য কি হইবে স্বপন?
মিলিবে কি শ্রীহরিদর্শন, শ্রীহরিচরণ।
বেলা ব'য়ে যায়—
অস্তমিত প্রায় জীবন-ভাস্কর।
সায়াহ্নের গোধূলি লগনে
আশা পূর্ণ হবে কি আমার?

গীতকণ্ঠে প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ। গীত

ওই যে প্রকৃতি সাজায় অর্ঘ্য
বাতাসেতে বাজে বেণু।
শিশির ধোয়ায় পথখানি তার
কুসুমে ছড়ায় রেণু॥

বিহগী তুলিছে আগমনী তান,
পুলকে তটিনী বহিছে উজান,
নব সাজে আজ সেজেছে বিশ্ব,
উদিত নবীন ভানু ;
নব শিহরণে শিহরিত আজি
অণু হ'তে পরমাণু ॥

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। স্বপ্ন যেন সত্য হয় মোর ।
পাই যেন দেখিবারে পরম দুর্লভে ।

রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। রাণীমা !

মণি। কি চাও পুরীরক্ষক ?

রক্ষী। আপনার নামীয় একখানা পত্র—

মণি। কোথায় পেলে ?

রক্ষী। একজন লোক চুপি চুপি অন্ধকারে রাজপুরী প্রবেশ কর্ছিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধর্লাম,—তার কাছ থেকে এই পত্রখানা পেলাম। লোকটা এমনি কৌশলী যে, আমার চক্ষে ধূলি দিয়ে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

মণি। দেখি—দাও। (পত্র লইয়া) আচ্ছা, তুমি যাও।

(রক্ষীর প্রস্থান)

ইন্দ্র। পাঠ কর রাণি, পাঠ কর। কে তোমায় পত্র দিলে ?

মণি। (পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠ করতঃ দূরে ফেলিয়া দিয়া) তবে কি জগতে সত্য নাই—ধর্ম্ম নাই ? কাকেও বিশ্বাস করা চল্বে না ?

ইন্দ্র। কহ রাণি, কি হইল ?
কে লিখিল ? কিবা লেখা
আছে পত্রে কহ শীঘ্র মোরে।

মণি। পাঠ কর—পাঠ কর রাজা,
আর ভাল ক'রে চেয়ে দেখ
স্বাক্ষর কাহার ! (পত্র দিল)

ইন্দ্র। (পত্র পাঠ করিয়া ফেলিয়া দিয়া)
য়ঁ্যা, একি ! সত্যই কি সংসার নরক !
বীরেন্দ্রের স্বাক্ষরিত পত্র।
সে যে তোমারি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে
তব সঙ্গে চাহে তার হৃদি-বিনিময়।
ছিঃ-ছিঃ ! একি তার জঘন্য প্রস্তাব !
মাতা-পুত্র সম্বন্ধ যেখানে,
সেখানে যদ্যপি হয় হেন আচরণ,
তাহ'লে সৃষ্টির নিয়মতন্ত্র
কতক্ষণ রহিবে অচল ?
হবে নাকি বজ্রপাত প্রলয়-প্লাবন,
হবে নাকি ভূকম্পন, অগ্নি উদ্গীরণ ?
নরক ! নরক ! সৃষ্টি আজ
জীবন্ত নরক !

মণি। এ কি ঘৃণ্য আচরণ তার !
সত্যই কি স্বাক্ষরিত পত্র তার ?
না—না, নহে মিথ্যা,
সত্যই তো তার হস্তাক্ষর।
বীরেন্দ্র ! বীরেন্দ্র !

হেন হীন আশা হৃদয়ে পোষণ করি
রেখেছিলে ছলনার অভিনয়ে
ভুলায়ে আমারে ? ধিক ! ধিক !
শত ধিক কামনায় তব,
শত ধিক জীবনে তোমার !
মাতা বলি যবে ডেকেছ আমারে,
সেই দিন হ'তে খুলে দিয়ে
মাতৃ-দুর্গদ্বার
অবাধ প্রবেশ-পথ দিয়েছি তোমায়।
আর দিয়েছি মায়ের মত
অন্তরের আশীর্ব্বাদটুকু
শিরেতে ঢালিয়া তব।
হায় ভ্রান্ত, ইহাই কি হয় তার
যোগ্য প্রতিদান ?
মা ডাকায় থাকে যদি
এত তীব্র বিষ—
তাহ'লে জগতের কোন মাতা
কোন পুত্রে দেবে আশীর্ব্বাদ ?

ইন্দ্র। অধর্ম্মে ভরেছে বিশ্ব,
পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা।
মনে হয় প্রলয়ের দেরী
বেশী নাই। প্রলয় পয়োধিনীরে
নিমজ্জিত হবে রাণি, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
রহিবে না ধর্ম্মের অর্চ্চনা।

মণি। কি করি এখন, কি কর্ত্তব্য

আমার এখন ?
জ্বলে হৃদি মোর ; মনে হয়,
এই দণ্ডে শাণিত কৃপাণে
ছিন্ন করি মস্তক তাহার !
কারে করি বিশ্বাস সংসারে ?
মাতৃ-সম্ভাষণে লুক্কায়িত
থাকে যদি এত তীব্র বিষ,
তাহ'লে এ বিধাতার রচিত ব্রহ্মাণ্ড
কতক্ষণ রহিবে অচল ?

ইন্দ্র। যাই রাণি, দেখি আমি
কোথা সেই লম্পট দুর্ম্মতি !
এতদিন মায়াজালে
মুগ্ধ করি রেখেছিল
তোমায় আমায়। কিন্তু হায়,
ধর্ম্মের বিচারে হয়েছে প্রকাশ তার
পাপের কল্পনা। যাই দেখি।

(প্রস্থান)

মণি। হায় বীরেন্দ্র ! জানিতাম
উদার মহান্ তুমি, দেবসম
চরিত্র তোমার। কিন্তু হায়,
একি তব দুর্নীতি আচার !
মা বলিয়া ডেকেছ আমারে,
আমিও দিয়াছি ঢেলে
প্রতিদানে তার অনন্ত আশিস্।
তবে আজ একি তব

হ'লো মতিভ্রম ? জানি না অজ্ঞান,
কাহার ছলায় মহত্ত্বের
দিয়ে বলিদান—
তুলে নিলে জগতের শত গ্লানি
সুনির্ম্মল জীবনের পথে।

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। মা মহারাণি!

মণি। (নীরব)

বীরেন্দ্র। মা মহারাণি!

মণি। কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক!
দূর হও—দূর হও সম্মুখ হইতে।
তব ওই পাপ মুখ দেখিব না আর।
আরে আরে দুরাচার স্বার্থপর!
একি তোর জঘন্য আচার ?
একি তোর প্রবৃত্তি-তাড়না।

বীরেন্দ্র। (ব্যাকুলভাবে) মা! মা!

মণি। চুপ্! চুপ্! মা বলিয়া সম্ভাষণ
করিও না আর।
মা নামে নাহিক আর মাধুর্য্য ধরায়।
বিষ! বিষ! তীব্র বিষ!
সৃষ্টি স্থিতি জ্ব'লে যাবে
নিঃশ্বাসে তাহার। বজ্রাঘাত
হইবে এখনি, ভূকম্পন
জলোচ্ছ্বাসে লয় হবে সৃষ্টিরাজ্য

জানিও দুর্ম্মতি! যাও—যাও,
দূর হও এখান হইতে।

বীরেন্দ্র। কহ মাতা, কোন্ অপরাধে
অপরাধী এ দীন সন্তান?
তাই আজি তার প্রতি
নিষ্ঠুর আচারে
বজ্রাঘাত হানিতেছ বুকে?
কহ গো জননি, কিবা দোষ
করেছে সন্তান?

মণি। কিবা দোষ করেছ দুর্ম্মতি,
নাহি কি স্মরণ?
পাঠ কর ওই পত্র,
এখনি বুঝিবে—
কি ভাবে নরকদ্বার উদ্‌ঘাটন করি
পুণ্যের সংসারে তুমি
জ্বেলেছ অনল। ধিক! ধিক!
শতধিক তোমায় বীরেন্দ্র!
ইচ্ছা হয়, এখনি তোমার বুকে
বসাইয়া শাণিত ছুরিকা
শেষ করি জীবন্ত পাপেরে।

বীরেন্দ্র। পত্র! দেখি দেখি! (গ্রহণ)

মণি। দেখ—দেখ, ভাল ক'রে দেখ,
কি ভাষা লিখেছ তাতে
প্রবৃত্তি-তাড়নে আত্মহারা হ'য়ে।

বীরেন্দ্র। (পত্রপাঠ করতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে) মা! মা!

মণি।　　মিলাও স্বাক্ষর—মিলাও স্বাক্ষর !

বীরেন্দ্র।　　না—না, এ পত্র নহেক আমার।

মণি।　　নহেক তোমার ?

বীরেন্দ্র।　　জননি গো, জাল পত্র ইহা।
সাক্ষী ওই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ,
সাক্ষী ওই ভগবান্,
নিষ্পাপ সন্তান তব নিষ্পাপ সন্তান।
জাগে নাই কোনদিন
অন্তর-নিভৃতে হেন ঘৃণ্য
কলুষ কল্পনা। আমি
যে সন্তান তব, মা বলিয়া
ডেকেছি তোমায়, লভিয়াছি
অযাচিত আশীর্ব্বাদ !
পথভ্রষ্ট হয় যদি দেব দিবাকর,
ধাতার নিয়মতন্ত্রে
ঘটে যদি কোন অনাচার,
তবু—তবু গো জননি !
স্পর্শি তব চরণ দুখানি—
কহিতেছি বারবার—তুমি মাতা,
আমি যে সন্তান।
জানি না কোন্ সে শত্রু
অলক্ষ্যে থাকিয়া বীরেন্দ্রের
এইভাবে করে সর্ব্বনাশ।

মণি।　　মিথ্যা—মিথ্যা, সব মিথ্যা।
নাহিকো বিশ্বাস কিছু সংসার মাঝারে।

সুস্পষ্ট যে হস্তাক্ষর তব।
কোন কথা চাহি না শুনিতে।
শীঘ্র যাও চ'লে, নতুবা—নতুবা
রাজদণ্ডে হইবে দণ্ডিত।

বীরেন্দ্র। মা! মা! একি মোর প্রাক্তনের ফল!
স্বর্গীয় সম্বন্ধ-পথে
কে ঢালিল তীব্র হলাহল?
ধর—ধর মাগো শাণিত ছুরিকা,
বক্ষখানি দিতেছি পাতিয়া,
দারুণ কলঙ্ক হ'তে বাঁচাও সন্তানে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। আরে আরে ঘৃণিত কুক্কুর!
কোন্ মুখে মাতা বলি
কর সম্ভাষণ? কে ভুলিবে আজি
অভিনয়ে তব? কে করিবে
বিশ্বাস তাহাতে?
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! জানিতাম
উচ্চমনা আদর্শ মানব তুমি,
কিন্তু আজি আমার সে সত্যের ধারণা
এই পত্র কেড়ে নিল একটী ইঙ্গিতে।
হায়, সংসারের একি রীতিনীতি!

বীরেন্দ্র। মহারাজ! নিষ্পাপ বীরেন্দ্র।
শত্রুর চক্রান্ত, জাল পত্র ইহা।

ইন্দ্র। না—না, নহে জাল পত্র।

এতদিনে পুণ্যের প্রভাবে
ব্যক্ত হ'লো অন্তরের অভিসন্ধি তব।
যাও, দূর হও। নির্ব্বাসন দণ্ড তব
বিচারে আমার।

বীরেন্দ্র। মহারাজ! মহারাজ!

ইন্দ্র। এই বিচার আমার। এস রাণি!

(মণিমালাসহ প্রস্থান)

বীরেন্দ্র! বাঃ! বাঃ! চমৎকার প্রাক্তনের ফল!
ভগবান্! একি কলঙ্কের বাণী
শুনিতে হইল? জননীর প্রতি
সন্তানের—ওঃ! ওঃ!
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।
নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসন!
যোগ্যদণ্ড মোর। ওগো দেবি,
জন্মভূমি অবন্তী আমার,
বিদায়—বিদায় দে মা এ দীন সন্তানে।
শত দীর্ণ হয় যে অন্তর
তোমার মন্দির হ'তে লইতে বিদায়।

(প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য

মাধব শর্ম্মার বাটী

বিমলা ও কুশীরামের প্রবেশ

বিমলা। হ্যাঁরে কুশো, কর্ত্তার কোন সন্ধান পেলি? মিন্সে কি সত্যি সত্যিই তবে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেল? হায়—হায়, কেন মর্‌তে বাড়ী থেকে চ'লে যেতে বলেছিলাম।

কুশী। কেন, তার জন্যে কি আটকাচ্ছে? ব্যাটা অসভ্যের চরম—ও আপদ গেছে মা—আপদ গেছে।

বিমলা। হ্যাঁরে, তুই বল্‌ছিস্ কি রে কুশী? যজমান-যাজকের কাজগুলো কর্‌বে কে? তুই তো সব শিখ্‌লিনে।

কুশী। কেন? কোন্‌টা আমি না জানি? দশকর্ম্ম সব শিখেছি। বাবা জান্‌তো কি? বাবার জন্যে কিছু আট্‌কাবে না।

বিমলা। একবার খোঁজ ক'রে দেখ্ বাবা। আহা, কোথায় ঘুরে মর্‌ছে। তবু সে দোষে গুণে ছিল রে—

কুশী। আমি ওসব খুঁজ্‌তে টুঁজ্‌তে পার্‌বো না। ভারী একটা বুড়ো বাবা গেছে, তার জন্যে আবার খোঁজাখুজি। যাই, আমার এখন অনেক কাজ আছে।

বিমলা। হ্যাঁরে, আজ যে যজমানদের লক্ষ্মীপূজো—তুই ভাত খেলি?

কুশী। বেশ বলেছ মা! সন্ধ্যেবেলা পর্য্যন্ত আমি না খেয়ে মরি আর কি? কেন, ভাত খেয়ে পূজো কর্‌তে দোষ কি? কত যজমান বাড়ী ঘুর্‌তে হবে বল তো? উপোস ক'রে ওসব করা যায়? খেয়ে-দেয়ে পূজো—আজকাল অনেক বামুনই ক'রে থাকে। বাবা, পেট ঠাণ্ডা তো জগৎ ঠাণ্ডা। (প্রস্থান)

বিমলা। ওমা, ভাত খেয়ে লক্ষ্মী পূজো কর্‌বে কি? ছেলের কথা শোনো। না, মিন্সে আমায় দয়ে মজালে। এইবার এলে হয়—কুলুক্ষেত্তর কর্‌বো। (প্রস্থান)

সন্ন্যাসীবেশী মাধবের প্রবেশ

মাধব। জয় হর হর শঙ্কর! বোম্ বোম্ শিব শম্ভু! একবারে ভোল্ ফিরিয়ে ফেলেছি বাবা! খাঁটী সন্ন্যাসী। অসার সংসার; সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসেছে। সংসারে আর থাক্‌ছি নে বাবা! তবে কি একবার দেখ্‌তে এলাম এরা সব কি কর্‌ছে। আমার জন্যে খুব কাঁদাকাটা কর্‌ছে না আনন্দে খুব খাওয়া-দাওয়া কর্‌ছে। তবে আমি কিন্তু আর সংসারে যাচ্ছিনে। খাঁটী সন্ন্যাসী। অসার সংসার! সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসেছে।

তামাক খাইতে খাইতে কুশীরামের প্রবেশ

কুশী। বাবা ব্যাটা বাড়ী থেকে গেছে, আপদ গেছে। ব্যাটা একদম আমায় নেশা কর্‌তে দিত না। এইবার কি রকম নেশা কর্‌তে ধরেছি বাবা! মদ, গাঁজা, গুলি, চণ্ডু, চরস, মায় তামাক দোক্তা। কোনটাই বাদ দেবো না। আজ হুঁকো ধ'রে বেশ পড়াৎ পড়াৎ টান মার্‌তে আরম্ভ করেছি। (তামাক খাইতে লাগিল)

গীত

বাবা গেছে আপদ গেছে—
এবার কর্‌বো নেশা বুক ঠুকে।
গাঁজা, গুলি, চণ্ডু, চরস, মদ (আমি)
সিদ্ধি আফিং খাবো সুখে॥

মাধব। জয় হর হর শঙ্কর! বোম্ বোম্ শিব শম্ভু!

কুশী। য়্যাঁ, একি! কে বাবা তুমি?

মাধব। আমি সাধু-সন্ন্যাসী। কিছু ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।

কুশী। তামাক-টামাক চলে বাবা? দেখ, চলে তো এক টান টেনে নাও। গাঁজা-টাঁজা কি আছে বাবা? এক আধ ছিলিম খাওয়াতে পারো?

মাধব। খুব খাওয়াবো বৎস! দেখ, তোমার মাকে ব'লে এসো, আজ সাধুবাবা আমাদের বাড়ীতে খাবে।

কুশী। বেশ তো! মাকে আর বল্‌তে হবে না। তুমি এখন একটু গাঁজা খাইয়ে দাও তো! বাবার জন্যে কিছু কর্‌তে পারা যেতো না মশায়!

মাধব। তোমার বাবার কি হয়েছে কুশীরাম?

কুশী। তুমি আমার নাম কি ক'রে জান্‌লে?

মাধব। আমরা সাধুপুরুষ, সব জান্‌তে পারি।

কুশী। য়্যাঁ, তাই নাকি?

মাধব। তোমার বাবা সংসার ত্যাগ ক'রে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছেন। তুমিও তোমার মা দুজনে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ। কেমন, মিলে যাচ্ছে কি না! তোমরা খুব খারাপ কাজ করেছ! বাবা তোমার মানুষ ছিলেন না।

কুশী। তা—যা বলেছ সাধুবাবা! বাবা আমার সত্যিই মানুষ ছিল না। অসভ্যের চরম ছিল। ভদ্রতা মোটেই জান্‌তো না. নিজে দস্তুরমত নেশা কর্‌তো, আমায় কিন্তু নেশা কর্‌তে দিতো না। খাঁটী বর্ব্বর ছিল।

মাধব। ছিঃ-ছিঃ! পিতৃনিন্দা মহাপাপ।
হেন কথা উচ্চারণ
করিও না মুখে;

মহাপাপে হইবে পতিত।
মুখে হবে বড় বড় ফোড়া।

কুশী। তা হোক্ মশায়! বাবা আমার একবারে হনুমান ছিল।

মাধব। (স্বগত) মনে হ'চ্ছে দিই একটী চড় বসিয়ে।

কুশী। আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও বাবা—আমি মাকে ডেকে আনি।

(প্রস্থান)

মাধব। ব্যাটার ভারী আনন্দ হয়েছে। কি রকম নেশা করতে আরম্ভ করেছে! কি রকম আমার নিন্দে কর্‌লে! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। গুরুদেব বলেছেন আমায় রাজা ক'রে দেবেন। দাঁড়াও, আগে রাজা হই, তারপর সব সোজা কর্‌বো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বলা বার কর্‌বো। কি ভয়ানক কথা বাবা! আমার সব, আর আমায় বলে কিনা বেরিয়ে যাও! সেই কথা শুনে সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসেছে। ওই যে দেবী আস্‌ছেন। জয় হর হর শঙ্কর! বোম্ বোম্ শিব শম্ভু!

বিমলা ও কুশীর প্রবেশ

কুশী। ওই দেখ্ মা সেই সাধুবাবা।

বিমলা। ওমা, সত্যিই তো! আমি মনে কর্‌লাম কুশীর কথা মিথ্যে।

কুশী। সাধুবাবা আজ আমাদের বাড়ী খাবে মা! আমি চল্‌লাম, কল্কেটা বোধ হয় নিভে গেল।

(প্রস্থান)

বিমলা। বেশ তো! পেন্নাম হই সাধুবাবা!

মাধব। শীগ্‌গীর তুমি পুত্রবতী হও।

বিমলা। সেকি সাধুবাবা, তুমি বল্‌ছো কি?

মাধব। শোন—শোন লো সুন্দরি!
কটূবাক্যে গৃহ হ'তে
তাড়ায়েছ স্বামীরে তোমার।
খুব অন্যায় কার্য্য করিয়াছ সতি!
স্বামী তব ছিলেন সত্যই দেবতা।
যাও, খোঁজ করি পায়ে ধরি
ল'য়ে এসো তারে।
সাধুবাক্য হবে না নিষ্ফল।
ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইবে তোমার।
ভুলেও কখনো তার
ক'রো না বাপান্ত।
কোমর বাঁধিয়া লাফাইয়া উঠি
সপাসপ্ মারিও না ঝাঁটা!
দিবারাত্র ভালবাসিবে তাহারে।
করিবে অত্যন্ত সেবা।
ভালমন্দ বিবিমতে খাওয়াইবে তারে।

বিমলা। সত্য বল্ছো সাধুবাবা, আবার স্বামী নিয়ে আমি ঘর করতে পাবো? আমি কি জান্তাম সাধুবাবা, তিনি সত্যি সত্যিই চ'লে যাবেন? তাঁরও একটু বদ্‌মাইসি ছিল, শুধু আমার দোষ নয়। কোন কাজ কর্ম্ম কর্‌তো না—বল্‌লেই বল্‌তো বাড়ী থেকে চ'লে যাবো।

মাধব। শোন—শোন লো সুন্দরি!
যা হবার হ'য়ে গেছে,
তার জন্য কিছুমাত্র হ'য়ো না দুঃখিত।
ল'য়ে এসো পায়ে ধ'রে স্বামীরে তোমার।
সাধুবাক্য হবে না নিষ্ফল।

বিমলা। তোমার বাক্যি যেন বেদবাক্যি হয় সাধুবাবা! এখন খাবে এসো। আর আমি কর্ত্তাকে কিছু বল্‌বো না।

মাধব। চল—চল ভক্তিময়ী! আহা, ধন্য তব
সতীত্ব গরিমা। জয় হর হর শঙ্কর!
শিব শম্ভু! শিব শম্ভু!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বিদ্যাপতির বাটী

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যা। একি স্বপ্ন দেখ্‌লাম আমি! এ স্বপ্ন কি আমার সত্যে পরিণত হবে? ভগবান্‌ যেন পাপী-তাপীর উদ্ধারমানসে নবলীলার প্রচারের জন্য ধরার বক্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন। সংসারের পাপী-তাপীর মুক্তিকল্পে সৃষ্টির বুকে এক মুক্তিতীর্থ প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। একি স্বপ্ন দেখ্‌লাম আমি!

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। আমিও যে গুরু এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেছি! এখনো পর্য্যন্ত যে সে স্বপ্নের স্মৃতি ভুল্‌তে পারছিনে।

বিদ্যা। কি স্বপ্ন দেখেছ মহারাজ?

ইন্দ্র। দেখেছি দেব, যেন আমার পূজা গ্রহণ করতে ভগবান্ নব-অবতার গ্রহণ করেছেন। সুমধুর বাঁশীর তানে বল্‌ছেন, আর ভয় নেই ইন্দ্রদ্যুম্ন, আমি তোমার পূজা গ্রহণ কর্‌বার জন্য নবরূপে অবতীর্ণ হয়েছি।

বিদ্যা। আমিও সেই স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ! আবার তিনি নবরূপে অবনীমণ্ডলে আস্‌ছেন। ওই যে তাঁর আগমনীর সুর প্রকৃতির বুকে বেজে উঠেছে। ধন্য তুমি ইন্দ্রদ্যুম্ন! আজ তোমারি জন্য ভারতের বুকে হবে এক পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা।

ইন্দ্র। সে সৌভাগ্য কি আমার হবে দেব? আমি কি সেই ভূভারহারী ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন কর্‌তে পার্‌বো?

বিদ্যা। নিশ্চয় পার্‌বে। তুমিই হবে রাজা, ভগবানের মুক্তিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উত্তরসাধক।

ইন্দ্র। মুক্তিক্ষেত্র? কোথায় সে মুক্তিক্ষেত্র গুরু? যেখানে গেলে আর থাক্‌বে না সংসারের জ্বালা—অশান্তির অনল উদ্গীরণ? সে স্থান কোথায় গুরু? কোথায় আছেন সেই ভগবান্—তাঁর অপূর্ব্ব মহিমা বিকাশ কর্‌বার জন্য?

গীতকণ্ঠে প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ। গীত

ঐ নীলাচলে সাগর-তীরে আছে সেথা ভগবান্।
নবলীলা প্রবর্ত্তনে শবরের গৃহে অধিষ্ঠান॥
বাজ্‌বে তাঁহার মধুর বাঁশী
ফুট্‌বে তাঁহার লীলা রাশি,
পুরুষোত্তম পুণ্যক্ষেত্রে শ্রীনীলমাধব নামে
কর্‌বেন করুণা দান॥

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। একি শুনি দৈববাণী গুরু!
একি শুনি আশার মুরলীধ্বনি!
মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীনীলমাধব—
বিরাজিত নীলাচলধামে!
প্রাণেতে জাগিল দেব অনন্ত পিপাসা,
কেমনে পাইব আমি দর্শন তাঁহার।
দিন চ'লে যায়,
কেমনে তাঁহার রূপ
নেহারি নয়নে, সার্থক করিব মোর
জনম-জীবন? জানি দেব,
অতীব দুর্গম সেই নীলাচল-পথ;
কেমনে সেথায় গিয়ে—
পাইব দর্শন তাঁর? কে যাইবে
জীবন সঙ্কট করি
সেই পথে সন্ধানে তাঁহার?

বিদ্যা। উদ্বেলিত হ'য়ো না রাজন্!
ভয় নাই! বিদ্যাপতি যাবে সেই
ভয়ঙ্কর দুর্গম পথেতে
সন্ধানে তাঁহার। কিছু কাল
রহ স্থির, আসিব ফিরিয়া হেথা;
পূর্ণ তব হবে মনস্কাম!

ইন্দ্র। হে গুরু! এ যে শুনি
অসম্ভব সঙ্কল্প তোমার।
জীবন বিপন্ন করি
কেমনে যাইবে সেই

বিপদসঙ্কুল অচেনার পথে ?
কাজ নেই গুরু! গুরুবধ
মহাপাপে হইব পতিত।

বিদ্যা। ভয় নাই রাজা! যাঁর পদপ্রান্তে
আজীবন ঢালিতেছি কামনার বারি,
যাঁহার চরণ দুটী করিয়াছি
জীবনে সম্বল,
সেই বিপদভঞ্জন নারায়ণ
হবেন সহায় মোর।
তাঁহারি কৃপায় অবহেলে
অবতীর্ণ হইব সাগর।

ইন্দ্র। তাই হোক্ দেব! পূর্ণ হোক্
বাসনা আমার।

(প্রস্থান)

বিদ্যা। ভগবান্! হইও সহায় মোর
নীলাচল-যাত্রাপথে,
মিনতি আমার।

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। প্রণাম চরণে গুরু! (প্রণাম)

বিদ্যা। একি! বীরেন্দ্র! তোমার আবার এ বেশ কেন? কেন তোমার এ বিষাদ-মুর্ত্তি!

বীরেন্দ্র। আমি মহারাজের আদেশে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছি আচার্য্য! অবন্তীর সমস্ত মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রে আজ চ'লে যাচ্ছি। তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি গুরু!

বিদ্যা। কেন তুমি মহারাজের আদেশে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছ বীরেন্দ্র ? আমি তো এর কিছুই জানি না !

বীরেন্দ্র। শত্রুর চক্রান্তে আমি অপরাধী দেব ! ষড়যন্ত্রকারীরা একখানি অশ্লীল জালপত্র—আমারি স্বাক্ষরিত সেই পত্রখানি মহারাণীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। মহারাজ সেই পত্রখানি পাঠ ক'রে আমায় দোষী সাব্যস্ত ক'রে নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ দেন। হায় গুরু, জান্‌তাম না সংসারটা এই রকম স্বার্থপর—অকৃতজ্ঞ। রাজ্যময় আমার কলঙ্কের ভেরী বেজে উঠেছে। আমি যে লজ্জায় ঘৃণায় এ মুখ কাউকে আর দেখাতে পাচ্ছিনে। অবন্তী যেন আমার কাছে আজ নরকের চেয়েও ভীষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর মুহূর্ত্ত এখানে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। আমায় বিদায় দাও গুরু !

বিদ্যা। কে সে শত্রু তোমার বীরেন্দ্র, যার চক্রান্তে জালপত্রের দ্বারা আজ তুমি নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছ ?

বীরেন্দ্র। সে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আর তার সহযোগী ঠাকুর-বাটীর সেবায়িত চন্দ্রহংস স্বামী !

বিদ্যা। চন্দ্রহংস স্বামী ! সে যে বৈষ্ণব সাধক—আদর্শ হরিভক্ত ! তাঁর প্রবৃত্তি কখনো কি অতদূর নিম্নগামী হ'তে পারে ? না বীরেন্দ্র, আমার তা বিশ্বাস হয় না। আর তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেতনলাল—তারও চরিত্র যে দেবতার মত। একমাত্র তারই আপ্রাণ চেষ্টায় আজ অবন্তীর এতখানি উন্নতি। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার শত্রু অপর কেউ হ'তে পারে।

বীরেন্দ্র। জগতে মানুষ চেনা বড় শক্ত গুরু ! আজ না হয় দু'দিন পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে গুরু, বীরেন্দ্রের কথা সত্য না মিথ্যা। যাক্, আমি যখন অপরাধী, তখন আমার বল্‌বার কিছুই নেই। তবে আমায় আশীর্ব্বাদ কর গুরু, আমি যেখানেই থাকি না কেন—আমি যেন আমার

মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে পারি, আর যেন এই জন্মভূমি অবন্তীর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

(প্রণাম করতঃ প্রস্থান)

বিদ্যা। বাঃ! এ আবার কি হ'লো! নীলাচল-যাত্রাপথে একি দুশ্চিন্তার বোঝা আমার মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে ভগবান্! বীরেন্দ্রের নির্ব্বাসন! ভগবান্! তুমি সত্যের আলোক তুলে ধর—তুলে ধর।

(প্রস্থান)

———

পঞ্চম দৃশ্য

আশ্রম

সেবাদাসীগণসহ কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। চ'লে এস—চ'লে এস, আজ একটা ভয়ঙ্কর রকমের বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হবে! আজ গুরুদেবের রাসলীলা-উৎসব। শ্রীমতী রাইকিশোরীও হাজির হয়েছেন। গুরুদেব আজ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সাজ্‌ছেন। যাই হোক্, বেশ চাকরী পেয়েছি। দুত্তোরি! সংসারের ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসেছে। সেদিন বাড়ী গিয়ে যা দেখ্‌লাম, গিন্নী আমার জন্যে খুবই উতলা হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু আমার কুশীরামের ভারী ফুর্ত্তি। ব্যাটা হরদম বগল বাজাচ্ছে! দাঁড়া—দাঁড়া! গুরুদেবের কৃপায় একবার রাজা হ'য়ে বসি, তারপর সব্বাইকে সোজা ক'রে দেবো।

১ম সেবাদাসী। আমরা এখন কি করবো মশাই ?

কন্দর্প। ওহো-হো-হো! তোমরা এখন কি করবে? ভাল ক'রে নাচ-গান করতে হবে। আজ গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হবেন। কি রকম সাজ-গোজ করছেন! দেখলে চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে যাবে! ওহো-হো-হো, গুরুদেব আমার সাক্ষাৎ ভগবান্! ওই যে আসছেন। আসুন—আসুন প্রভু, আসুন!

শ্রীকৃষ্ণবেশী চন্দ্রহংসস্বামীর প্রবেশ

চন্দ্র। বৎস কন্দর্প! সমস্তই যোগাড় হয়েছে!

কন্দর্প। আজ্ঞে হ্যাঁ! সেবাদাসীদের আনিয়েছি। আর এই খোকাবাবুকেও নিয়ে এসেছি। (বোতল দেখাইয়া) তাহ'লে এইবার চলবে কি গুরুদেব ?

চন্দ্র। বৎস রে, আমি ভক্তের আশা কখনো অপূর্ণ রাখি না। ভক্ত আমায় ভক্তি ক'রে বিষ দিলেও আমি ভক্ষণ করি। কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। তোর যদি একান্ত ভক্তি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমায় দে, আমি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলি।

কন্দর্প। ওহো-হো-হো, গুরুদেব! ধরুন—ধরুন! দেখবেন আমায় যেন রাজা করতে ভুলবেন না। আমি আপনার জন্য বড় খাটছি। আমার বড় খাটুনী হ'চ্ছে।

চন্দ্র। (মদ্যপান করতঃ) আঃ! বাঁচালি বৎস! মাভৈঃ—মাভৈঃ! আমার যোগবলে শীঘ্রই তোকে মহারাজ ক'রে দেবো বৎস! এখন ভক্তিময়ীদের এক আধ পাত্র সোমরস দান কর।

কন্দর্প। কিগো চলবে নাকি ? প্রভু যখন বলছেন—

১ম সেবাদাসী। প্রভুর যখন ইচ্ছা—

চন্দ্র। ওহো-হো-হো!

(কন্দর্প সেবাদাসীগণকে সুরা দিল, তাহারা পান করিল।)

চন্দ্র। গীত (নৃত্যসহ)

বাজরে মুরলী আমার রাধা রাধা স্বরে।

কন্দর্প। ওহো-হো-হো! গুরুদেব! গুরুদেব! পায়ের ধূলো দিন—পায়ের ধূলো দিন। আপনাকে এখনো চিন্‌তে পার্‌লাম না। নাও—নাও, তোমরা এইবার আরম্ভ কর।

সেবাদাসীগণ। গীত

শ্যাম, তোমারে ভালবাসি।
তোমার তরে পাগল মোরা
কর্‌লে পাগল তোমার বাঁশী ॥
মোরা রইতে নারি ঘরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
কলসী কাঁখে যাই যমুনায়
তোমার প্রেমে ভাসি ॥

(প্রস্থান)

কন্দর্প। বাহবা—বাহবা! বুকে তিন্‌টে কিল মেরে চিৎপটাং হ'য়ে পড়্‌বো—নাকি!

চন্দ্র। বৎস! এইবার সেই সুন্দরীকে এখানে নিয়ে এস। প্রভুর ভয়ানক শ্রীমতী-দর্শনের আশা জেগে উঠেছে। বৎস রে, আগে প্রভুকে ঠাণ্ডা কর্‌, নইলে যে জগৎ ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে!

(প্রস্থান)

চন্দ্র। বিদ্যাপতি নীলাচল যাত্রা করেছে। পথিমধ্যেই তাকে হত্যা করতে হবে। জগতের বুকে মুক্তিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে দেবো না। এইবার ইন্দ্রদ্যুম্নকে কৌশলে বন্দী করতে হবে। বীরেন্দ্রকেও জাল পত্রের দ্বারা রাজ্য হ'তে বিতাড়িত করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অত্যাচার —স্বেচ্ছাচার—উৎপীড়নের প্রবল বন্যা বইয়ে দেবো এই অবন্তীর বুকে। ভগবানের মুক্তিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসাধক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অস্তিত্ব জগৎ হ'তে মুছে দেবো।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম।　　গীত

আমি আছি তার পুরোভাগে
নাহি ভয় তার নাহি ভয়।
তোমারি গর্ব্ব করিব খর্ব্ব
হইবে তাহারি জয়॥
ধর্ম্ম যেখানে সেথা ভগবান্,
ধর্ম্ম কারণে তাঁর অধিষ্ঠান,
যুগে যুগে যে রে হয়॥

(প্রস্থান)

চন্দ্র।　　দূর হও! দূর হও চির শত্রু মোর।
রে ধর্ম্ম, দেখিব এবার
জয় হয় কার? তোর না আমার?

কেতনলালের প্রবেশ

কেতন।　　প্রভু! প্রভু! য়্যাঁ, একি বেশ তব?

চন্দ্র। শোন বৎস! অদ্য হবে রাসলীলা-
মহোৎসব, তাই প্রভুর আদেশে
হেন বেশ করেছি ধারণ।

কেতন। প্রভু! প্রাণ বড় উচাটন!
কতদিনে অবন্তীর সিংহাসনে
অভিষেক হইবে আমার?

চন্দ্র। নাহিক বিলম্ব আর।
একে একে সব অন্তরায় তব
করিতেছি দূর। বীরেন্দ্রের নির্ব্বাসন,
বিদ্যাপতি ছেড়েছে অবন্তী;
এইবার উপস্থিত সুবর্ণ সুযোগ।
এইবার আশা পূর্ণ হইবে তোমার।

কেতন। কিন্তু দেব, এক চিন্তা
অহরহ জাগায় প্রাণেতে মোর
গভীর বেদনা। এ সংসারে
কারে ল'য়ে সুখী হবো আমি?
সতীসাধ্বী স্ত্রী—সেও অদৃশ্য।
প্রিয়তম কনিষ্ঠ সোদর,
সেও আজি নাই। তবে
কারে লয়ে হে গুরু, রাজ্য লভি
সুখী হবো আমি?

চন্দ্র। অধৈর্য্য হ'য়ো না বৎস!
ফিরে পাবে সব।
পত্নী, ভ্রাতা, সকলেই
পার্শ্বে আসি দাঁড়াবে তোমার।

স্থিরভাবে মোর আজ্ঞা করহ পালন।
নেহারিবে ভবিষ্যৎ তব
অতীব সুন্দর।

নীলিমাকে লইয়া কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। চ'লে এস—চ'লে এস সুন্দরি! আজ তোমার জন্ম সার্থক হবে। গুরুদেব আজ তোমায় বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে।

নীলিমা। ওরে পিশাচ! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। তোর পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমায় ছেড়ে দে।

কেতন। য়্যাঁ, একি! একি!

চন্দ্র। নিয়ে এস—নিয়ে এস ভক্ত, সুন্দরীকে আমার কাছে নিয়ে এস।

কন্দর্প। এস—এস সুন্দরি! গুরুদেবের প্রভুভাব অত্যন্ত চেগে উঠেছে। চ'লে এস—

নীলিমা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! উঃ! ভগবান্! তুমি কি জগৎ হ'তে চ'লে গেছ! আজ সতীর সম্ভ্রম পিশাচ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হবে, আর তুমি তাই দেখ্‌বে? ওঃ! ওঃ! য়্যাঁ, একি! একি! আমার স্বামী এখানে। স্বামি—স্বামি! (কেতনের পদতলে পতন)

কন্দর্প। কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? এইবার বুঝি দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়! আমি এখন অদৃশ্য হই। যজ্ঞ সম্পন্ন হ'য়ে গেলে আবার আবির্ভূত হবো। এ সব দেখে শুনে সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসে পড়েছে।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। সুন্দরি! সুন্দরি! কর মোরে
প্রেম-সুধা দান।

কেতন। গুরুদেব! এ যে মোর স্ত্রী।

চন্দ্র। স্ত্রী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার?
না—না, এ যে সেই রাই বিনোদিনী,
আসিয়াছে প্রভুসনে করিতে বিহার।
যাও বৎস! যাও এবে এখান হইতে,
রাসলীলা সাঙ্গ হ'লে করিও সাক্ষাৎ।
এস—এস প্রেমময়ি! (ধরিতে উদ্যত)

নীলিমা। ওগো—ওগো, তোমার চোখের সামনে আমার ধর্ম্মনষ্ট হবে, তুমি তাই দেখ্‌বে? তুমি কি আমার স্বামী নও? আমি কি তোমার পত্নী নই? অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তুমি আমায় ঘরে আন নি? আমার জীবনের সুখ দুঃখের ভার কি তুমি নাও নি? কিন্তু তুমি আজ এমনি বিবেকহারা—উন্মাদ যে, স্বার্থের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, সবই বিসর্জ্জন দিতে বসেছ? ওগো, তুমি চেয়ে দেখ, এ তোমার গুরু নয়—সুহৃদ নয়—এ যে মূর্ত্তিমান শয়তান।

কেতন। গুরুদেব! গুরুদেব! পদে ধরি,
করহ মার্জ্জনা! ছেড়ে দাও—
ছেড়ে দাও এরে।
এ যে মোর ধর্ম্মপত্নী।

চন্দ্র। স্তব্ধ হও! স্তব্ধ হও!
প্রভুর কার্য্যেতে বাধা দিলে
সবংশে হইবে ধ্বংস
জানিও ধীমান! পত্নী?
কেবা পত্নী? এই নারী?
না—না, কেবা পত্নী, কেবা
পিতা-মাতা, কেবা পুত্র-কন্যা?

কিছু নয়—কিছু নয়—
কারো সনে কারো কিছু
নাহিক সম্বন্ধ। তবে মিছে কেন
হতেছ চঞ্চল ?
আজ্ঞা মোর করহ পালন।

কেতন। এইভাবে—হেন নীচভাবে
আজ্ঞা তব পালিতে হইবে ?
এইভাবে লভিতে হইবে মোরে
অবন্তীর সিংহাসন ?
না—না, কাজ নেই সিংহাসনে,
কাজ নেই অপার সৌভাগ্যে।
নহি আমি জীবন্ত পিশাচ,
নহি আমি বন্য পশু,
আমি যে মানুষ, আছে মোর
বিবেক মহত্ত্ব, আছে মোর
মনুষ্যত্ব গরিষ্ঠ সম্পদ।
এস—এস গো দয়িতা,
এস উপেক্ষিতা,
আমি লইয়াছি জীবনের শুভাশুভ ভার।
আমি রক্ষিব তোমায়।

(নীলিমাকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্র। (দৃঢ়স্বরে) কেতনলাল !

কেতন। সাবধান ! হেনভাবে শিষ্যের মঙ্গল উন্নতি,
নহে ইহা ঈপ্সিত জগতে।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে—

শাণিত কৃপাণ মোর

গুরুর শোণিত পানে হবে না কুণ্ঠিত।

(প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্র। বটে! বটে! লালসা! লালসা!

গীতকণ্ঠে নৃত্যসহকারে লালসার আবির্ভাব

লালসা। গীত

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কর্‌ছো কি,

ভুল্‌ছো কেন আমারে ?

ব'সো আমার ফুল-বাসরে

আজকে এমন অভিসারে ॥

আমি তোমায় ভালবাসি,

তোমার কাছে অহর্নিশি,

ঘুরে বেড়াই ছায়ার মত

বাস্‌তে ভালো তোমারে ॥

(কেতনলালকে লইয়া প্রস্থান)

চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার

এস লো সুন্দরি! প্রেম-সুধা

কর মোরে দান।

(নীলিমার হস্ত ধরিল)

নীলিমা। ছাড়্—ছাড়্ ভণ্ড দুরাচার!

থাকে যদি ভগবান্ আজি এ ধরায়,

থাকে যদি মাহাত্ম্য তাঁহার,

তাহ'লে এখনি তুই
সতীশাপে হবি ভস্মীভূত।

চন্দ্র। ভস্মীভূত হবে না সুন্দরি,
শক্তিমান চন্দ্রহংস সতীর শাপেতে।
কেন মিছে করিছ চীৎকার?
নীরবে আমারে কর আত্মসমর্পণ।

নীলিমা। ছাড়্—ছাড়্ রে দুর্জ্জন!
ত্যাগের সাজেতে তুই
মূর্ত্তিমান পাপ! ধর্ম্ম! ধর্ম্ম!
শক্তিহীন তুমি কি দয়াল?

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। ধর্ম্মের অটুট শক্তি চিরদিন
সংসার মাঝারে।
আরে আরে ভণ্ডযোগি!
মর্ তুই ধর্ম্মের কৃপাণে।

(চন্দ্রহংসকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

চন্দ্র। কি—কি! তুচ্ছ মানবের এত শক্তি!
কই কোথায় তোমরা অনুচরগণ,
মানব বিনাশে ত্বরা হও আবির্ভূত।

(সহসা প্রলয়-নিনাদ উত্থিত হইল; সশস্ত্র পাপ-অনুচরগণের আবির্ভাব ও বীরেন্দ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইল।)

বীরেন্দ্র। (ভীত হইয়া) য়্যাঁ, একি! একি!

প্রলয়ের বাজে যে দামামা !
ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি
কেবা এরা সব ? পদভারে
টলমল কাঁপে ধরাতল।
অস্ত্র হ'তে অগ্নিশিখা
চতুর্দ্দিকে হয় বিচ্ছুরিত !
ওঃ ! ওঃ ! প্রাণ যায়—প্রাণ যায় !
ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম !

নীলিমা। ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম ! কোথা তুমি
রক্ষা কর আশ্রিতে তোমার।

চন্দ্র। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর
দুর্ম্মতি মানবে।

অনুচরগণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

বীরেন্দ্র। উঃ—উঃ ! মৃত্যু—মৃত্যু বুঝি
হয় এইবার !

সহসা ত্রিশূলকরে ধর্ম্মের আবির্ভাব

ধর্ম্ম। ভয় নেই ! ভয় নেই ধার্ম্মিক সুজন !
ধর্ম্মই রক্ষিবে তার বিপন্ন ভক্তেরে।
আরে আরে পাপ,
সহ্য কর্—সহ্য কর্ ধর্ম্মের ত্রিশূল।

চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ধ্বংস কর—
ধ্বংস কর উন্মাদ ধর্ম্মেরে।

(প্রস্থান)

(ধর্ম্মসহ যুদ্ধ করিতে করিতে অনুচরগণের প্রস্থান)

বীরেন্দ্র। বৌদি! বৌদি! আমার সঙ্গে তুমি শীঘ্র চ'লে এস। পাপিষ্ঠ হয়তো আবার আস্‌তে পারে।

নীলিমা। কোথায় যাবো দেবর?

বীরেন্দ্র। ছ'চক্ষু যে দিকে যায়। চ'লে এস, অনেক কথা আছে।

নীলিমা। ভগবান্! সত্যই তুমি জগতে আছ।

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ। **গীত**

দিদিলো, দেশে বাস করা হ'লো দায়।
কুলের মুখে পড়্‌বে কালি,
কপালে এই ছিল হায়॥
রূপ আছে যার নাইকো ছাড়ান,
আশ্রমে তার হবে স্থান,
প্রেমের গোঁসাই তারে নিয়ে
করবে লীলা সুখে সেথায়॥
ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একি প্রভুর খেলা,
ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একি প্রভুর লীলা,
কুলনারীর কুল মজিয়ে
দেবের সেবা করতে চায়॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলাচল—কল্পবটতল

পুষ্পপাত্রহস্তে বিশ্বাবসুর প্রবেশ

বিশ্বা। আজ হামার পরাণটা এমোনধারা আন্‌চান্ কোরিয়ে উঠ্‌লো কেনো? আজ হামার পরাণটার ভেতর এমোনধারা ডুক্‌রে ডুক্‌রে উঠ্‌ছে কেনো? হামি তো রোজ রোজ এম্নিধারা হামার নীলু দেওতার পূজা দিতে আসি—তাহার দোয়া নিতে আসি। কৈ, পরাণটা তো রোজ এমোন মাফিক্ করে না। তব্ আজ কেনো এমোন কর্‌ছে? হামার নীলু দেওতা! বল্ ঠাকুর! আমি কি তুহার পায়ে কুছু অপরাধ করিয়েছে? আজ যেনো হামি ত্নুনিয়াটা আঁধার দেখ্‌ছে। হামার মনে হ'চ্ছে, তুই ঠাকুর হামায় ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি! কেনো কেনো রে দেওতা, তুহি হামারে ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি? হামি কি তুহারে ভালবাসি না—হামি কি তুহার পূজা করি না? হামি ছোটজাত শবর বলিয়ে কি তুহি আউর হামার উপর কির্‌পা কর্‌বি না? না ঠাকুর, তুহি হামারে ছোড়িয়ে যাস্‌নে।

গীতকণ্ঠে অন্তরীক্ষে নীলমাধবের আবির্ভাব

নীল। **গীত**

আমায় যেতে হবে ওরে ভক্ত,
আমি রহিব না হেথা আর।
এবার আমি করিব প্রচার
জগতের বুকে মহিমা আমার॥
পাপের দলনে কাঁদে ওই ধরা,

ফেলে হায় কত নয়নের ধারা,
আমার কেঁদেছে পরাণ, তাই যেতে হবে
দেখাতে পাপীর মুক্তি-দুয়ার ॥

(অন্তর্দ্ধান)

বিশ্বা। কি! কি বল্‌লি নীলু, তুহি আর এখানে থাক্‌বি নে? কেনো—কেনো? হামি কি তুহার ভক্ত নোই? তুহি হামায় ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি? নেহি—নেহি, হামি তুহারে যাতি দিবে না। হামার কলিজামে পূরিয়ে রাখ্‌বে।

নীল। (নেপথ্যে) শবররাজ! আর বেশীদিন আমি তোমার পূজা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না। এইবার আমি অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজা গ্রহণ ক'রে জগতে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ নামে পরিচিত হবো। আমার সেই মূর্ত্তিই হবে জগতের পাপী তাপীর মুক্তির আলো।

বিশ্বা। কি—কি বল্‌লি রে ঠাকুর! তুহি এবার অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজা গ্রেহণ কর্‌বি? বটে! বটে! ছোটজাতের ঘরে আউর থাক্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না—তাহার পূজাভি লিতে ঘিরণা হ'চ্ছে। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! নেহি—নেহি। তুহি তো এমোন দেওতা নোস্‌—তুহি যে সবার ঘরে থাক্‌তে ভালবাসিস্‌—সবার পূজাভি নিতে ভালবাসিস্‌। তব কেনো রে দয়াল, তুহি হামারে ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি? নেহি—নেহি, হামি তুহারে যাতি দিবে না। তুহি অবন্তীর রেজার পূজা নিবি? হামার নীলু দেওতা অবন্তী-রেজার হোবে? নেহি—নেহি, হামি হোতে দিবে না। অবন্তীর রেজাকে মারিয়ে ফেল্‌বে—তাহার রাজ্যিথানা হামি শোশান বানিয়ে দিবে। বোল্‌—বোল্ রে নীলু দেওতা, তু হামারে ছোড়িয়ে কুথাও চলিয়ে যাবি নে। তু কেমোন করিয়ে যাবি? তুহি যে এখানে আছিস্‌, তা দুনিয়ায় কৈ আদ্‌মি জানে না। তব্‌ তুহার পাত্তা কেমোন করিয়ে পাবে? মেঘা! মৈঘা!

মেঘার প্রবেশ

মেঘা। বাপজি! বাপজি!

বিশ্বা। শোন্ মেঘা, হামাদের নিলু আউর হামাদের পূজা লিবে না।

মেঘা। কেনো বাপজি? তুহি একি বাত্ বলছিস্ বাপজি?

বিশ্বা। হামি সাচ্ বাত্ বলছি রে বেটা! নীলু দেওতা ছোট জাতের পূজা আউর গ্রেহণ কর্‌বে না। অবন্তীর রেজার পূজা গ্রেহণ কর্‌বে। হামায় নীলু দেওতা আজ বলিয়ে দিলে।

মেঘা। কি হোবে বাপজি! নীলু দেওতা হামাদের ছোড়িয়ে চলিয়ে গালে হামরা কেমোন করিয়ে বাঁচিয়ে থাকৃবে?

বিশ্বা। হামরা নীলু দেওতা কো যাতি দিবে না। খুব হুঁসিয়ার থাকৃবি রে বেটা! কৈ পরদেশী আদ্‌মি হামাদের রাজ্যিতে আলে তাহারে হামার পাশে বাঁধিয়ে আন্‌বি:

মেঘা। যো হুকুম বাপজি! (প্রস্থান)

বিশ্বা। নীলু! নীলু! ঠাকুর! কেনো তুহি হামাদের কাঁদাতে চাস্? হামি লোক তো তুহার পায়ে কুচ্ছু অপরাধ করেনি। ওই যে সব লেড়কা-লেড়কীরা হামার নীলু দেওতার পূজা দিতে আস্‌ছে। লেকিন উহারা জানে না যে, তাদের নীলু দেওতা ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবে।

পূজার দ্রব্যাদি হস্তে গীতকণ্ঠে শবর-বালক ও বালিকাগণের প্রবেশ

সকলে। **গীত**

হামাদের পূজা লে, পূজা লে,
ও হামাদের নীলু দেওতা রে।

হামরা তুহার পায়ে গড় করি
তু হামাদের দোয়া করিস্ রে ॥
হামাদের পাহাড়-ঘেরা ঘরে,
তু বসিয়ে থাক্ বসিয়ে থাক্
হামরা কর্‌বো পূজা ভালা ক'রে,
বনের ফুলে সাজিয়ে তোরে
বাজিয়ে মাদল নাচ্‌বো হামরা রে ॥

বিশ্বা। আউর হামাদের পূজা নীলু দেওতা লিবে না রে! হাম্‌রা ছোটজাত—নীলু দেওতা এবার ভদ্দর আদমীর ঘরে—রেজার ঘরে যাইয়া পূজা গ্রেহণ কর্‌বে।

সকলে। রেজা! রেজা! তুই কি বাত্ বলছিস্?

বিশ্বা। হাঁ রে হাঁ, হামি ঝুটা বাত্ বল্‌ছে না। দেখ্‌বি তুহারা, নীলু দেওতা হামাদের ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবে। সে এখুনি হামারে বলিয়ে দিলে। হো-হো-হো! নীলু দেওতা পাষাণ হোয়েছে রে—পাষাণ হোইয়েছে!

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম। গীত

ওরে, সে তো নহেক পাষাণ।
সে যে ভগবান্,
(তাঁর) করুণায় গড়া প্রাণ ॥
ভক্তি যেখানে তিনিও সেখানে
ভক্ত তাঁহারই মালা,

ভক্তের তরে　　নানারূপ ধ'রে
সহেন কত যে জ্বালা,
ভক্তের ডাকে সদা সাড়া তাঁর,
কতভাবে করে আশীষ দান ॥

(প্রস্থান)

বিশ্বা। নীলু দেওতা হামার পাষাণ নয় ঠাকুর বাবা? তু ঠিক্ বলছিস্? তব্ আউর ভাব্না কি আছে রে! ঠাকুর বাবার বাত্ কোভি ঝুটা হোবে না। নীলু দেওতা হামাদের ছোড়িয়ে যাবে না। আয়, পূজা দিইয়ে সব চলিয়ে আয়। তুইহারা সব খুব হুঁসিয়ার থাকৃবি, কৈ পরদেশী যেনো হামাদের রাজ্যিতে আসে না। কৈ আদমি আলে তুহারা তাহারে বাঁধিয়ে হামার পাশে লিয়ে আস্‌বি।

সকলে। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা রেজা!

(পূর্ব্বগীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মাধবের বাটী

সন্ন্যাসীবেশী কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। জয় হর হর শঙ্কর! বোম্ বোম্ শিবশম্ভু! গিন্নী আমায় মোটেই চিন্‌তে পারেনি। একেবারে খাঁটী সাধুবাবা মনে করেছে। যা সব বলেছি, হুবহু মিলে গেছে কিনা! আমার প্রতি অগাধ ভক্তি জন্মেছে। আমি বলেছি, স্বামী তোমার শীঘ্রই গৃহে ফিরে আস্‌বে। শুনে মাগীর ভারী আনন্দ। তবে আমায় গালাগালি দেওয়া হ'তো কেন

চাঁদ? মাগীকে আচ্ছা জব্দ করেছি! আহা, আমার জন্যে হেদিয়ে হেদিয়ে সোনার অঙ্গ কালী ক'রে ফেলেছে। নাঃ, সতীলক্ষ্মীর দুঃখ আর সহ্য হয় না। মনে হ'চ্ছে, জটাজুট ছুড়ে ফেলে দিয়ে গিন্নীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলি—

গীত

আমি এসেছি এসেছি প্রিয়ে
খোল দ্বার তুমি খোল দ্বার।

কি সর্ব্বনাশ! ভাবের ঝোঁকে কি ক'রে ফেলেছিলাম। ব্যাটার ছেলে জান্‌তে পার্‌লে আমায় বেশ ঘা কতক দিয়ে ছাড়্‌তো। ব্যাটা কেবলি বলে বাবা ব্যাটা গেছে, আমি বেঁচেছি। কি রকম কথা বল তো? এতে কি সংসারে থাকৃতে ইচ্ছে করে? সেই জন্যেই সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসে গেছে! ওই যে সতীলক্ষ্মী আস্‌ছেন! জয় হর হর শঙ্কর! বোম্ বোম্ শিবশম্ভু!

বিমলার প্রবেশ

বিমলা। পেন্নাম হই সাধুবাবা!

কন্দর্প। অহো ভক্তিময়ি! শীঘ্রই তুমি স্বামী দর্শন কর্‌বে।

বিমলা। প্রভু! কৈ, কর্ত্তা আমাদের ফিরে আস্‌ছে কৈ? তুমি তো রোজই বল্‌ছো, শীঘ্রই তুমি স্বামীদর্শন কর্‌বে। বল তো সাধুবাবা, মিন্সের কি আক্কেল!

কন্দর্প। পাপ কথা উচ্চারণ করিও না মুখে।
মিন্সে মিন্সে বলিও না তারে।
শুনিলে বড় ব্যথা পাইবে মনেতে।
আসিলে গৃহেতে ভালভাবে

করিবে আদর। ভাল ক'রে
খেতে দেবে। তাহ'লে জানিও—
স্বামী তব গৃহ হ'তে আর নাহি যাবে।

বিমলা। না—না, আর আমি তাকে কিছু বল্‌বো না। তুমি তাকে শীগ্‌গির এনে দাও।

কন্দর্প। শীঘ্র আস্‌বে, ভয় নাই সতি! যাক্‌ আমার জন্য কি কি প্রস্তুত করেছ?

বিমলা। আজ সব আঁশ হ'য়ে গেছে সাধুবাবা! কুশো কোথা হ'তে মাংস নিয়ে এসে হেঁসেলে ছুঁইয়ে রেখেছে। আমি দেখেই তো রেগে মরি। কি কর্‌বো, মাংসের ঝোল আর ভাত রেঁধেছি। আজ আর তোমার কিছু খাওয়া হবে না, চারটী চাল নিয়ে যাও—কোথাও ফুটিয়ে খেও। মাংসের ঝোল কি তোমায় দিতে পারি?

কন্দর্প।　মাংসের ঝোল! অহো, বড় উপাদেয়।
মাংসে কোন দোষ নাই।
নাহি আঁশ মাছের মতন,
তবে কেমনে হেঁসেলে হইল আঁশ?
প্রভু আজ্ঞা—পেট ভরি
মাংস খাবে পলাণ্ডুর সহ।
কোন দোষ নাই তায়।

বিমলা। সে কি গো! সাধু-মানুষ আবার মাংস পেঁয়াজ খাবে কি গো! সবই দেখ্‌ছি অরুচি।

কন্দর্প।　কি, সাধু বাক্য কর অবহেলা।
এখনি রাগিয়া গিয়া
ছিন্নভিন্ন করিব এ জটা।
না হয় আচ্ছা করিয়া

মারিব ত্রিশূলের খোঁচা।
যাও, বিলম্ব না কর আর ;
আহারের করহ যোগাড়।

বিমলা। তা ঠাকুর, তুমি যদি সাধু-সন্ন্যিসি হ'য়ে খেতে পারো—আমি আর দিতে পার্‌বো না। যাই, যোগাড় করিগে। তুমি একটু দাঁড়াও। আহা, সাধুবাবার চালচলন যেন আমাদের মিন্সের মতন কতকটা।

(প্রস্থান)

কন্দর্প। যাই হোক্ বাবা, মাঝে মাঝে এসে গিন্নীর হাতের পাঁচ রকম ভাল মন্দ খেয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। ওদিকে গুরুদেবের পাল্লায় প'ড়ে দস্তুরমত নেশা কর্‌তে আরম্ভ করেছি। ভালমন্দ না খেলে বাঁচ্‌বো কি ক'রে? তাই তো, ব্যাটার ছেলে তো সোজা হ'লো না।

মালিনীকে লইয়া মদের বোতলহস্তে
কুশীরামের প্রবেশ

কুশী। চালাও বাবা—চালাও বাবা, হরদম চালাও! আর বাবার ভয় নেই। বাবা শালাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি। নাও, খাও—খাও! (মালিনীকে মদ খাওয়াইয়া দিল।)

কন্দর্প। ইস্, ব্যাটা একদম উচ্ছন্নে গেছে। জয় হর হর শঙ্কর! বোম্—বোম্!

মালিনী। ওমা, ও আবার কে গো দাদাবাবু?

কুশী। আরে, তুমি আবার কোথা থেকে এসে পড়্‌লে বাবা! এত ঘন ঘন আমাদের বাড়ী আগমন কেন হ'চ্ছে শুনি? মতলবখানা কি বাবা?

কন্দর্প। বৎস রে, আমি তোদের বড়ই ভালবেসে ফেলেছি।

কুশী। বল কি বাবা! তাহ'লে একটু আধটু চল্‌বে নাকি? চল্‌তেই হবে বাবা! গাঁজা খেয়ে খেয়ে গলা শুকনো কাঠ হ'য়ে আছে। একটু ভিজিয়ে নাও বাবা! দেখ, না খেলে কিন্তু ভাল হবে না। আমার অপমান করা হবে আর এই মালিনী সুন্দরীরও অপমান করা হবে। ভাল চাও তো খেয়ে নাও। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখ্‌লেই যে চিন্‌তে পারা যায় মাণিক! ধর—

কন্দর্প। সত্যিই খাওয়াবি মোরে?
এত ভক্তি তোর! দে—দে তবে,
পূর্ণ করি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা।

(মদ্য পান)

কুশী। হাতে হাত দাও সাধুবাবা! মাইরি, তুমি বেড়ে লোক। নাও, আর একটু খাও।

কন্দর্প। দে—দে—যত পারিস্ দে।
করি না বারণ তোরে।
ওরে ভক্ত, সুখী হ'রে তুই।

(মদ্য পান)

কুশী। চালাও বাবা, চালাও। মালিনি, সাধুবাবাকে একখানা গান শুনিয়ে দে।

মালিনী। **গীত**

আজকে আমার মরা গাঙে উঠ্‌লো ডেকে বান।
প্রিয়, ডুব্‌লো বুঝি প্রেমের তরী খান॥

কুশী। তোর ডুব্‌বে নাকো তরী,
ও মালিনি, প্রেমের খনি,
আমার মাথার মণি সুন্দরী;

আমি জোর ক'রে হাল ধর্‌বো তখন
ভয় কি তোমার প্রাণ ॥

মালিনী। বাতাস আবার বইছে জোরে,
বুকের বসন যাচ্ছে উড়ে,
আমি লাজে ম'রে যাই—

কুশী। লজ্জা কি প্রাণ শুনি তাই,
আয় না আমার হাত ধ'রে আজ
বাইবো তরী উজান ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

কন্দর্প। ছোঁড়াটা একবারে উচ্ছন্নে গেছে। আমার চোখের সামনে কি রকম ক'রে গেল। তাইতো বাবা! আমায় তো আচ্ছা ক'রে মদ খাইয়ে দিলে। আমি তো এখন চোখে কিছু ঠাওরাতে পার্‌ছি নে; কি করি বাবা! ছোঁড়াটার কি রকম আক্কেল বল তো! কি রকম ধ'রে পাকড়ে আমায় মদ খাইয়ে দিলে! এতে কি আর সংসারে থাকৃতে ইচ্ছে করে? সেইজন্যেই তো সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসে গেছে।

বিমলার প্রবেশ

বিমলা। এস সাধুবাবা, খাবে এস।

কন্দর্প। ওহো-হো-হো, প্রেমময়ী
বিমলা সুন্দরি—

(বিমলাকে জড়াইয়া ধরিল।)

বিমলা। ওরে বাবা রে—মলাম রে! আমায় সাধুতে ধরেছে রে! আমায় মেরে ফেল্‌লে রে!

লাঠিহস্তে কুশীরামের প্রবেশ

কুশী। কি হয়েছে মা, কি হয়েছে? য়্যাঁ, এ কি! এ কি! শালার ব্যাটার সাধু! (কন্দর্পকে প্রহার)

কন্দর্প। উঁ-হু-হু, গেছি—গেছি! ওরে, আমি যে তোর বাবা রে।

কুশী। শালার বাবা! মার্—মার্। মেরে খারাপ ক'রে দাও। (প্রহার)

কন্দর্প। উ-হু-হু! ওরে, আমি তোর সত্যিকারের বাবা রে! (পতন) এই দেখ্ আমার মুখ দেখ্। (দাড়ী গোঁফ খুলিয়া ফেলিল।) উ-হু-হু!

বিমলা। য়্যাঁ, সত্যিই তো আমাদের কর্ত্তা। ওগো আমার কর্ত্তা গো! (বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল।)

কুশী। সত্যই তো দেখ্ছি বাবা! যাক্ বাবা, আধমরা ক'রে ছেড়েছি। ব্যাটা আবার ফিরে এলো! দাঁড়াও—দাঁড়াও! এবার ঠিক মেরে ফেল্বো।

(প্রস্থান)

বিমলা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তোমার আক্কেল কি বল তো? এম্নি ক'রে কি রঙ্গ কর্তে আছে? দেখ্লে তো তার কি ফল? শুধু শুধু মার খেয়ে ম'লে। এস, বাড়ীর ভেতর এস।

কন্দর্প। উ-হু-হু! বড্ড্ লেগেছে গিন্নি! না—না, আর আমি সংসারে যাবো না। সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসেছে।

বিমলা। সে তো দেখেই বুঝ্তে পারা গেছে। এখন এস, খুব হয়েছে। কি আমার সাধু-সন্ন্যিসি গো!

(হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

শবর-আলয় সন্নিকটস্থ অরণ্যপথ

ধীরে ধীরে চিন্তামগ্ন বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যা। এই সেই নীলাচল! এইস্থানে
ভগবান্ শ্রীনীলমাধব
গুপ্তভাবে করেন বিরাজ।
কিন্তু কোথা তিনি—আছেন কোথায়,
কে দিবে সন্ধান তাঁর!
পথশ্রমে ক্লান্ত তনু!
সন্ধ্যা আসে ধীরে, অচেনা বনের পথ,
কোথা আজি পাইব আশ্রয়!
হে দয়াল! স্বপ্নে যদি ব'লে দিলে
দেশের সন্ধান,
তবে এসেছি তো সেই দেশে
প্রকৃতির শত অত্যাচার
করিয়া দলিত বহুদূর হ'তে।
আশা পূর্ণ কর নারায়ণ!
দেখাও তোমার সেই
শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি,
জন্ম মোর হউক সার্থক।
চলিবার নাই শক্তি আর।
অদৃষ্টে যা লেখা আছে
ফলুক এখন। (উপবেশন)

দ্রুতপদে ললিতা ও তৎপশ্চাৎ মেঘার প্রবেশ

ললিতা। ওগো, কে আছ, আমায় রক্ষা কর।

মেঘা। চুপ কর্ বোলছি ললিয়া, চুপ কর্! বোল্, কেনো তুহি হামায় সাদি কোর্‌বি না? হামি যে তুহারে বড়া ভালাবাসিয়ে ফেলিয়েছে। লেকেন তু হামারে কেনো ভালবাস্‌বি না বোল্ তো?

ললিতা। বারবার কেন তুই আমায় জ্বালাতে আসিস্ ভাই? আমি যে তোর ছোট বোন্। ওই কথা বল্‌তে তোর একটু ঘৃণা হয় না? যা-যা মেঘা, চ'লে যা। নইলে বাবাকে ব'লে দেবো। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি—

মেঘা। কি, তুহি আমার বাত্ শুন্‌বি না? ললিয়া! ললিয়া! তুহার প্রাণে কি একটু মায়া নেহি? হামরা দুজনা ছোট্টবেলা থাকিয়ে মানুষ হোইয়েছে। হামি তুহার লাগিয়ে বনে বনে ঢুঁরিয়ে কেত্তো ফুল আনিয়ে দিত। তুহারে আদর কোরিয়ে কেত্তো সাজাতো! তুহি কি সব ভুলিয়ে গেছিস্ ললিয়া! তব্ কেনো তুহি হামায় সাদি কোরবি না? তুহারে সাদি কোর্‌তেই হোবে! হামি রেজা হোবে, তুহি হামার রাণী হোবি। বোল্‌তো তুহার কেত্তো সুখ হবে।

ললিতা। এখনো বল্‌ছি তুই এখান হ'তে চ'লে যা মেঘা! সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে। আমার সঙ্গিনীরা কত ভাব্‌ছে। আমাদের ফির্‌তে দেরী দেখে বাবাও হয়তো কত ভাব্‌ছেন।

মেঘা। তু আগারি বোল্ হামায় সাদি কোর্‌বি কি না?

ললিতা। আবার সেই কথা? যা পাপিষ্ঠ, শীগ্‌গির এখান হ'তে চ'লে যা।

মেঘা। কি, আবার হামায় আঁখ দেখাচ্ছিস্! আয়তো বেইমানি, দেখি, তুহি হামায় সাদি করিস্ কি না। (ধরিতে উদ্যত)

বিদ্যা। সাবধান পশু! সতী অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না।

মেঘা। তু আবার কে রে ঠাকুর ?

বিদ্যা। আমি তোর যম। দূর হও পশু! ভয় নাই বালা। সম্মুখে মহাকাল ব্রাহ্মণ। তোমার কেশাগ্র আর কেউ স্পর্শ করতে—পারবে না।

ললিতা। ওগো ঠাকুর, তুমি আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা কর। (বিদ্যাপতির পদপ্রান্তে পতন)

মেঘা। ললিয়া! ললিয়া। (ধরিতে উদ্যত)

বিদ্যা। উদ্ধত যুবক, তুমি এখনো নিরস্ত হও।

মেঘা। বটে রে ঠাকুর! তব্ তুহাকেই আগারি শেষ করিয়ে ফেলি। (ভল্লাঘাতে উদ্যত)

বিদ্যা। স্তব্ধ হও! ওই ভাবে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক। যাও বালা, তুমি স্বগৃহে ফিরে যাও।

ললিতা। ভদ্র! কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়? আজ তুমি আমার যা উপকার করেছ, সে উপকারের বিনিময় আমি জগতে খুঁজে পাচ্ছিনে! আমি হীন শবর কন্যা হ'লেও—আমার এই কণ্ঠহার সে উপকারের একমাত্র বিনিময়। (বিদ্যাপতির গলায় মালা পরাইয়া দিল।)

বিদ্যা। একি! শবর-রাজকন্যা! করলে কি ?

ললিতা। এ ভগবানের ইচ্ছা। এস ঠাকুর আমার সঙ্গে! বনের অপর প্রান্তে আমাদের পল্লী। আমার পিতা শবররাজ বিশ্বাবসু। আমার নাম ললিতা।

বিদ্যা। চল রাজনন্দিনি! জানি না, ভগবান্ আবার আমায় কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাবেন।

(ললিতা সহ প্রস্থান)

মেঘা। ঠাকুর বাবার তো আচ্ছা তেজঃ। হামার গাছ বানিয়ে রাখ্লে। হামি উহার কুচ্ছু করতে পার্লো না। কে ও? ওকে তো পরদেশী বলিয়ে মনে হইলো। যাই, বাপ্জিকে বলিগে। হামাদের ললিয়ার সাথ একঠো পরদেশী হামাদের ঘরে আসিয়াছে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুর

গীতকণ্ঠে সুমঙ্গলের প্রবেশ

সুমঙ্গল। গীত

আমার নিভে আসে আলো।
তুমি প্রদীপ জ্বালো, তুমি প্রদীপ জ্বালো॥
আমি চিনি নাকো পথ,
যায় না যে আর রথ,
কোন্ পথে তার দেখা পাবো বলো আমায় বলো॥
ওই যে মরণ ছুটে আসে,
পরাণ আমার কাঁপে ত্রাসে,
ওই যে আসে ধীরে ধীরে নিরা আঁধার কালো॥

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। সত্যই নিভিয়া আসে জীবনের আলো।
অন্ধকার ওই যেন ছুটে আসে
প্রমত্ত গর্জ্জনে। নিরাশার অট্টহাসি

দিগন্তের কোল হ'তে
নেমে আসে ধীরে।
নাহি হ'লো—
কামনা পূরণ, জনম সার্থক।
নাহি হ'লো দর্শন তাঁহার।
বহুদিন গত প্রায়, কিন্তু হায়—
নীলাচল হ'তে ফিরিল না গুরুদেব
ল'য়ে শুভ সমাচার!
মন প্রাণ বড় উচাটন!
কবে তার নীলাচলে পাইব সন্ধান!

সুমঙ্গল। বাবা! গুরুদেব কি এখনো নীলমাধবের সন্ধান নিয়ে নীলাচল হ'তে ফেরেন নি?

ইন্দ্র। না কুমার! সেই দুশ্চিন্তায় আমারও আহার নিদ্রা বন্ধ। জানি না—আমার স্বপ্ন সত্য হবে কি না! আমার কি সে সৌভাগ্য হবে কুমার? ভগবান্! ভগবান্! ব'লে দাও প্রভু, উদ্বেলিত বাসনাস্রোতে আমি যে ধৈর্য্য স্থির রাখ্‌তে পারছিনে।

সুমঙ্গল। তুমি অধৈর্য্য হ'য়ো না বাবা! গুরুদেব নিশ্চয় নীলাচল হ'তে নীলমাধবের সন্ধান নিয়ে আস্‌বেন। প্রসাদ দার মুখে শুনেছি, ভক্তি যেখানে, ভগবানও সেখানে। তাঁর প্রতি আমাদের যদি ভক্তি থাকে, নিশ্চয় তাঁকে আস্‌তে হবে।

ইন্দ্র। সত্য বলেছ কুমার! ভক্তি যেখানে, ভগবানও সেখানে।

দ্রুত মণিমালার প্রবেশ

মণি। শীঘ্র এখান হ'তে পালিয়ে চল মহারাজ! নইলে আমাদের জীবনরক্ষার অন্য কোন উপায় নেই।

ইন্দ্র। সেকি রাণি?

মণি। সত্য কথা মহারাজ! বলেছিনু
কতদিন, তবু তুমি করনি বিশ্বাস।
উপেক্ষায় দেছ উড়াইয়া।
ফল ভোগ কর এবে তার।

ইন্দ্র। কহ রাণি, কি ঘটিল
শ্রীহরি-রাজত্বে পুনঃ?

মণি। মহারাজ! অবিচারে
রাজভক্ত কর্ত্তব্যসেবকে
দিলে নির্ব্বাসন।
আমিও বুঝিনি হায়,
তাই সেই দিন জালপত্রে
করিয়া বিশ্বাস, তব ক্রোধানলে
দিলাম ইন্ধন! উঃ!
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!
ফিরে এস অবন্তীর কৌস্তুভ রতন!

ইন্দ্র। অবিচার হইয়াছে বীরেন্দ্রের প্রতি?
সেকি রাণি? স্বাক্ষরিত পত্র তার—

মণি। জালপত্র মহারাজ, শত্রুর চক্রান্ত;
বুঝিলাম এতদিন পরে।
অনুতাপে জ্ব'লে মরি—
চক্ষে বহে শ্রাবণের ধারা।
চিনি নাই ভ্রমবশে আদর্শ মানবে।
শোন—শোন হে রাজন!
রাজ্যলোভে অন্ধ হ'য়ে

আসিছে কেতনলাল
আমাদের হত্যা করিবারে।
এইবার সত্য মিথ্যা হইবে প্রমাণ।

ইন্দ্র। কেতনলাল আসিতেছে
আমাদের হত্যা করিবারে!
কেন—কেন রাণি?

মণি। অবন্তীর সিংহাসন হেতু।
জেগেছে প্রাণেতে তার—
অনন্ত পিপাসা। ভুলেছে সে
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যত্ব সব।
যাবে রাজা অবন্তী তোমার।
আর্ত্তনাদে ভরিবে গগন।

ইন্দ্র। ভাল—ভাল, তাই যদি হয়,
কি আছে তাহাতে রাণি!
সত্যই কেতনলাল চাহে যদি
অবন্তীর রাজসিংহাসন,
হাসি মুখে দেবো তারে সুবর্ণমুকুট।
বসাইব রাজসিংহাসনে;
তবু অনর্থক রক্তপাতে
কাঁদাবো না অবন্তী মায়েরে।
বসাইয়া সিংহাসনে কেতনলালেরে
মোরা তিন জনে যাবো
নীলাচলে গুরুর সন্ধানে;
আর দেখিবারে মুক্তিদাতা
জগন্নাথে শ্রীনীলমাধবরূপে।

মণি। চমৎকার! ইহাই কি রাজার কর্ত্তব্য!
একজন সুরাপায়ী চরিত্রহীন যুবকে
রাজ্যভার করিয়া প্রদান
কেমনে হইবে সুখী তুমি হে রাজন!
প্রজাপুঞ্জ কাঁদিবে তোমার
সেই অবিচারী পিশাচের
শাসনের রুদ্র বেত্রাঘাতে।
তাহাতে যে ধর্ম্মকর্ম্ম তব
হইবে কণ্টকময়।
নাহি হবে কামনা পূরণ।

রক্ষিবেশী বীরেন্দ্রের দ্রুত প্রবেশ

বীরেন্দ্র। মহারাজ! মহারাজ! শীঘ্র আপনি মহারাণী ও কুমারকে নিয়ে গুপ্তপথ দিয়ে চ'লে যান। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে কেতনলাল পুরী অবরোধ কর্‌তে আসছে।

ইন্দ্র। কেতনলাল পুরী অবরোধ কর্‌তে আস্‌ছে? এতখানি দুঃসাহস তার? যাও রক্ষি, কেতনলালকে গিয়ে বলগে—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এখনো মরেনি।

বীরেন্দ্র। আপনি তার সঙ্গে পার্‌বেন না মহারাজ! সমস্ত রাজশক্তি এখন তার করায়ত্ত। রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী এরাজ্যে আর কেউ নেই।

মণি। ছিল—ছিল বাবা, একজন ছিল; কিন্তু আমরা হেলায় তাকে হারিয়েছি। এখন অনুতাপের অশ্রুজল ফেলে সেই কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি। আজ যদি এখানে বীরেন্দ্র থাক্‌তো, তাহ'লে দেখ্‌তাম কেতনলালের ঔদ্ধত্যের শক্তি কতখানি।

ইন্দ্র। সত্য? সত্য রক্ষি, কেতনলাল অসংখ্য সৈন্য নিয়ে রাজপুরী

অবরোধ করতে আসছে ? বাঃ! বাঃ! না—না, আমার যে এখনো বিশ্বাস হয় না! এও কি সম্ভব ?

মণি। ওগো সরলপ্রাণ রাজা! তুমি যেমন জগৎটাকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখ, জগৎটা কিন্তু তত বিশ্বাসের নয়। তার বুকের ভেতর আছে বিষ, তীব্র বিষ—প্রলয়ের দিগ্‌দাহ—পিশাচের তাণ্ডবতা। মানুষ স্বার্থের জন্য সব করতে পারে।

ইন্দ্র। আসুক—আসুক! যাও—যাও রক্ষি, তাকে ডেকে আন। আমি তার কথা একবার নিজের কানে ভাল ক'রে শুনি। ওঃ, তাও কি সম্ভব ? সে সব কি তবে ছলনার অভিনয় ?

গীতকণ্ঠে প্রসাদের প্রবেশ

প্রসাদ। গীত

ভবে মানুষ চেনা দায়।
হাসির ভেতর বিষের ছুরি
লুকিয়ে রাখে হায়॥
চোখের জলে পাষাণ গলায়,
ভুলিয়ে রাখে ভালবাসায়,
আবার ফাঁকটী পেলে গলা টিপে
স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়॥
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ,
বুঝ্‌তে তাহা পারে কজন,
মায়াবীর সে মায়ায় ভুলে
কতই কষ্ট পায়॥

(প্রস্থান)

মণি। তুমি এখনো তাকে চিন্‌তে পারনি রাজা! যাও রক্ষি, রাজপথে গিয়ে চীৎকার কর—তোমাদের রাজার বিপদবার্ত্তা জানিয়ে দাও। যদি কেউ রাজভক্ত থাকে, সে ছুটে এসে তাদের বিপন্ন রাজাকে বাঁচাক্।

বীরেন্দ্র। যথা আজ্ঞা মাতা!

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। রাণি! রাণি! সত্যই কি স্বার্থ আজ কেতনলালকে নরকের অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছে? সত্যই কি তার অন্তরে স্বার্থের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে তার মধুময় জীবনটাকে বিষাক্ত করতে উদ্যত হয়েছে? সত্যই কি সে অবন্তীর সিংহাসন চায়?

সসৈন্য কেতনলালের প্রবেশ

কেতন। চায়। সত্যই কেতনলাল অবন্তীর সিংহাসন চায়। বলুন মহারাজ, সে সিংহাসন আমায় স্বেচ্ছায় দেবেন কি না।

ইন্দ্র। বাঃ! বাঃ! ভগবান্! একি দেখ্‌ছি! আমি অসত্যের স্বপ্ন দেখ্‌ছি না সত্যের জীবন্ত অভিনয় দেখ্‌ছি! কেতনলাল!

কেতন। স্বপ্ন নয় মহারাজ, সত্যই দেখ্‌ছেন। আজ আমি স্বার্থের জন্য নরকের দ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটন করেছি। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত দূরে—বহুদূরে ফেলে দিয়েছি। আমি এখন স্বার্থান্ধ দানব-রক্তপিয়াসী—রাক্ষস—ধ্বংসের জীবন্ত মূর্ত্তি। চাই—চাই অবন্তীর সিংহাসন।

ইন্দ্র। অবন্তীর সিংহাসন চাও কেতনলাল? দেবো—দেবো—তোমাকেই আমি অবন্তীর সিংহাসন দেবো; কিন্তু এখন নয়।

কেতন। কারণ?

ইন্দ্র। তুমি এখনো উপযুক্ত হওনি। এতবড় রাজ্যের ভার তুমি কেমন ক'রে বহন করবে কেতনলাল? ছিঃ-ছিঃ! তোমার চরিত্র

এতদূর কলুষিত হয়েছে? আমি যে এ ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারিনি! যাকে অনন্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ করলাম,—যার হস্তে রাজ্যের সমস্ত শক্তি সরল বিশ্বাসে তুলে দিলাম, সে আজ তুচ্ছ রাজ্যের জন্য তার জীবনের সবটুকু কর্ত্তব্য ভুলে গেল! ওঃ! নরক আর কোথায়? মানুষ তাহ'লে জগতে বিশ্বাস করবে কাকে? ভগবান্! তোমার আকাশ কি বজ্রশূন্য? বাসুকি! তোমার কি সহস্র ফণায় তীব্র কালকূট নেই? পৃথিবী! তোমার বুকে অনলোদ্গার নেই? কেতনলাল! তুমি যে আজ আমায় স্বপ্নাতীত অলৌকিক চিত্র দেখালে!

কেতন। স্তব্ধ হও! স্তব্ধ হও!
শুনিবার কিছু নাহি প্রয়োজন।
শেষ কথা শোন হে রাজন,
স্বেচ্ছায় দিবে কি না দিবে
মোরে রাজসিংহাসন?

ইন্দ্র। আগে তুমি হওরে মানুষ,
কর তব চরিত্র নির্ম্মল,
তবেই পাইবে রাজ্য,—
দিব তোমা অম্লানবদনে।

কেতন। বটে, উপহাস মোর সনে?

মণি। কেতন! কেতন! ওরে ও অজ্ঞান!
কেবা কোন্ মোহকরী মোহ মন্ত্র
দিল আজ তোরে?
তাই অহঙ্কারে কাহারে কি কথা
আজ কহিস্ অবোধ?
সব ভুলে গেলি? ভেবে দেখ্

একে একে জীবনের ইতিহাসগুলি।
কার করুণায়, কাহার দয়ায়
আজ তোর এতখানি গর্ব্ব অহঙ্কার!
যা—যা, চ'লে যা রে ধর্ম্মহীন
অকৃতজ্ঞ জীবন্ত পিশাচ!
নতুবা মরিবি তুই দেবতার
রুদ্র অভিশাপে।

কেতন। অভিশাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
অভিশাপে কি হবে আমার?
দেখেছি সৌভাগ্য-স্বপ্ন,
ভুলে গেছি বাস্তব জগৎ।
ভাগ্যলক্ষ্মী অনন্ত পশরা ল'য়ে
বারবার আবাহন করিছে আমারে।
সুবর্ণ সুযোগ আগত দুয়ারে,
আশাপূর্ণ করিব এবার।
মহারাজ! মহারাজ! স্পষ্ট কহ
কিবা তব অভিমত আজি?

ইন্দ্র। দূর হও ঘৃণিত কুক্কুর!
চিরদিন পাপের কামনা
অন্তরেতে থাকুক্ তোমার।
কোন কালে পূর্ণ নাহি হবে।
ভেবেছ কি শক্তিহীন অবন্তী-ঈশ্বর?
তাই অবহেলে সিংহাসন
লভিবে দুর্ম্মতি? রাণি! রাণি!
শীঘ্র দাও একখানা অস্ত্র মোরে

খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলি নারকী দুর্জ্জনে।
উঃ! ভগবান্! কি বিচিত্র উপাদানে
গঠিয়াছ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তব!
কাজ নাই—কাজ নাই রচনাতে আর।
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর ত্বরা।

কেতন। কি! কি! সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!
বন্দী কর গর্ব্বিত রাজারে।
বন্দী কর রাজপুত্র রাজমহিষীরে।

ইন্দ্র। বাঃ! বাঃ! সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!
আমারে করিবে বন্দী?
বটে! বটে! তোমরাও করিয়াছ
পাপ-পঙ্কে যোগদান?
বাঃ! সুন্দর! সুন্দর!

কেতন। বন্দী কর! বন্দী কর!

ছদ্মবেশী বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। নহেক সহজ। কেশরী হইবে বন্দী
একটী কথায়?

কেতন। কে—কে রে তুই মৃত্যুমুখী অবোধ পতঙ্গ?
মরিবার এত সাধ কেন?
দূর হ'য়ে যা—চাস্ যদি
জীবন রে তোর।

বীরেন্দ্র। তুচ্ছ এ জীবনের ভয়ে
ওরে পাপী, আসি নাই হেথা।
যার অন্ন এতদিন করেছি গ্রহণ,

যার কাছে আজীবন
ঋণজালে হয়েছি আবদ্ধ আমি,
সেই অন্নদাতা ভয়ত্রাতা
পতিত বিপদে। নহে কি কর্ত্তব্য মোর
সে ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করা ?
নহি আমি তব সম অকৃতজ্ঞ
বিশ্বাসঘাতক,—নহি আমি স্বার্থপর
নির্ম্মম পিশাচ। আমি যে মানুষ !
ইহাই যে হয় মূর্খ
মানুষের কর্ত্তব্য আচার !

কেতন। বধ কর—বধ কর—উদ্ধত যুবকে।

বীরেন্দ্র। তার পূর্ব্বে সহ্য কর
যুবকের অস্ত্রের আঘাত

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

ইন্দ্র। একি ! একি। শান্তিময় রাজ্যে মোর
অশান্তির একি ঝড় তুলিলে দয়াল !
নাহি হ'লো কামনা পূরণ !
নাহি হ'লো তব দরশন।
রাণি ! রাণি ! এস—এস,
দেখি, কেবা ওই সুহৃদ আমার।
ভয় নেই—ভয় নেই অচেনা বান্ধব !
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

(প্রস্থান)

মণি। ভগবান্ ! রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।

(সুমঙ্গল সহ প্রস্থান)

কেতন। (নেপথ্যে) গুরুদেব ! রক্ষা কর শিষ্যেরে তোমার।

চন্দ্র। (নেপথ্যে) ভয় নেই—ভয় নেই !
মহাশক্তি হবে আবির্ভূত।

যুধ্যমান কেতনলাল ও বীরেন্দ্রের প্রবেশ

কেতন। আজি তোর পরিত্রাণ
নাহি রে দুর্ম্মতি !

বীরেন্দ্র। থাকে যদি ধর্ম্ম ধরাতলে,
সাধ্য কিবা তোর
অনিষ্টসাধনে মোর !
সহ্য কর অস্ত্রাঘাত এবে।

কেতন। ওঃ! ওঃ! গুরুদেব! গুরুদেব!

ধর্ম্ম। (নেপথ্যে) পাপশক্তি শক্তিহীন
ধর্ম্মশক্তি বলে।

যুদ্ধে কেতনলাল অবসন্ন হইয়া পড়িল,
দ্রুত নীলিমা আসিয়া কেতনকে
বন্দী করিয়া ফেলিল।

কেতন। য়ঁ্যা, একি! একি!

নীলিমা। পাপের সাজা—ভগবানের দান।

দ্রুত ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মণিমালার প্রবেশ

ইন্দ্র। য়ঁ্যা! একি! একি! যথা ধর্ম্ম তথা জয়। দুর্ম্মতি কেতন আজ বন্দী! দেখ—দেখ রাণি! ভগবানের কি সুবিচার! ধর্ম্মের কি অপার মহিমা! কে তুমি দেবতা? কে তুমি মা? আজ

বিপন্ন ইন্দ্রদ্যুম্নকে রক্ষা করতে মানব মানবী রূপে আবির্ভূত হয়েছ ? আমি যে তোমাদের যোগ্য অভিভাষণে অভিবন্দিত করতে কণ্ঠে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। কে তোমরা, সত্য পরিচয় দাও।

বীরেন্দ্র ও নীলিমা। মহারাজ! মহারাজ! (ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তন)

ইন্দ্র ও মণি। য়্যাঁ, একি! একি!

ইন্দ্র। বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র! (বীরেন্দ্রকে বক্ষে ধারণ)

মণি। মা! মা! (নীলিমাকে বক্ষে ধারণ)

ইন্দ্র। বীরেন্দ্র! দেখ্‌ছি তুমি যথার্থই রাজভক্ত প্রজা। আমি অবিচারে তোমায় নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলাম। আমায় মার্জ্জনা কর বন্ধু! আজ তুমি আমাদের জীবন দান করেছ। তার বিনিময় আমি কি দেবো? ধর বীর! ধর ভক্ত! ধর কর্ত্তব্যসেবী আদর্শ মহাপুরুষ, ধর এই ইন্দ্রদ্যুম্নের ক্ষুদ্র দান! আজ হ'তে তুমিই অবন্তীর প্রধান সেনানায়ক। (তরবারি প্রদান)

বীরেন্দ্র। মহারাজের এ স্নেহের দান আমি সাদরে গ্রহণ করলাম।

ইন্দ্র। মা! মা! যথার্থই তুই আদর্শ দেবী। ধন্য তোর রাজভক্তি—ধন্য তোর ধর্ম্মের অর্চ্চনা। তোর এই অকল্পনীয় কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আজ কি দিয়ে তোর পূজা করবো মা? হ্যাঁ, হয়েছে! কেতনলাল! আমি তোমায় মার্জ্জনা—করলাম। (মুক্ত করিয়া) যাও, আর কখনো যেন পথভ্রষ্ট হ'য়ো না। মাত্র এই মায়ের জন্যই আমি তোমায় ক্ষমা ক'রে গেলাম। এই হ'চ্ছে আমার মাতৃপূজা—।

(কেতনলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কেতন। আচ্ছা—আচ্ছা।

(প্রস্থান)

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে কুশীরাম ও মালিনীর প্রবেশ

গীত

কুশী। ও মালিনী মাথার মণি,
আমি করবো তোকে রাজরাণী।
বাবা ব্যাটা ঠিক মরেছে
এটা আমি ঠিক জানি॥

মালিনী। আমায় ছেড়ে দাও না ভাই,
আমি ঘরে চ'লে যাই,
পাড়ার লোকে এসব দেখে
করছে কত কানাকানি॥

কুশী। লোকের কথার ধার ধারে কে,
বললেই বা শুনবে কে,
তোর সনে প্রাণ নতুন পিরীত—

মালিনী। পিরীতের মুখে আগুন, সব বিপরীত,
আহা-হা হাত ছেড়ে দাও, লাজে মরি—
করছো কেন টানাটানি॥

কুশী।　　চল্ চল্ চল্ ও মালিনি,
মান কেন তুই করিস্ ধনি,

মালিনী।　　তবে চুপি চুপি খাও না মধু, প্রাণের বঁধু,
হয় না যেন জানাজানি ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শবর-আলয়—রুদ্ধগৃহ

চিন্তামগ্ন বিদ্যাপতি

বিদ্যা।　　জীবনের লীলাখেলা
হয় বুঝি অবসান শবর-আলয়ে!
সুদূর প্রবাসে একি হায়
দৈবের পীড়ন! নারায়ণ! বিপদভঞ্জন!
তোমারি দর্শন তরে সহি কত
দারুণ যন্ত্রণা এসেছি হেথায়।
তবে কেন ভক্তাধীন! ভক্ত প্রতি
এত অকরুণ? দিন গত হয়,
দিনমণি ডুবে যায়, অর্দ্ধপথে
ভেঙ্গে যায় আশার স্বপন।
কোথায় অবন্তী, কোথা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন

আর কোথা আমি !
বন্দী আজি বিদ্যাপতি শবররাজের।
এ সংবাদ পেয়েছে কি মহারাজ ?
কে দিবে সংবাদ ? কেবা আছে
তেমন সুহৃদ ! ভগবান্ ! একি
বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিলে আমায় ?
কতদিন এই ভাবে
রুদ্ধগৃহে যাপিব জীবন ?

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নীলমাধবের প্রবেশ

নীলমাধব। গীত

আমি আছি তোর কাছে কাছে
করিতে অভয় দান।
কাঁদিও আর, আমি যে কাঁদিব,
দুঃখ তোর হবে অবসান ॥
ভক্তের ব্যথা সহিতে যে নারি,
ভক্তের তরে ফেলি আঁখি বারি,
ভক্ত যেখানে সেথা ছুটে যাই,
ওরে ভক্ত যে মোর প্রাণ ॥

(প্রস্থান)

বিদ্যা। কে—কে তুমি দিগন্তের অভয়বাণী নিয়ে দুশ্চিন্তাজড়িত বিদ্যাপতির নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার মুরলী বাজিয়ে দিতে এলে ? কে তুমি ? কে তুমি বন্ধু, কে তুমি সুহৃদ ? এস, কাছে এস। আবার

বল—আবার বল—আমার নিরাশ-ক্ষুব্ধ অন্তরবেদীমূলে সার্থকতার অরুণোদয় হোক্। সত্যই কি তুমি নরকার্ণবপারকারী ভক্ত হৃদিরঞ্জনকারী শঙ্কানাশন শ্রীমধুসূদন নীলাচলবিহারী নীলমাধব? বিদ্যাপতির এ দুর্গম অভিযানের পথে কি তোমার করুণারাশি সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়্‌বে? সত্যই কি তুমি ভক্তের বেদনাতপ্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে তোমার মহিমার দ্বারা খুলে দেবে? উঃ! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অবন্তবাসীর দ্বারা শবররাজের নীলমাধব অন্তর্হিত হবে, সেই আশঙ্কায় শবররাজ আমায় বন্দী ক'রে রেখেছে। কিন্তু তুমি জান না শবররাজ! কেউ ভগবানকে গায়ের জোরে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না। শুদ্ধ ভক্তিই তাকে বেঁধে রাখ্‌বার উপযুক্ত শৃঙ্খল। তোমার যদি সে শৃঙ্খল থাকে, সাধ্য কি তোমার নীলমাধব নীলাচল হ'তে অন্তর্হিত হয়। তাইতো, কি করি! মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়তো আমার অদর্শনে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে: কিন্তু আমি আজ এখানে বন্দী। কে তাঁকে সংবাদ দেয়!

ললিতার প্রবেশ

ললিতা। অবন্তীতে এতক্ষণে সংবাদ চ'লে গেছে ঠাকুর!

বিদ্যা। কে? শবর-রাজকন্যা! কে সংবাদ দিলে?

ললিতা। আমিই পারাবতের মুখে পত্র দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছি ঠাকুর! আর তোমার ভয় নেই।

বিদ্যা। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার পিতা যদি আমায় হত্যা করেন? কিন্তু জীবনে বড় আপশোষ থেকে গেল বালা, আমি যে আশা নিয়ে এখানে এলাম, সে আশা আমার পূর্ণ হ'লো না। আমি নীলমাধবের দর্শন পেলাম না।

ললিতা। আমার পিতার আদেশ ঠাকুর। নীলমাধবের সন্ধান যেন কেউ তোমায় দেয় না। তাঁর ধারণা অপর কেউ নীলমাধবের সন্ধান

পেলে নীলমাধব নীলাচল হ'তে অন্তর্হিত হবেন। পাছে তুমি কোনরূপে নীলমাধবের সন্ধান পাও, সেই ভয়ে বাবা তোমায় বন্দী ক'রে রেখেছে।

বিদ্যা। অদৃষ্ট আমার! জানি না—ভগবানের কি ইচ্ছা! আমার তো মৃত্যুই হবে, তবে মরবার পূর্ব্বে একটীবার নীলমাধবকে দেখে যেতে পারতাম, তাহ'লে আর কোন অনুতাপ থাকতো না।

ললিতা। চল ঠাকুর, আমি তোমায় এখনি গুহামধ্যে বিরাজিত নীলমাধবকে দেখিয়ে আনি। আমি যে জীবনে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। সেদিন দুরন্ত মেঘার কবল হ'তে আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছ, আমি তো জীবনে ভুলতে পারবো না। আর সেইদিন হ'তে আমিও তোমায় পতিত্বে বরণ ক'রে নিয়েছি!

বিদ্যা। সেকি রাজকন্যা?

ললিতা। ভুলে যাচ্ছো কেন ঠাকুর! সেদিন যে আমার কণ্ঠহার তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছি। আমি হীনা অস্পৃশ্যা শবরকন্যা হ'লেও আমায় তোমার চরণ সেবা হ'তে বঞ্চিত ক'রো না ঠাকুর!

বিদ্যা। কিন্তু সে কণ্ঠহার দিয়েছিলে উপকারের বিনিময়। এযে তোমার আকাশকুসুম কল্পনা ললিতা! জান আমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে বিবাহ করা আমার সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ—জাতিবিরুদ্ধ! তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর বালিকা!

ললিতা। না—না, তোমার চরণে আমায় স্থান দিতেই হবে। নীচ শবরকন্যা ব'লে কি আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হ'চ্ছে ঠাকুর?

বিদ্যা। প্রবাসের পথে এ আবার কি মহাপরীক্ষার নিদর্শন! রাজকন্যা! এই কি উপকারের বিনিময়? কৌশলে তুমি চাও ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী হ'তে? যাও—যাও, আমি এইভাবে অনশনে অন্ধকার কারাকক্ষে ব'সে নিয়তির প্রবল উৎপীড়ন সহ্য করবো,—বেদনার তপ্ত

অশ্রু ঢেলে দেবো আমায় ধ্যানের দেবতার পদতলে; তবু আমি চাই না ললিতা, আমার জাতির গর্ব্বের মেরুদণ্ড চূরমার ক'রে দিতে।

ললিতা। ঠাকুর!

বিদ্যা। দুর্ভাগ্যদলিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার জীবনের কোন আশাই পূর্ণ করতে পারবে না বালা! কেন তুমি স্বেচ্ছায় আজ জীবনের দুঃসহ জ্বালাকে বরণ ক'রে নিতে চাও? আমার স্বপ্ন-স্মৃতি ভুলে গিয়ে জীবনের স্রোত অন্যপথে টেনে নিয়ে যাও।

ললিতা। আমি হীনজাতির কন্যা ব'লেই আজ তুমি অবজ্ঞায় দূরে ফেলে দিতে চাও? ওগো ঠাকুর! ছোটজাতের মেয়ে ব'লে কি দেবপূজায় তার অধিকার নেই? আজ যদি তুমি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ কর তাহ'লে হয়তো পিতা আমার তোমায় মুক্ত ক'রে দিতে পারেন।

বিদ্যা। আমি সে মুক্তি চাই না ললিতা! আমার দারুণ দুশ্চিন্তার মাঝখানে আর তুমি বিষের শলাকা বিদ্ধ ক'রো না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে লম্পটের হাত হ'তে তোমার ধর্ম্মরক্ষা করেছি—কোন স্বার্থের বশে আমি তোমার উপকার করিনি। তুমি আমায় কাঁদিও না। তোমার ওই বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখে আমার দৃঢ়তার বজ্রকঠিন সঙ্কল্প শিথিল হ'য়ে আসছে।

ললিতা ওগো ঠাকুর, তুমি আমায় চরণে স্থান দাও। আমার জীবনের স্রোত আর অন্যপথে যাবে না—আমার কামনার অর্ঘ্যডালা আর অপরের পদপ্রান্তে পড়্‌বে না—আমার লক্ষ্যের সঙ্কল্প আর নতুন ধারায় গ'ড়ে উঠ্‌বে না। সত্যই যদি এ জন্মে তোমার চরণসেবার অধিকার না পাই, তবে মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার স্মৃতির জাগ্রত চক্ষে তোমার জীবন্ত আলেখ্য তুলে ধ'রে—তারই পদতলে বিলিয়ে দেবো নিজেকে,—হয়তো পরজন্মেও তোমার চরণ সেবার অধিকার পেতে পারি!

বিদ্যা। বড় ভুল করছো ললিতা! আমি যে ব্রাহ্মণ!

ললিতা। ব্রাহ্মণ যে উদার—মহান্! আমায় চরণে স্থান দাও ঠাকুর! একটীবার বল—ললিতা, তুমি আমার পত্নী। আমার নারীধর্ম্ম সার্থক হোক্। আজ যদি তুমি আমায় চরণে স্থান না দাও, অস্পৃশ্যা হীনা ব'লে যদি অবজ্ঞার পদাঘাত কর, তাহ'লে আজ তোমারি সম্মুখে এই শাণিত ছুরিকা নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে সকল জ্বালার অবসান কর্‌বো। (ছুরিকা বাহির করিল।) বল—বল ঠাকুর, এখনো বল।

বিদ্যা। এ আবার কি মহা পরীক্ষার ঘূর্ণিপাকে আমায় ফেললে ভগবান্! একদিকে আভিজাত্য-সমাজের শাসনদণ্ড, অন্যদিকে নিঃস্বার্থ ত্যাগের গোমুখীর সহস্রধারা—ভালবাসার মহিমময়ী মূর্ত্তি! এ দুয়ের মাঝখানে প'ড়ে আমি যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌ছি। আমি কি করি? কোন্ পথে যাই? নীলমাধব! নীলমাধব! একি তোমারই করুণার দান প্রভু!

ললিতা। বল ঠাকুর! বল্‌বে না? আমায় চরণে স্থান দেবে না? নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! উঃ! তবে মৃত্যুই হোক্ আমার। ব্রাহ্মণ! থাক তোমার আভিজাত্য নিয়ে, তবে মনে রেখো—আমি হীনা ঘৃণ্যা হ'লেও আমার এ মর্ম্মন্তুদ বিদায়বেলার ক্ষীণ নিঃশ্বাস, বিগলিত অশ্রু তোমার জীবনের পথে ঘোর হাহাকার সৃষ্টি কর্‌বে। (বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত)

বিদ্যা। ললিতা! ললিতা! (ছুরিকা ধারণ) কর্‌ছো কি শবর-রাজকন্যা? আত্মহত্যা যে মহাপাপ! এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

ললিতা। না—না, ছেড়ে দাও ঠাকুর, আজ আমি মর্‌বো।

বিদ্যা। নীলমাধব! নীলমাধব! তোমার মনে কি এই ছিল? ললিতা! ললিতা! আমার আভিজাত্য দূর হ'য়ে যাক্—সমাজের নিম্নস্তরেই আমার স্থান হোক্! এস—এস সতীলক্ষ্মি! তুমি অস্পৃশ্যা শবের দুহিতা হ'লেও আজ আমি তোমায় সাদরে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌ছি, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। (ললিতাকে বক্ষে ধারণ)

ললিতা। ঠাকুর! ঠাকুর! আজ আমার জন্মজীবন সার্থক হ'লো।

বিদ্যা। কিন্তু স্থির জেনো রাজকন্যা, বোধনেই প্রতিমার বিসর্জ্জন হবে। কিছুক্ষণ পরেই তোমায় বৈধব্যের দারুণ বোঝা মাথায় তুলে নিতে হবে। তোমার জীবনের অঙ্কুরোদ্গম আশা কালবৈশাখীর ঝড়ে মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়্‌বে।

ললিতা। আমি তা পড়্‌তে দেবো না ঠাকুর! যেমন ক'রেই হোক্ পিতার কবল হ'তে তোমার জীবন রক্ষা কর্‌বো। চল ঠাকুর, আমরা এইবেলা এখান হ'তে পালিয়ে যাই। তাহ'লে আর বিপদের কোন আশঙ্কা থাক্‌বে না।

বিদ্যা। কিন্তু আমি যে আশা নিয়ে সুদূর অবন্তী হ'তে এখানে এলাম, আমার সে আশা পূর্ণ হ'লো কই ললিতা? আমি যে নীল-মাধবকে দেখ্‌তে চাই।

ললিতা। এস আমার সঙ্গে; এই উপযুক্ত অবসর! গভীর রাত্রি—শবরপল্লী নিদ্রিত। এই অবসরে আমি তোমায় নীলমাধবকে দেখিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো।

বিদ্যা। ঠিক বলেছ ললিতা! চল—চল সতি, স্বামীর বহুদিনের সঞ্চিত আশা পূর্ণ কর্‌বে চল। জয় নীলমাধব! জয় নীলমাধব!

ললিতা। চ'লে এস ঠাকুর!

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

উদ্যত ভল্লহস্তে বিশ্বাবসু ও মেঘার প্রবেশ

বিশ্বা। মেঘা! মেঘা! কই—কই সেই দুষমণ বামুন ঠাকুর? হামি আজ তাহারে শেষ কোরিয়ে দিবে। হামার নীলু দেওতাকে চুরি করতে আসিয়েছে? দুষমণ! দুষমণ! অবন্তীরাজ্যিটা হামি শোশান বানিয়ে ছোড়্‌বে। কই রে বেটা, বামুন ঠাকুর কুথায়?

মেঘা। এহি ঘরে তো বামুন ঠাকুরকে হামি আটক রাখিয়ে গেছে।

বিশ্বা। কই রে গিধ্‌ধোড়, তব্‌সে কাঁহা ভাগ্‌লো? দেখ্‌—দেখ্‌, ভালা কোরিয়ে দেখ্‌। বামুন ঠাকুর তো আচ্ছা শয়তান আছে! হামার নীলু দেওতাকো চুরি কোরিয়ে লিয়ে যাবে? নেহি—নেহি, আজ হামি তাহার জান লিবে!

মেঘা। তাইতো বাপ্‌জি! বামুন ঠাকুর কাঁহা ভাগিয়ে গেছে। কে বামুন ঠাকুরকো ছোড়িয়ে দিলে? হামার মালুম বাপ্‌জি, হামাদের ললিয়া তাহারে ছোড়িয়ে দিইয়েচে। বামুন ঠাকুরের সাথ ললিয়ার বহুত ভালবাসা হোইয়েছিল।

বিশ্বা। সে কি রে মেঘা! হামার ললিতা এহি কাম কোর্‌বে? তাহার পরাণে কি ডর্‌ নেহি? হামার লেড়কী হোইয়ে হামার সর্ব্বনাশ কোর্‌বে? ছো-ছো-ছো! হামি কি কর্‌লো! কেনো তাহাকে বন হোতে কুড়িয়ে আনিয়ে মানুষ কর্‌লো। দেখ্‌—দেখ্‌ রে মেঘা, তু ভালা কোরিয়ে হামাদের ডেরাটা খুঁজিয়ে আয়। শয়তান শয়তানীকো বাঁধিয়ে আন্‌। হামি তাহাদের জানে মার্‌বে।

মেঘা। বহুৎ আচ্ছা বাপ্‌জি!

(দ্রুত প্রস্থান)

বিশ্বা। নীলু দেওতা! হামার নীলু দেওতা! তুহার একি কাম্‌? সত্যই কি তু হামায় ছোড়িয়ে চলিয়ে যাবি? না—না, যাস্‌নে রে দেওতা, তু হামায় ছোড়িয়ে চলিয়ে যাস্‌নে। লেকেন যাস্‌ তো হামায় মারিয়ে তব্‌ তু চোলিয়ে যা। ললিতা! ললিতা! সে কি হামার সাথ বেইমানি কর্‌বে? ওঃ! হামি কি কোরিয়েছে। কালসাপিনীকে দুধ কলা খাইয়ে মানুষ কোরিয়েছে।

শবরগণ। (নেপথ্যে কোলাহল) গেলো—গেলো হামাদের সর্ব্বনাশ হোইয়ে গেলো।

বিশ্বা। ওকি! ওকি! হামার রাজ্যিতে আবার একি হ'লো। নীলু দেওতা! তু কর্‌লি কি? কর্‌লি কি?

(দ্রুত প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রমকুঞ্জ

চন্দ্রহংস স্বামী ও কন্দর্প সুরাপান করিতেছিল, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।　　**গীত**

তোমার বিরহ সখা, যায় না ভোলা।
হয় না গোপনে ফুলবনে
বেছে বেছে কুঁড়ি তোলা॥
হয় না মালাগাঁথা বকুলতলে,
চৈতিরাতে বসিয়া বিরলে,
তোমারি আশে পথ চেয়ে থাকি,
সহি হে কত জ্বালা॥

(প্রস্থান)

কন্দর্প। ওহো-হো-হো, গুরুদেব! আমার যে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে পর্য্যন্ত আমি বড়ই ধন্য হয়েছি! প্রভু! দাসের প্রতি যদি এতখানি দয়া কর্‌লেন, তবে আর অধমকে ভোগাচ্ছেন

কেন? বলুন, আমায় কবে রাজা করবেন? আমার যে আর সবুর সইছে না।

চন্দ্র। বৎস! আর রাজা হবার অধিক বিলম্ব নাই। প্রভুর কৃপায় তুমি নিশ্চয়ই রাজা হবে। তুমি বেশ ক'রে দু'টী বেলা প্রভুর সেবা কর।

কন্দর্প। আজ্ঞে, প্রভুর তো বিস্তর সেবা করলাম। এদিকে যে পটল উৎপাটনের সময় হ'য়ে এল প্রভু!

চন্দ্র। ভয় নাই বৎস! প্রভুর বাক্য কখনো নিস্ফল হবে না। যাক্, আজ প্রভু আমায় প্রত্যাদেশ করেছেন, সেই অতীব ভক্তিময়ী প্রগাঢ় লজ্জাশীলা হরিদাসীর সঙ্গীত-সুধা পান করবেন। তুমি বৎস শীঘ্র তাকে এখানে আহ্বান কর। প্রভু সেদিন সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে রাসলীলা করতে না পেরে বড়ই মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছেন। আজ যেমন ক'রেই হোক্, প্রভুর মর্ম্মবেদনা দূর করতেই হবে। নইলে প্রভুর রোষানলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'য়ে যাবে!

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম। গীত

ধর্ম্মের খোলস গায়ে প'রে
তুমি খেলছো ভাল খেলা।
আর দেরী নাই, যেতে হবে
তল্পী বাঁধো এই বেলা॥
ভেবেছ কি জয়ী হবে,
ধর্ম্ম কি রে ভেসে যাবে,
কল্পনাতে গড়ছো তুমি
শূন্যপথে সৌধমালা॥ (প্রস্থান)

চন্দ্র। দূর হও—দূর হও উন্মাদ সাধক!

কন্দর্প। ওই যে—ওই যে, মেঘ না চাইতেই জল। প্রভু! ভক্তি-ময়ী হরিদাসী আস্‌ছেন। অহো, প্রভুর কি আবার মহিমা!

হরিদাসীর প্রবেশ

হরি। পেন্নাম হই প্রভু!

চন্দ্র। ওহো-হো-হো! হরিদাসি! প্রভুর কৃপায় তোমার সশরীরে বৈকুণ্ঠ লাভ হোক্। খুব সময়ে এসে পড়েছ সুন্দরি! প্রভু আজ তোমার সঙ্গীত-সুধা পান কর্‌বার জন্য বড়ই উতল হ'য়ে পড়েছেন। তুমি এখন প্রভুকে প্রকৃতিস্থ কর।

কন্দর্প। নইলে তোমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবো। একবারে লণ্ড ভণ্ড ক'রে দেবো।

হরি। প্রভুর ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক্।

নৃত্য-গীত

আজ আমি কি গাইবো গান।
নাইকো আমার সেদিন এখন,
পড়েছে যে গো ভাটার টান॥
ফোটা ফুল শুকিয়ে গেছে,
কে আর এখন তুল্‌বে যেচে,
আসে না আর ভোমরা বঁধু
কর্‌তে মধু পান॥

(প্রস্থান)

কন্দর্প। ওহো-হো-হো! প্রভু গো! (চন্দ্রহংসকে ধরিতে উদ্যত)

চন্দ্র। কন্দর্প ! সাবধান ! অধৈর্য্য হইলে রুষ্ট হবেন প্রভু।

কেতনলালের প্রবেশ

কেতন। সৌভাগ্য-স্বপন হেরি—
জ্বালিলাম নিজ করে
ধ্বংস-যজ্ঞানল ! উঠিয়াছে
শান্তিময় অবন্তীর বুকে
ঘোর হাহাকার। অত্যাচার
উৎপীড়নে প্রজাগণ করে আর্ত্তনাদ ;
কিন্তু হায়, নাহি হয় আশার পূরণ।

চন্দ্র। এস—এস শিষ্য, কেন আজি
এত ম্রিয়মান ?

কেতন। গুরু ! তোমারি আদেশে
মানবত্ব দিয়ে বিসর্জ্জন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক মহত্ত্বে হায়
দলি পদতলে—
যে যজ্ঞের আয়োজন করিলাম
আত্মহারা হ'য়ে, কই গুরু,
সেই যজ্ঞ পূর্ণ কই হয় ?
নিরাশায় ছেয়ে গেল হৃদয় আমার।
পরিণাম জীবন্ত মূর্ত্তিতে
অহরহ ভেসে ওঠে নয়ন সম্মুখে।

চন্দ্র। ভয় কি তাহায় ? দিব্যচক্ষে
হেরিতেছি অবন্তীর সিংহাসন
হইবে তোমার !

কেতন। আর প্রভু কতদিনে হইবে আমার ?
যতবার উন্মত্ত বাসনা ল'য়ে
ছুটিলাম সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা হেতু,
হায় গুরু, ততবার ফিরেছি বিফলে ;
ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব মহিমা,
প্রতিবারে পরাজয় হতেছে আমার।
কই গুরু, কোথা তব যোগশক্তি,
অতুল ক্ষমতা, কতদিন এইভাবে
আলেয়ার পেছু পেছু যাইব ছুটিয়া ?
তোমারি আজ্ঞায় কৃতজ্ঞতা—
মানবত্ব দিনু বিসর্জ্জন।
স্নেহের সোদর—তারো প্রাণে
হানিলাম সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
পরিণীতা ভার্য্যা প্রিয়তমা—
তাহার কোমল প্রাণে করিয়াছি
বজ্রের আঘাত। ওই! ওই যেন
জগতের রুদ্র অভিশাপ
মোর শিরে অগ্নিবৃষ্টি
করিছে বর্ষণ। ওই—ওই যেন
প্রলয়ের বাজিল দামামা।
ওই—ওই যেন কালানল
হয় বিচ্ছুরিত! ওঃ—ওঃ! গুরু! গুরু!
পুড়ে যায় সর্ব্বাঙ্গ আমার!

চন্দ্র। প্রকৃতিস্থ হও শিষ্য,
এইবার নেহারিবে যোগশক্তি মোর।

কেতন। ওই—ওই যেন প্রতিধ্বনি
কহিছে আমারে,—আরে আরে
অকৃতজ্ঞ দুর্ব্বার দুর্ম্মতি,
ভেবেছ কি পরিণাম কিবা ভয়ঙ্কর !

চন্দ্র। শান্ত হও—শান্ত হও !
কহ সবিশেষ কি ঘটিল পুনঃ ?

কন্দর্প। তাতো বটেই, না শুন্‌লে প্রভু কি ক'রে যোগশক্তি প্রয়োগ কর্‌বেন।

কেতন। গতকল্য বীরেন্দ্রের করে
দিয়ে রাজ্যভার, অবন্তী-ঈশ্বর
গেছে চলি নীলাচলে,
যথা গিয়াছেন বিদ্যাপতি
দেবতা সন্ধানে।

চন্দ্র। ও—বুঝিয়াছি, নীলাচলে
শ্রীনীলমাধব করেন বিরাজ,
গিয়াছেন তাহার সন্ধানে।
ভাল—ভাল ! এইবার উপস্থিত
সুবর্ণ সুযোগ। ছলে বলে
অথবা কৌশলে হত্যা করি
ভ্রাতারে তোমার,
অধিকার কর বৎস অবন্তীর
রাজসিংহাসন। আর আমি
পাঠাবো এখনি মোর অনুচরগণে
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নে করিতে বিনাশ।
দেবো না—দেবো না বিশ্বে

মুক্তি-তীর্থ করিতে প্রতিষ্ঠা।
চিরদিন সমভাবে করিব রাজত্ব
আমি ধরা-বক্ষমাঝে।

কন্দর্প। প্রভু! আমি তাহ'লে এখন আপনার শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিইগে। দেখ্‌বেন প্রভু, আমি যেন অন্ততঃ নগর-কোটালও হই।

(প্রস্থান)

কেতন।　　কেবা তুমি কহ গুরু,
মূর্তিমান মানব-আকারে?

চন্দ্র।　　আমি? কেবা আমি? ওই উর্দ্ধে
চেয়ে দেখ স্বরূপ আমার।

শূন্যে ভয়ঙ্কর পাপমূর্ত্তির আবির্ভাব

কেতন।　　য়্যাঁ, ওকি! ওকি! কি ভীষণ
ভয়াল মূরতি! কৃষ্ণবর্ণ
রক্ত আঁখি, লক্ লক্ করিছে রসনা,
করে শোভে ধ্বংসদণ্ড
অতীব ভয়াল। সর্ব্বাঙ্গ হইতে
গলিত বহ্নির ধারা হতেছে নির্গত।
ওঃ! ওঃ! গুরু! গুরু!
প্রাণ বুঝি যায়!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, পাপমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্র।　　ওঠ—ওঠ বৎস! নাহি ভয়।

কেতন।　　একি গুরু হেরিলাম মূরতি তোমার?
এখনো কম্পন—এখনো যে শিহরণ,
মনে হয়, আমি যেন

কোন স্বপ্নরাজ্যে করি বিচরণ।
কহ গুরু! তুমি যদি এত শক্তিমান,
তবে কেন দিন চ'লে যায়?
কেন মোর আশা-তৃষা
না হয় পূরণ?

চন্দ্র। সময়ে হইবে সব, নাহি
চিন্তা কর হে ধীমান্!
এইবার নববল করিয়া ধারণ
কামনার যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দাও,
নাহি ভয়—নাহি ভয়,
পলকে করিব ধ্বংস যত অন্তরায়।
এস মোর বিশ্রাম আগারে—
আছে বহু গোপনীয় কথা।

কেতন। কামনার যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি
দেবো এইবার।
কিন্তু একি! অন্তর নিভৃতে
কেবা যেন কহে অবিরল—
দুরাশা কভু কি পূর্ণ হয় রে অজ্ঞান!
ওই—ওই নিভে যায় আশার প্রদীপ!
ঘনীভূত অন্ধকার—ভবিষ্য ভয়াল!
নাহি জানি জীবনের কিবা পরিণাম!

চন্দ্র। ভয় নাই! আমিই করিব পূর্ণ
জীবনের আশা-তৃষা তব।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মাধবের বাটী

চীৎকার করিতে করিতে বিমলার প্রবেশ

বিমলা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে! কর্ত্তা আমায় একেবারে ছেড়ে চ'লে গেল রে! হায়-হায়! কেন আমি তাকে বাড়ী থেকে চ'লে যেতে বলেছিলাম গা? আচ্ছা, যদিও সেদিন মিন্সে এসেছিল, কিন্তু কুশোর জন্যে কর্ত্তা আমার আবার ঘর থেকে চ'লে গেল। আহা, কুশো সেদিন তাকে কি মারই না মেরেছে। সেই দুঃখে কর্ত্তা আর বাড়ীমুখো হ'চ্ছে না। তাইতো গা, আমি যে মুস্কিলে পড়্লাম। কুশো আমায় মোটেই গ্রাহ্যি করে না! কি রকম নেশা করতে আরম্ভ করেছে! ওমা, ওইটুকু ছেলে এখন থেকে নেশা কর্লে বাঁচ্বে ক'দিন গা! মিন্সেরও রাগ বলিহারি বাবা! হ্যাঁগা, মেয়েমানুষ সোয়ামীর বাপান্ত কর্বে না তো কার বাপান্ত কর্বে গা? পরকে ব'লে ঝগড়া ক'রে মরি আর কি!

গীতকণ্ঠে কুশীরামের প্রবেশ

কুশী। গীত

আমায় সাজিয়ে দে মা বর।
যাবো আমি বিয়ে করতে সেই পদী-মালিনীর ঘর॥

বিমলা। য়্যাঁ, কি বলছিস্ রে বাবা! পদ্ম-মালিনীর বাড়ী বিয়ে কর্তে যাবি কি? হায়—হায়—হায়, কর্ত্তার জন্যে আমার একি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! ওগো কর্ত্তা গো, তুমি কোথায় গেলে গো! (ক্রন্দন)

কুশী। **গীত**

কর্ত্তা গিয়াছে মরিয়া,
আছে ভাগাড়ে পড়িয়া,
শুকুনি শেয়ালে করে টানাটানি
দেখিলে লাগিবে ডর ॥

বিমলা। য়ঁ্যা! কর্ত্তা বেঁচে নেই? ওগো আমার কি হ'লো গো! ও বাবা গো, তুমি দেখে যাও গো!

কুশী। **গীত**

কেঁদো না—কেঁদো না জননি,
আমি আছি তোমার নীলমণি
আবার আসিবে পদ্ম-মালিনী
তুমি ভাসিবে মা সুখে নিরন্তর ॥

বিমলা। বামুনের ছেলে—পদী-মালিনীকে তুই বিয়ে কর্‌বি কি? হায়-হায়, জাত-জন্ম সব গেল দেখ্‌ছি!

কুশী। তাতে কি হয়েছে? পদী-মালিনী কিন্তু দেখ্‌তে বেশ মা! নামটীও বেশ পদ্মমণি। আজকাল আর জাতের বিচার নেই। অসবর্ণ বিবাহ জগতে প্রচলন কর্‌বো। সেকেলে মামুলী বুলি ছেড়ে দাও মা! এখন আমায় তাড়াতাড়ি বর সাজিয়ে দেবে চল। আজ যে পদ্মমণির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

বিমলা। ওরে বাবারে, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো রে! ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে! ওরে কুশোরে, তুই উচ্ছন্নে গেছিস্ রে! ওরে বাবারে, আমার একি হ'লো রে?

(কাঁদিতে কাদিতে প্রস্থান)

কুশী। কি, আমায় বর সাজিয়ে দেবে না? চালাকি! দাঁড়া—দাঁড়া,—বাবার মত আজ তোকেও বাড়ী থেকে তাড়াবো। যেমনি অসভ্য বাবা—তেমনি অসভ্যা মা। আরে ছ্যা!

(প্রস্থান)

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। সাধ ক'রে কি সংসারটার ওপর আমার ঘেন্না এসেছে? এই সব দেখে শুনে। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমায় বলে কি না বেরিয়ে যাও। যাবো বই কি! আর কিছুতেই যাবো না। দেখি, আমায় বাড়ী থেকে কে তাড়ায়? চালাকি পেয়েছে। আমি ক'দিন না থাকাতে একবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ভ করেছে। ব্যাটার ছেলে আবার পদী-মালিনীকে বিয়ে করবে। সেই কথাই শুনেই তো গুরুদেবের কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে দেখতে এলাম। আর বাবা গুরুদেবের কাছে যাচ্ছিনে। গুরুদেবের পাল্লায় প'ড়ে পুরোদস্তুর মাতাল হ'য়ে পড়েছি। রাজাও হ'লুম না। গুরুদেব ব্যাটার সব ভণ্ডামি। ব্যাটাকে এইবার সায়েস্তা করবে। ব্যাটা এখানে এসে পর্য্যন্ত রাজ্যটা যেতে বসেছে। সেনাপতি ব্যাটা তো মেতে উঠেছে। যার শিল যার নোড়া তারি ভাঙ্গবে দাঁতের গোড়া? ধন্যি কাল বাবা! য়্যাঁ, এই সব দেখে শুনেই তো সংসারটার ওপর আমার ভারী ঘেন্না এসে গেছে।

সাজগোজ করিয়া কুশীরামের প্রবেশ

কুশী। চালাকি পেয়েছ, বর সাজিয়ে দেবে না! য়্যাঁ, একি! বাবা মশাই যে! আবার কি মনে ক'রে? যাক্, ভালই হয়েছে! আজ আমার বিয়ে বাবা! সেই পদী-মালিনীর সঙ্গে। চল বাবা বরকর্ত্তা সেজে।

কন্দর্প। সে কি রে হারামজাদা ?

কুশী। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। সেদিনের প্রহার বুঝি ভুলে গেছ ! এখুনি মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়্‌বো। চল বল্‌ছি।

কন্দর্প। কি, আমি বরকর্ত্তা সেজে যাবো ? তুই গোল্লায় গেছিস্‌ !

কুশী। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি—

কন্দর্প। যাবো বই কি ? এই আমি বস্‌লাম, দেখি, কে আমার বাড়ী থেকে তাড়ায় !

কুশী। না, বিয়েটা মাটি ক'রে দেবে দেখ্‌ছি। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। ওঠ—ওঠ, চালাকি পেয়েছ। (টান দিয়া তুলিল।)

কন্দর্প। দেখ্‌বি—দেখ্‌বি আহাম্মুক !

কুশী। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি। (একটী হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।)

দ্রুত বিমলার প্রবেশ

বিমলা। য়্যাঁ, কর্ত্তা এসেছে ! ওমা, কর্ত্তাকে কুশো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ! ওরে, কর্ত্তাকে নিয়ে যাসনে রে কুশো ! (কন্দর্পের অপর হস্ত ধরিল।)

কুশী। চ'লে এস—চ'লে এস,—বেরিয়ে যাও। (টানিতে লাগিল।)

বিমলা। ওরে, আমি কর্ত্তাকে নিয়ে যেতে দেবো না রে— (টানিতে লাগিল।)

কন্দর্প। মলাম ! মলাম ! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমায় জরাসন্ধ-বধ ক'রো না। সাধ ক'রে কি সংসারটার ওপর—উহু-হু, নড়া ছিঁড়ে গেল রে ! ছেড়ে দে কুশো, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি ; ছেড়ে যাও গিন্নি, আর তোমায় মারাত্মক রকমের পতিভক্তি দেখাতে হবে না।

কুশো। চ'লে এস বলছি।

বিমলা। আমি কর্ত্তাকে কিছুতেই ছাড়্বো না রে! ওগো কর্ত্তা গো, তুমি বেষকাঠের মত থির হ'য়ে দাঁড়াও গো!

কন্দর্প। বেশ বলেছ আর কি! অমনি পটাপট হাত দুটো পাঁজর ছিঁড়ে দুদিকে ছিট্‌কে পড়ুক্! উহু-হু! গেছি—গেছি—একবারে গেছি! এই জন্যই তো সংসারটার ওপর—ওরে বাবা রে গেলাম রে—

(টানাটানি করিতে করিতে কন্দর্পকে লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুর

গীতকণ্ঠে সুমঙ্গলের প্রবেশ

সুমঙ্গল। **গীত**

আমি মন্দিরে তব প্রদীপ জ্বালিয়া
আশাপথ চেয়ে থাকি।
নয়নের জলে অঞ্জলি ভরি
অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি॥
তুমি এস—তুমি এস,
প্রদীপ নিভিয়া যায়,
বাজায়ে বাঁশরী এস হে মুরারি,
এস হে এস শ্যামরায়;
আজি পূজিব তোমারে নয়নের নীরে
রাখিব না কিছু বাকী॥

দ্রুত মণিমালার প্রবেশ

মণি। ওই—ওই একটা রাক্ষস আমার নন্দনবন দলিত করতে ছুটে আস্‌ছে। আমি কি করি? উঃ, কি তার ভয়াল মূর্ত্তি! আমার সর্ব্বস্ব বুঝি চ'লে যায়! কে আমার অনন্ত সম্পদ রক্ষা করবে! মহারাজ নীলাচলের পথে! ওই—ওই রাক্ষসের অট্টহাসি! কে—কে তুমি রাক্ষস?

সুমঙ্গল। মা! মা!

মণি। ওরে, তুই এখনো জেগে আছিস্ সুমঙ্গল!

সুমঙ্গল। ঘুম এসেছে মা! তবে ঘুমবার আগে একবার আমার শ্রীহরিকে ডাক্‌ছিলাম মা! আচ্ছা মা, বাবা নীলাচল হ'তে আমার শ্রীহরিকে নিয়ে কবে ফিরে আস্‌বে মা?

মণি। তা জানি না সুমঙ্গল! তবে শীঘ্রই তিনি ফিরে আস্‌বেন। ঐ—ঐ সে রাক্ষস। এল—এল—

সুমঙ্গল। মা, তুমি অমন কর্‌ছো কেন?

মণি। জাগ্রত অবস্থায় আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি! চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের ছায়া! স্তূপীকৃত অন্ধকার—অনন্ত সাগর! না—না, সুমঙ্গল, আমার কাছে আয়! (বক্ষে ধারণ)

কেতনলালের প্রবেশ

কেতন। আজ সুমঙ্গলেরও শেষ রাজরাণি! (হত্যায় উদ্যত)

বীরেন্দ্রের প্রবেশ

বীরেন্দ্র। তার পূর্ব্বে তোমারও শেষ দাদা! (কেতনলালকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

(সহসা কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত পাপের আবির্ভাব
এবং বীরেন্দ্রকে মন্ত্রমুগ্ধ ও আকর্ষণ
করতঃ অট্টহাস্যে প্রস্থান)

কেতন। ধন্য গুরু, ধন্য তোমার যোগশক্তি! সুমঙ্গলকে বুকে থেকে নামিয়ে দাও রাজরাণি! আমি ওকে হত্যা করবো—প্রতিশোধ নেবো—অবন্তীর অধীশ্বর হবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মণি। (দৃঢ়স্বরে) কেতনলাল!

কেতন। আজ আর সেদিন নেই রাজরাণি! বীরেন্দ্রও আজ পরাজিত। সমস্ত রাজশক্তি আজ আমার করায়ত্ত। আজ আমি নিষ্কণ্টকে অবন্তীর সিংহাসনে বস্‌তে চাই। সুমঙ্গলের তপ্ত রক্তে ললাটে রাজটীকা ধারণ ক'রে অবন্তীর সিংহাসনে বস্‌বো।

মণি। উঃ! কেতনলাল! তুমি কি শয়তান? যার দেওয়া অন্ন আজও তোমার মৃতসঞ্জীবনী, আজ সেই অন্নদাতার শিশুপুত্রকে হত্যা কর্‌তে চাও? ভগবান্! তোমার পুণ্যরাজ্যে এত অনাচার, তবু তুমি ঘুমিয়ে আছ? ওঠ—ওঠ দয়াময়! আর ঘুমিয়ে থেকো না। শঙ্কানাশন মূর্ত্তিতে দুর্জ্জনদমনে ছুটে এস।

সুমঙ্গল। গীত

এস নারায়ণ! এস নারায়ণ!
এস শঙ্কানাশন সঙ্কটহারি!
এস গরজি ভয়াল, হ'য়ে মহাকাল,
এস দুর্জ্জন দমনে, শিষ্ট পালনে,
মঙ্গলময় হরি, মঙ্গলকারী॥

কেতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজ ভগবানকেও লাঞ্ছিত অপমানিত হ'য়ে ফিরে যেতে হবে এই কেতনলালের সম্মুখ হ'তে। আজ আমি হত্যার মত করাল—দুর্ভিক্ষের মত রক্তপিয়াসী দানব—মৃত্যুর মত অপরাজেয়। এস কুমার। (সুমঙ্গলের হস্ত ধারণ)

সুমঙ্গল। মা! মা!

মণি। কেতনলাল! কর্‌ছো কি? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! ওরে অহঙ্কারি, মায়ের বুক ছিনিয়ে তার অনন্ত সম্পদকে বিসর্জ্জন দিতে নিয়ে যাস্‌নে। পুত্রের মত ভালবেসে আমি যে তোকে বুক চিরে কত আশীর্ব্বাদ বিলিয়ে দিয়েছি। আমার স্নেহ-দুর্গে যে তোকে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিয়েছি। ওরে, এই কি তার প্রতিদান? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, এ যে রাজবংশের আশার প্রদীপ!

কেতন। হৃদয়! দৃঢ় হও! লালসা! আমার অন্তরে উন্মাদনা জাগাও! অবসাদে যে দেহ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। একি! আমি কোথায় এসেছি! কেন এসেছি! ওঃ—ওঃ! একি শিহরণ! না—না, হৃদয়, দৃঢ় হও! ঐই সেই ভাগ্যলক্ষ্মীর ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এস কুমার—

মণি। ওরে—ওরে দানব! ওরে রাক্ষস! ওরে জল্লাদ! তোর পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমার বুকের ধনকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাসনে! সইবে না—সইবে না,—সর্ব্বংসহা এত পাপ সইবে না। তুই ভগবানকেও ভয় করিস্ না? ওরে মূর্খ, জানিস্ না ভগবানের কি মহিমময়ী শক্তি!

কেতন। সে শক্তি আমার কাছে আজ পরাস্ত। বাধা দিও না—রাজরাণি,—পার্‌বে না। ছুটেছে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার ঐরাবত প্রবাহ—সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তোমার এই অফুরন্ত অশ্রুজলে—মর্ম্মভাঙ্গা কাকুতি মিনতিতে, আমার সৌভাগ্য-স্বপ্নাবিষ্ট জীবন একটুও গল্‌বে না। আজ প্রতিশোধ চাই। সেদিন দম্ভভরে সৈন্যাপত্য পদ হ'তে আমার

বিচ্যুত করেছিলে—মনে নেই? আজ সেই দম্ভ—সেই শক্তি দেখাও। আজ আর তোমাদের রক্ষা করতে অবন্তীতে একজনও নেই।

অস্ত্রকরে নীলিমার প্রবেশ

নীলিমা। একজন আছে স্বামি, তোমার সহধর্ম্মিণী এই নীলিমা।

কেতন। নীলিমা! আবার এসেছিস্ স্বামীদ্রোহিনি?

নীলিমা। আবার এসেছি, আমার বিপথগামী স্বামীকে সুপথে টেনে নিয়ে যেতে আবার এসেছি।

কেতন। নীলিমা!

মণি। বাঃ! বাঃ! একদিকে প্রলয়ের তাণ্ডব-নৃত্য; অন্যদিকে সৃষ্টিরক্ষার অভিনব লীলা! চমৎকার! নীলিমা! বুকে আয় মা! এতবড় অবন্তীতে আজ একজনও রাজবংশের শুভাকাঙ্ক্ষী নেই। সকলেই স্বার্থপর—পিশাচ! আজ একমাত্র তোকেই দেখ্ ছি,—তুইই রাজবংশের মঙ্গলদায়িনী রক্ষয়িত্রী। কিন্তু পার্ বিনে মা! তোর ক্ষুদ্র শক্তি কতক্ষণের?

নীলিমা। এখনো এ পথ ত্যাগ কর স্বামি! পথভোলা পথিকের মত কণ্টকময় অন্ধকার পথে ছুটে যেও না। মানুষের ধর্ম্মনীতি ভুলে গিয়ে পশুবৃত্তির মত্ততা নিয়ে জেগে উঠেছ? কিন্তু তুমি কি জান না স্বামি, পশ্চাতে পরিণাম কি বিভীষিকা মূর্ত্তিতে ছুটে আস্ ছে! (সহসা পশ্চাৎ হইতে একটী তীর আসিয়া নীলিমার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল।) ওঃ। (পতন)

পাপ। (নেপথ্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কেতন। এস কুমার!

(সুমঙ্গলকে লইয়া কেতনের দ্রুত প্রস্থান)

সুমঙ্গল। মা—মা—(আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।)

মণি। ওহো-হো-হো! ভগবান্!
নিয়ে গেল বাছারে আমার
বুক হ'তে ছিনায়ে সবলে।
মা—মা বলি কাঁদে সুমঙ্গল মোর।
ওঃ—ভগবান্!
মহারাজ! মহারাজ! কোথা তুমি?
এস—এস, ছুটে এস, দেখে যাও
তোমার শান্তির রাজ্যে
একি দারুণ বিপ্লব।
ওরে পাষাণ! ওরে নির্ম্মম!
কি করিলি তুই? মা! মা!
একি তুই সর্ব্বনাশ করিলি জননি?
(নীলিমাকে বক্ষে তুলিল।)

নীলিমা মা! এই হয় মানুষের ঈপ্সিত কামনা।
কিন্তু তবু হায়, নারিলাম
রক্ষিতে তোমার অনন্ত সম্পদে!

মণি। ঝ'রে পড়—ঝ'রে পড় নয়নের জল
শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারার মতন।
কি করি এখন? কাহারে বাঁচাই?
একদিকে প্রতিমার বিদায় বরণ
অন্য দিকে জীবনের রবি ডুবে যায়।
ভগবান্! আর্ত্তহারি নাম তব
জগতে দেখাও।

(নীলিমাকে লইয়া প্রস্থান)

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

শবর আলয়

(ভূমিকম্প ও প্রলয়-নিনাদ হইতেছিল।)

বিশ্বা। (নেপথ্যে) ধর্—ধর্, দুষমণ ঠাকুরকে ধর্। হামার নীলু দেওতাকে চুরি কোরিয়ে ভাগ্‌চে।

ললিতা ও বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যা। একি। সহসা সৃষ্টির বুকে প্রলয়-নিনাদ!

ললিতা। স্বামি। স্বামি! তুমি শীঘ্র এখান হ'তে পালাও। এখনি শবররাজের উদ্যত ভল্লে তোমার জীবন যাবে। তুমি নীলমাধবকে দেখেছ,—যখনি তুমি দেখেছ, তখনি সমুদ্রের বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে নীলমাধবকে লুকিয়ে ফেলেছে। সেই জন্যই আজ সৃষ্টির বুকে প্রলয়-নিনাদ—সমুদ্রের গর্জ্জন। তুমি আর বিলম্ব ক'রো না স্বামি!

বিদ্যা। আর তুমি? তুমিও তো তোমার পিতার উদ্যত ভল্ল হ'তে অব্যাহতি পাবে না ললিতা!

ললিতা। তোমার তো জীবন রক্ষা হবে!

বিদ্যা। তোমারও জীবন তো মূল্যহীন নয় ললিতা! যদি মর্‌তে হয় দুজনে মর্‌বো। আজ তোমারি করুণায় আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়েছে। আমি দেখেছি সেই গোপনবিহারী ভগবানের শ্রীনীলমাধবমূর্ত্তি। মর্‌তে আর ভয় নেই।

ললিতা। না—না, তুমি শীঘ্র চ'লে যাও। ওই উন্মত্তের দল রাক্ষসের রক্তপিপাসা নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। তুমি যাও, আমি তোমায় ভালবাসার গণ্ডীতে বেঁধে রাখ্‌তে চাই না। আমি অস্পৃশ্যা শবরকন্যা—

আমার মরণে ধরিত্রীর কোন অভাবই হবে না, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার উপর নির্ভর করছে পৃথিবীর অনেক কিছু সুমঙ্গল।

বিদ্যা। না ললিতা, আমি এখান হ'তে আর এক পাও যাচ্ছি না। আসুক সেই উন্মত্তের দল—দেখাক্ তাদের দর্প অহঙ্কার। আমিও ব্রাহ্মণ, দুর্ব্বাসা কপিলের মত বিস্ফারিতনেত্রে যজ্ঞোপবীত তুলে ধর্‌বো। দেখি, জয়ী হয় কে?

ভল্লহস্তে বিশ্বাবসু ও মেঘার প্রবেশ

বিশ্বা। জয়ী হোবে হামি। আরে আরে দুষমণ বামুন ঠাকুর!

ললিতা। বাবা! বাবা!

বিশ্বা। ললিতা! শয়তানি! আজ তুহাকেও শেষ কর্‌বো। তুহি হামার সর্ব্বনাশ কোর্‌লি' বামুন ঠাকুরকে সাদি ক'রে ভদ্দরজাত হোবি? ছো-ছো-ছো! ভদ্দর লোক বেইমান আছে—শয়তান আছে। দে—দে ঠাকুর! হামার নীলু দেওতো কো জলদি দে। কুথায় তাহারে লুকিয়েছিস্? বোল্—বোল্ তুরন্ত্ বোল্। নেহি তো আজ তুহার জান লিবে। বোল্ শয়তানি, এহি শয়তান ঠাকুর হামার নীলু দেওতাকো কুথায় লুকিয়ে রাখিয়েছে।

ললিতা। ব্রাহ্মণ তোমার নীলমাধবকে লুকিয়ে রাখেনি বাবা, তাকে কি কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে?

মেঘা। থাম্—থাম্ ললিয়া! তুহি সব জানিস্। বাপজি, ললিয়া ঝুটা বাত বোল্‌ছে।

বিশ্বা। হুঁ—হামি বুঝিয়েছে! দে—দে ঠাকুর! হামার নীলু দেওতাকো জল্‌দি দে। আরে শয়তান! তু যখন হামার নীলু দেওতাকো চুরি কোরিয়ে আন্‌লি, তখন দেওতার মন্দিরটা বালুতে ছাইয়ে ফেল্‌লো। বোল্—বোল্, কুথায় হামার নীলু দেওতাকো লুকিয়ে রাখিয়েছিস্? হামার

সব যাক্, ধন-দৌলত সব যাক্ ঠাকুর, শুধু নীলু দেওতা আমার কলিজা জুড়িয়ে বসিয়ে থাক্।

বিগু। না শবররাজ, আমি তোমার নীলমাধবকে লুকিয়ে রাখিনি। ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস কর। আমি তোমার নীলমাধবকে দেখেছি সত্য, কিন্তু তাকে লুকিয়ে রাখিনি। আমার ক্ষমতা কি তাকে লুকিয়ে রাখি!

বিশ্বা। তব্‌ কি হোল রে দুষমণ!

বিগু। লীলাময়ের নব লীলা প্রচারের অবতারণা। এ তোমার নীলমাধবের অদৃশ্য নয় শবররাজ! এ হ'চ্ছে নীলমাধবের ভক্ত-পরীক্ষা। তিনি যে সর্ব্বব্যাপী। তিনি এখনও আছেন।

বিশ্বা। বটে! বটে! তবে আয়, তোদের দুটোকেই একসঙ্গে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই আয়। (হত্যায় উদ্যত)

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নীলমাধবের প্রবেশ

নীলমাধব। 　　　গীত

তুই করিস্ কি—করিস্ কি, ওরে অবোধ অন্ধ!
আমি ভক্ত ছাড়া হই না কভু,
থাকি ভক্তের ঘরে বন্ধ॥

যেথায় থাকি ছুটে আসি,
নয়নজলে ফোটাই হাসি,
ছড়াই আমার বিমল করে
পারিজাতের গন্ধ॥

(প্রস্থান)

বিশ্বা। কে রে—কে রে তুই লেড়কা? তুইও কি শয়তানের চর আছিস্? কি, দিবিনে? হামার নীলু দেওতাকো দিবিনে? আরে আরে বেইমান! (আক্রমণোদ্যত)

সৈন্যদল। (নেপথ্যে) জয় অবন্তী-রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের জয়।

(নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ ভেরীবাদ্য)

বিশ্বা। ওকি! ওকি রে মেঘা! অবন্তীর রেজা হামার রাজ্যিতে আসিয়ে পড়্লো নাকি! চল্—চল্ তীর কাঁড় লিইয়ে হামরা সব ছুটিয়ে যাই চল্।

সসৈন্য ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। আর ছুটে যেতে হবে না শবররাজ! সৈন্যগণ! বন্দী কর শবররাজকে।

বিশ্বা। কি—কি, হামার রাজ্যিতে আসিয়ে হামায় বাঁধ্বি? বটে! তুহার এত্তো ক্ষেমতা। আয়—আয় রে রেজা, আগারি হাম তুহার জান লিই!

ইন্দ্র। সৈন্যগণ! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর হীনমতি শবরকে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় পক্ষের প্রস্থান)

বিদ্যা। জয় নীলমাধবের জয়! মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বিজয়ী হও। এস ললিতা!

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিশ্বাবসুর প্রবেশ

ইন্দ্র। আজ তোমার পরিত্রাণ নেই শবররাজ!

বিশ্বা। শবররাজ পরাণের ডর্ করে না।

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম।　　　　গীত

মহারণ!　মহারণ!
ভক্তে ভক্তে আজি হয় রণ।

(প্রস্থান)

যুধ্যমান ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিশ্বাবসুর প্রবেশ

বিশ্বা। এইবার হামি তুহারে শেষ কোরিয়ে ফেল্‌বে!
ইন্দ্র। সে শক্তি তোমার নাই শবররাজ!

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম।　　　　পূর্ব্ব গীতাংশ

হাসে ভগবান অন্তরালে,
ভক্তের রক্তে তরঙ্গ খেলে,
জয়ী হবে কেবা ভাবে নারায়ণ॥

(প্রস্থান)

যুধ্যমান ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিশ্বাবসুর পুনঃ প্রবেশ

বিশ্বা। ওঃ! এইবার বুঝি পরাণটা গেলো।

দ্রুতপদে সানুচর পাপের প্রবেশ

পাপ। ভয় নাই—ভয় নাই শবররাজ! আমি তোমার সহায়॥ বধ কর—বধ কর—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বধ কর।

ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম। ইন্দ্রদ্যুম্নের রক্ষক আমি।

(উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ)

(পাপের পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ ধর্ম্মের প্রস্থান)

ইন্দ্র। আরে আরে হীনমতি শবর-ঈশ্বর! (অস্ত্রঘাতে উদ্যত)

বিশ্বা। ওঃ।—(মূৰ্চ্ছিত হইল।)

বিদ্যাপতি ও ললিতার প্রবেশ

বিদ্যা। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও রাজা, তুমি ওকে ক্ষমা কর।

ইন্দ্র। কই গুরুদেব, নীলমাধব কই?

বিদ্যা। নীলমাধব নেই; তাকে হাতে পেয়ে হারিয়েছি। যেদিন এই শবর-রাজকন্যার অনুগ্রহে নীলমাধবকে দেখে এলাম, সেইদিনই—নীলমাধব—জানি না রাজা, কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। সমুদ্রের বালুকা-রাশি সেস্থান আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। নীলমাধবও অদৃশ্য হয়েছেন।

বিশ্বা। তব্ তুই হামার নীলু দেওতাকো চুরি করিস্নি? হামার নীলু দেওতা আপনা আপনি চলিয়ে গেলো! ছো-ছো-ছো ' ঠাকুর! তু হামারে ক্ষমা কর্।

বিদ্যা। ব্রাহ্মণ ক্ষমার হিমাদ্রি। নির্ভয়।

ইন্দ্র। হে গুরু, যে নীলমাধবের জন্য তুমি কত না যন্ত্রণা সহ্য কর্‌লে, আর আমি আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাকে দর্শন কর্‌বার জন্য ছুটে এলাম, তিনি আজ অদৃশ্য হ'লেন? তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি গুরু! চল শবররাজ, আজ দুজনে একসঙ্গে নীলমাধবের নাম নিয়ে সাগরজলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো।

বিশ্বা। ঠিক্ বলিয়েছিস্—ঠিক বলিয়েছিস্, চল্—চল্ রেজা, হামরা মরিগে চল্!

দৈববাণী। (নেপথ্যে) দুঃখ ক'রো না ইন্দ্রদ্যুম্ন, আমি শীঘ্রই দেখা দেবো তোমায়। এই পুণ্যপীঠ নীলাচলে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, তারপর সমুদ্রের বাঁকী মোহানায় আমার দর্শন পাবে।

সকলে। জয় নীলমাধবের জয়! জয় নীলমাধবের জয়!

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

বধ্যভূমি

সুমঙ্গল ও বীরেন্দ্রকে লইয়া কেতনলাল ও চন্দ্রহংসের প্রবেশ

চন্দ্র। এইবার হত্যা করি দুইজনে
নির্ব্বিবাদে ব'সো গিয়া
অবন্তীর স্বর্ণ-সিংহাসনে।
পাইলে কি পরিচয় ক্ষমতার মোর?

কেতন। কে করিবে হত্যা দুই জনে?

চন্দ্র। তুমি—তুমি!

কেতন। আমি! আমি!

চন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাকেই হত্যা কার্য্য
করিতে হইবে। কেন তুমি
হতেছে শঙ্কিত? আমি তব
প্রধান সহায়।

বীরেন্দ্র। আরে আরে ভণ্ডযোগি,
একি তোর কলুষ কামনা ?
ত্যাগের আচার নিয়ে
একি তোর জল্লাদ-প্রবৃত্তি !
মনে হয় এই দণ্ডে ছিন্ন করি
লৌহের শৃঙ্খল, দীর্ণ করি
বুকখানা তোর
করি আকণ্ঠ শোণিত পান।

চন্দ্র। হত্যা কর! হত্যা কর রে কেতন!
হত্যা কর অন্তরায়ে তব।

কেতন। হত্যা! হত্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কিন্তু গুরু! নহে এরা অন্তরায় মোর।
এরা যে আমার বড় আপনার
এই বিশ্বমাঝে।
হেরিয়া ওদের ওই
ব্যথাদীর্ণ চারু মুখখানি,
হাত হ'তে খসে পড়ে স্বার্থের কৃপাণ।
মনে হয়, ছুটে গিয়ে
অনুরাগে গলা ধ'রে
দিই প্রীতির চুম্বন।
বীরেন্দ্র! বীরেন্দ্র!
কুমার! কুমার!

চন্দ্র। কেতনলাল!

কেতন। সৃষ্টি বুঝি ডুবে যায় অতল সলিলে।
হত্যা! হত্যা! সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠা!

যাও দূরে ব্যাকুলতা স্নেহ মায়া
মমতা করুণা। যাও দূরে বিবেক বান্ধব।
এস—এস চিত্তভোলা অবদান করে
কল্পনার স্বপ্নপুরী হ'তে লালসা আমার।
আমি যেন ভুলে যাই সব।
জেগে উঠি প্রমত্ত গর্জ্জনে!

দ্রুত মণিমালার প্রবেশ

মণি। ওরে, ওদের হত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে আমায় হত্যা কর্ দানব! আমি মা হ'য়ে পুত্রদের এ শোচনীয় মৃত্যু দেখ্‌তে পার্‌বো না। তুই আমায় হত্যা কর্।

কেতন। একি! একি! চতুর্দ্দিকে রোদনের রোল!
আর আমি হায় একি রে পাষাণ!
না—না, রাজত্বের নাহি প্রয়োজন—
নাই প্রয়োজন। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্র। কোথা যাও? নীরবে দাঁড়াও।
পূর্ণাহুতি দাও যজ্ঞানলে।

কেতন। যজ্ঞ বন্ধ হোক্, যজ্ঞ বন্ধ হোক্ গুরু!
পূর্ণাহুতির নাই প্রয়োজন।
ওই যে আকাশ হ'তে বজ্র খ'সে পড়ে,
বসুন্ধরা করে ওই অহরহ অনল উদ্গার,
মরণের অট্টহাসি,
নিয়তির বিদ্রূপ কটাক্ষ ওই।
কাজ নাই যাগযজ্ঞে।
প্রয়োজন নাই যজ্ঞফলে।

চন্দ্র। আরে আরে জ্ঞানহীন,
বারবার গুরু আজ্ঞা কর অবহেলা ?
মম রোষানল প্রজ্বলিত হ'লে
জেনো নাহিক নিস্তার তব।

কেতন। সাবধান গুরু! না—না, গুরু বলি
সম্বোধন করিব না আর।
নহ তুমি গুরু, গুরুর আকারে
মূর্ত্তিমান পাপ। আজি গুরু-রক্তে
বিধৌত করিব মোর পাপের কালিমা।

চন্দ্র। বটে! বটে!
আরে আরে গুরুদ্রোহি!
দেখ্ তবে গুরুর প্রতাপ।

(প্রস্থান)

সহসা প্রবল ঝড় উত্থিত হইল, সশস্ত্র পাপ-অনুচরগণের প্রবেশ

পাপ-অনুচরগণ। ধ্বংস—ধ্বংস! অবন্তী আজ ধ্বংস হোক্।

বীরেন্দ্র। আবার—আবার সেই
যমের কিঙ্করগণ!

কেতন। ভয় নেই। ভয় নেই স্নেহের অনুজ!
পাপের নাহিক সাধ্য দলিত ধর্ম্মেরে।

ত্রিশূলকরে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম। ধর্ম্মের সংসার হ'তে পাপে আজি
করিব বিদায়।

খড়্গকরে পাপের প্রবেশ

পাপ।　　পাপের শাণিত খড়্গো
　　ধর্ম্মহীন হোক্ এই অসীম সংসার।

মণি।　　রক্ষা কর নারায়ণ এ ঘোর সঙ্কটে।
　　(যুদ্ধ ; সানুচর পাপের পলায়ন)

ধর্ম্ম। আর তোমাদের ভয় নেই। পাপ এইবার চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেছে।

মণি। কে—কে তুমি মহাপুরুষ? অপূর্ব্ব তোমার শক্তি। তোমার চরণে আমাদের কোটী কোটী প্রণাম।

ধর্ম্ম।　　ধর্ম্ম নাম মোর,
　　ধার্ম্মিকের প্রধান সহায়।

(প্রস্থান)

কেতন। বীরেন্দ্র! ভাই! (বন্ধন মোচন) জ্যেষ্ঠের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর ভাই! (বক্ষে ধারণ)

বীরেন্দ্র। দাদা! দাদা! তুমি যে আমার চির প্রণম্য। (প্রণাম)

কেতন। সুমঙ্গল! তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর ভাই!

সুমঙ্গল। শ্রীহরি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন দাদা!

কেতন। মা! মা! সন্তানের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর মা! জানি না কোন্ মোহকরীর মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে আমি মনুষ্যত্বহীন পিশাচ সেজেছিলাম। আজ তোমার আশীর্ব্বাদে পাপের নরক হ'তে দেবতার মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি। বিভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা কর মা!

(পদতলে পতন)

মণি। কেতন! পুত্র! মা চিরদিনই সন্তানকে আশীর্ব্বাদই ক'রে

থাকে। পুত্রের শত অপরাধ মা ভুলে গিয়ে অপরাধী পুত্রকে সস্নেহে বুকে টেনে নেয়। এ তো মায়ের চিরন্তনের রীতি—মজ্জাগত অভ্যাস। আশীর্ব্বাদ করি বৎস! তুমি মানুষ হও। তোমার কর্ম্মের প্রতিভায় জন্ম তোমার সার্থক হোক্—পিতৃবংশ উজ্জ্বল হোক্—মাতৃবংশ ধন্য হোক্।

কেতন। এস বীরেন্দ্র, এস অনুজ! আজ আমরা পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে এই জীবন্ত মাতৃমূর্ত্তির সামনে প্রতিজ্ঞা করি এস, আমরা কখনও ভায়ের স্নেহ ভুলবো না—মনুষ্যত্ব হারাবো না—পিশাচ সাজ্‌বো না। আমাদের এই জন্মভূমি অবন্তীকে রক্ষার জন্য আমরা জীবন দেবো, তবু আর পাপের প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে দেশের সর্ব্বনাশকে ডেকে আন্‌বো না। জয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!

(সকলের প্রস্থান)

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীলাচল—নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দির-প্রাঙ্গণ

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতি

ইন্দ্র। এতদিনে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হ'লো গুরুদেব! কিন্তু প্রভু, কই, তাঁর তো দর্শন পেলাম না। ওই মন্দিরে বিরাজ করবে কে? যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। হে করুণার অবতার! এখনো দেখা দিচ্ছো না কেন? আমি যে অর্থ সম্পদ সমস্ত ত্যাগ ক'রে তোমার সেই অভিনব মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্য, তোমার সেই ত্রিদিববাঞ্ছিত চরণে পুষ্পাঞ্জলি দানের জন্য সুদূর অবন্তী হ'তে ছুটে এসেছি দয়াময়!

বিদ্যা। অধৈর্য্য হ'য়ো না রাজা! তোমার এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সার্থক হবে। তুমি নিশ্চয় ওই মন্দিরে দেখ্‌তে পাবে সেই নীলাচল-বিহারী নীলমাধবকে।

ইন্দ্র। আর কতদিন প্রতীক্ষার পথ পানে চেয়ে থাক্‌বো গুরু! দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে, নৈরাশ্য ততই যেন অন্তর ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। নীলমাধব! নীলমাধব!

দৈববাণী। শোন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! সমুদ্রের বাঁকী মোহানায় একখানি বৃহৎ দারুখণ্ড ভেসে এসেছে। সেই দারুখণ্ড হ'তে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়ে আমার ত্রিমুর্ত্তি গঠন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আর সুভদ্রা। আমি ওই ত্রিমূর্ত্তিতেই আপ্রলয় তোমার এই নবনির্ম্মিত মন্দির মধ্যে বিরাজিত থেকে জগতের পাপী-তাপীকে মুক্তির আলোক দেখাবো।

বিদ্যা। ভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী! আর চিন্তা কি ইন্দ্রদ্যুম্ন! এখন চল, দারুখণ্ড উত্তোলন ক'রে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভার দিইগে চল।

ইন্দ্র। নীলমাধব! নীলমাধব!
পূর্ণ যেন হয় অভিলাষ।

মণিমালার প্রবেশ

মণি। মহারাজ! মহারাজ!

ইন্দ্র। য়্যাঁ, এ কি! রাণি! তুমি এখানে কি ক'রে এলে? কুমার কোথায়?

মণি। অবন্তীতে, তোমার ফির্‌তে বিলম্ব দেখে আমি মন্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে এখানে এসেছি।

ইন্দ্র। রাজ্যের সংবাদ কি রাণি?

মণি। বহু বিপ্লবের পর এখন শান্তিময় হয়েছে রাজ্য! চিন্তার কোন কারণ নেই। পরে সব শুন্‌বে। এখন বল রাজা, তোমার নীল-মাধব কই? মন্দির যে শূন্য দেখ্‌ছি।

বিদ্যা। রাজরাণী মা! শীঘ্রই মহারাজের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সেই নীলমাধবকে দেখ্‌তে পাবে। এস রাজা, শুভকার্য্য সত্বর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলাচল—পথ

অর্দ্ধোন্মাদ বিশ্বাবসুর প্রবেশ

বিশ্বা। হামার নীলু দেওতা কাঁহা চলিয়ে গেলো! ওহো-হো-হো! হামি তাহার লেগে কেত্তো কাঁদ্‌ছি, কেত্তো ডাক্‌ছি, তবু তো সে হামার পাশে এলো না! নীলু। নীলু! ওরে হামার দেওতা! তুহি আর ছোটজাতের ঘরে থাক্‌বি না? রেজার ঘরে থাক্‌বি? তুহার যদি এহি মতলব, তব কেনো তুহি ছোটজাতের ঘরে এত্তাদিন রহিলি। না—না, হামি আর পরাণ রাখ্‌বে না। হামার সব গেছে রে, সব গেছে। হামি এখুন পথের ভিখারী সাজিয়েছে। হামার রাজ্যিটা আঁধার কোরিয়ে হামরা নীলু দেওতা চলিয়ে গিয়েছে। লেকেন হামিও চলিয়ে যাবে।

ললিতার প্রবেশ

ললিতা। বাবা!

বিশ্বা। কে, ললিতা? তু ফিন্ হামার পাশ কেনো এলি বল্‌তো বেটী? তুহারে দেখ্‌লে হামার সারা শরীরটা জ্বলিয়ে ওঠে। তুহি হামার এমোন সর্ব্বনাশটা কোর্‌লি? বামুন দুষমণটাকে নীলু দেওতা দেখালি। তুহি দেখালি বোলিয়ে তো দেওতা হামাদের ছোড়িয়ে চলিয়ে গেলো। যা—যা, হামার সামনে্ হ'তে চলিয়ে যা। তু এখুন যে ভদ্দর লোকের ইস্ত্রী হোইয়েছিস্। ছোটাজাতের ঘরে থাক্‌লে তুহার পাপ হোবে। যা—যা।

ললিতা। বাবা! তুমি অভিমান ক'রো না। তোমার নীলমাধব আবার দেখা দিয়েছে।

বিশ্বা। ললিতা! হামার নীলমাধব আসিয়াছে? কই—কই

ললিতা ! কুথায় আছে ? বোল্—বোল্, হামি ছুটিয়ে গিয়ে তাহারে আন্‌বে। বোল্—বোল্ ললিতা !

ললিতা। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে মন্দির নির্ম্মাণ করেছেন, তোমার নীলমাধবকে সেই মন্দিরে তুমি দেখ্‌তে পাবে বাবা !

বিশ্বা। বলিস্ কি বেটী ! হামার নীলমাধবকে ফিন্ হামি দেখ্‌তে পাবো ? চল—চল্ মা, দেখিগে চল—দেখিগে চল্।

ললিতা। এস বাবা ! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর

বিশ্বকর্ম্মা মূর্ত্তিগঠন করিতে করিতে গাহিতেছিল।

বিশ্বকর্ম্মা। **গীত**

আমি কি রূপ গঠিব তোমার ভগবান্ !
তুমি নিরাকার, কভু বা সাকার
কিরূপে জাগাবো প্রাণ ॥
একবিংশ দিনে গঠিতে হইবে
তোমারি মূরতিখানি,
নাহি পাই খুঁজে কিরূপে গঠিব
স্বপনেতে নাহি জানি,
তুমি দেখাও আমারে তোমার মূরতি
চিন্তার কর অবসান ॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরদ্বার

মণিমালার প্রবেশ

মণি আজ অষ্টাদশ দিবসব্যাপী বিশ্বকর্ম্মা মন্দির মধ্যে বিগ্রহ গঠন করছে। আর মাত্র তিন দিন বাকী। কই, বিগ্রহগঠনের তো কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি বিশ্বকর্ম্মা বিগ্রহনির্ম্মাণে অক্ষম হ'য়ে অদৃশ্য হয়েছে! যাই হোক্, দেখ্তে হবে। কিন্তু মহারাজের আদেশ, ওই একবিংশ দিন মন্দির মধ্যে কেউ প্রবেশ কর্‌তে পাবে না। আমার কৌতুহল যে প্রবল হ'য়ে উঠ্ছে। তাইতো, কি করি? না—না, যাই দেখি—(প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। কর্‌ছো কি রাণি, কর্‌ছো কি? এখনো যে তিন দিন বাকী! তিন দিন গত না হ'লে মন্দিরে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে কি জন্য তুমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছো? ক্ষান্ত হও।

মণি। আমার বড় কৌতুহল হ'চ্ছে মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মার বিগ্রহ নির্ম্মাণের কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখি, মন্দির মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা কি ভাবে বিগ্রহ গঠন কর্‌ছে।

ইন্দ্র। সাবধান রাণি! এখনো নির্দ্দিষ্ট দিন গত হয়নি। প্রতিশ্রুতি পালন কর। একবিংশ দিবস পূর্ণ হ'লে মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন কর্‌বো।

মণি। মহারাজ! তুমি দৈবীমায়ায় প্রতারিত হয়েছ। মায়াবী ওই বিশ্বকর্ম্মা।

ইন্দ্র। না রাণি, দেববাক্যে বিশ্বাস হারিও না। কৌতুহলের বশবর্ত্তী

হ'য়ে ভগবানের লীলাপ্রচারের পথে অন্তরায় হ'য়ো না। এস, তিন দিন অপেক্ষা করি গে এস।

মণি। আমায় নিষেধ ক'রো না রাজা! আমি সত্যিই বল্‌ছি, বিশ্বকর্ম্মা মন্দির হ'তে অন্তর্হিত হয়েছে। এখনই সত্য মিথ্যার প্রমাণ হবে।

(দ্রুত প্রস্থান)

ইন্দ্র। রাণি! রাণি! যেও না—যেও না। দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনো না।

বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যা। ইন্দ্রদ্যুম্ন! ইন্দ্রদ্যুম্ন। এতদিনে
পূর্ণ হবে কামনা তোমার।
তোমার ঐ প্রতিষ্ঠিত নব মন্দির ভিতরে
যেন সেই শ্রীনীলমাধব
অভিনব ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করি
করেন বিরাজ!

ইন্দ্র। সত্য গুরু?

বিদ্যা। সত্য। তবে সাবধান,
কেহ যেন নির্দ্দিষ্ট দিনের আগে
মন্দিরে পাশে না।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ হয়েছে মহান্!
মহারাণী অধৈর্য্য হইয়া
গেল ছুটে পশিতে মন্দিরে;
শুনিল না নিষেধ আমার।

বিদ্যা। সেকি! চল—চল রাজা!
ফিরাও রাজ্ঞীরে, নতুবা যে

পণ্ড হবে এত আয়োজন ;
ব্যর্থ হবে মন্দির প্রতিষ্ঠা।

ইন্দ্র। রাণি! রাণি!
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

(দ্রুত প্রস্থান)

বিদ্যা। জানি না লীলাময়! আবার তুমি কি নূতন খেলা খেল্‌তে চাও।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর

বিশ্বকর্ম্মা বিগ্রহ গড়িতেছিল।

বিশ্বকর্ম্মা। **পূর্ব্ব গীতাংশ**

আমার কল্পনা মানে পরাজয়,
হাত দুটী মোর অবশ হয়,
আমি ভুলে যাই মম শিল্পী-কলাপ
কর গো করুণা দান ॥

ওকি! ওকি! মন্দিরদ্বার কে উদ্ঘাটন কর্‌লে না! এখনো যে তিন দিন বাকী, গঠনকার্য্য যে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি! কি করি! ভগবান্! তোমারি যে আদেশ একবিংশ দিনে মূর্ত্তিগঠন শেষ হবে। এখনো যে

কার্য্য অর্দ্ধসমাপ্ত! উপায় নেই! ভগবান্! এখানে পড়ে রইলো তোমার অর্দ্ধসমাপ্ত মূর্ত্তি। কিন্তু হে করুণাময়, বিশ্বকর্ম্মার এই অষ্টাদশ দিনের কঠোর পরিশ্রম যেন ব্যর্থ না হয়। তোমার এই অর্দ্ধসমাপ্ত—বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পূজার্হ হয়।

গীত

বিদায়! বিদায়! প্রণাম! প্রণাম!
তুমি চরণেতে দিও স্থান ॥

(প্রস্থান)

দ্রুত মণিমালার প্রবেশ

মণি। কই বিশ্বশিল্পী? একি! মন্দির যে শূন্য! আমার অনুমান তাহ'লে মিথ্যা নয়।

বিদ্যাপতি ও ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ

ইন্দ্র। রাণি! রাণি! কেন তুমি মন্দিরে প্রবেশ করলে?

মণি। আমার অনুমান সত্য মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মা পালিয়েছে—বিগ্রহনির্ম্মাণ হয়নি।

বিদ্যা। ওকি! ওকি! দেখ—দেখ রাজা, ও আবার কি! বস্ত্র উন্মোচন কর—বস্ত্র উন্মোচন কর।

ইন্দ্র। (বস্ত্র উন্মোচন করিয়া) হঁ্যা, একি! একি গুরুদেব! এ আবার কি? এযে সেই বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত অর্দ্ধসমাপ্ত বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি বাঃ—বাঃ! কি সুন্দর ত্রিমূর্ত্তি! এদের এই অভিনব রূপের ছটায় মন্দির যেন অমরাবতী হ'য়ে উঠ্‌লো। রাণি! রাণি! একি সর্ব্বনাশ

তুমি কর্‌লে ? গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ হ'তে না হ'তে তুমি অর্দ্ধপথে সব আশা চুরমার ক'রে দিলে। গুরুদেব! কি হবে? সবই আমার অদৃষ্ট। বৃথা হ'লো আমার এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

দৈববাণী। তোমার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বৃথা হয়নি ভক্ত! আমি ওই অর্দ্ধসমাপ্ত বিকলাঙ্গ বুদ্ধমূর্ত্তিতে অবনীমণ্ডলে প্রকাশিত হবো। তুমি এই মন্দির মধ্যে আমার ওই নির্গুণ নিষ্কাম হস্তপদহীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর।

বিদ্যা। জয় নীলমাধবের জয়।

দ্রুত বিশ্বাবসু ও ললিতার প্রবেশ

বিশ্বা। কই, কই রে বেটী, রেজার মন্দিরে হামার নীলু দেওতা কই ?

ললিতা। ওই যে বাবা তোমার নীলমাধব।

বিশ্বা। কই ? কই ? ঐ—ঐ যে হামার নীলু দেওতা। দেওতা! দেওতা! তুহি ছোটাজাতের ঘরে থাকৃবি না ? হামাদের পূজা নিবি না ? ওঃ। তু ভারী নিষ্ঠুর আছিস্। আচ্ছা—আচ্ছা, তুহাকে আর হামার সাথে যাতি হোবে না। হামিই আজ তুহার কাছে যাচ্ছি। (ভল্লের দ্বারা নিজের বক্ষ বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

ইন্দ্র। কর্‌ছো কি—কর্‌ছো কি শবররাজ ? (বাধাদান)

দৈববাণী। শবররাজ! প্রিয় ভক্ত আমার। শান্ত হও। ওই মূর্ত্তিতেই আমি তোমার নীলমাধব। বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। আর এই নীলাচলে যুগ-যুগান্তকাল ধ'রে তোমার বংশধরগণ হবে আমার সেবক। তুমি অভিমান ত্যাগ কর ভক্ত!

সকলে। জয় নীলাচল-বিহারী নীলমাধবের জয়!

নারায়ণের আবির্ভাব

নারায়ণ। শোন ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন! ভক্ত শবররাজন!
ভারতের পুণ্যস্থান এই নীলাচলে
রহিবে না অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ;
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই সমভাবে
হবে মোর পূজার পূজারী।
আর এই নীলাচল হবে মুক্তির দুয়ার,
এর পূত মৃত্তিকা পরশে
অব্যাহতি পাবে পাপী নরকযন্ত্রণা হ'তে।
আর আমি প্রকাশিত হবো এই ধামে,
করে ল'য়ে মুক্তির আলোক
দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে।

(সকলে শির অবনত করিল)

যবনিকা

জগদ্ধাত্রী প্রেস ৫।২নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন হইতে শ্রীখগেন্দ্রনাথ চন্দ্র
দ্বারা মুদ্রিত ও সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী হইতে
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর দ্বারা প্রকাশিত।

—আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

থিয়েটারের নাটক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরমা—৪র্থ সংস্করণ ১৷৹
আলেকজাণ্ডার—২য় সংস্করণ ১।০
হিন্দুবীর—৫ম ঐ ১৷৹
মোগলপাঠান—৮ম সংস্করণ ১৷৹
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ৪র্থ সংস্করণ ১।০

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

পানিপথ—৪র্থ সংস্করণ ১।০

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠহার—৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৷৵০
রণভেরী—(জর্জ্জ ") ১।০
সেলিনা—৩য় " ৷৹
হিরার নথ—৩য় " ৸০

গিরিশ ঘোষ

মেঘনাদ বধ—২য় সং ১৲

স্বদেশী যাত্রা—মুকুন্দ দাসের দলে অভিনীত

দাদা ১৲
মাতৃপূজা ১৲
সমাজ ১।০
দেশের ডাক ১।০
বন্দেমাতরম্ ১।০
পতিতা ১।০
বন্দির দেশ ১।০

প্রসিদ্ধ নাটকাবলী

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

শ্রীবৃন্দাবন ১৷৵০
দাতাকর্ণ ১।০
ন'দের নিমাই ১।০
বেহুলা ৸০

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

কংসবধ ১।০

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, বি, টি,

চণ্ডমুকুল ২৲
আকালের দেশ ২৲

বামনদেব চট্টোপাধ্যায়

রায় বাঘিনী ২৲

শ্রীসৌ[illegible]

ধর্ম্মবল বা [illegible]
আত্মাহুতি
ব্যথার পূজ[illegible]
শাপমুক্তি
গ্রহশান্তি
পলাশীর পরে
মাটির মা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মু[illegible]

বাংলার কেশ[illegible] প্রতাপ[illegible]
জাতীয় পতাক[illegible]
আসমানের ফু[illegible]
সত্যের সন্ধা[illegible]
বেইমান

শ্রীপূ[illegible]

সোনার [illegible]
সন্তান

শ্রীনির্ম্ম[illegible]

স্বাধীনতা

ছোট[illegible]

বিষফল
উজানীর

কান্তি[illegible]

ক্ষত্রপণ

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)